মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা পার্থিব সম্পদ (ভূ-সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি) অর্জনে বিভোর হয়ো না। কেননা তা তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত করে ফেলবে *(তিরমিযী হা/২৩২৮)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০২৪

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة وأدبيـــة

جلد : ٢٧، عدد : ١١، محرم وصفر ١٤٤٦ ه/ أغسطس ٢٠٢٤م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কাটারা সেন্ট্রাল মসজিদ, দোহা, কাতার।

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

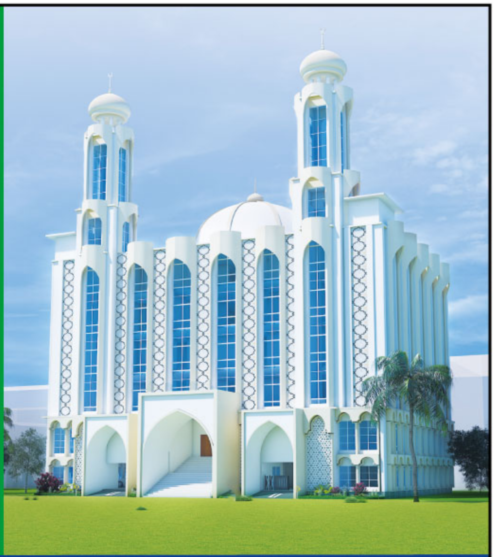

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

স্মারকগ্রন্থ-২

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

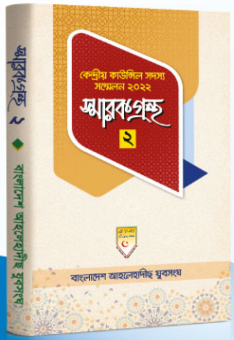

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৬০ ■ মূল্য : ২০০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলন ২০২৪ উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এতে কর্মী সম্মেলন ২০২২-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনসহ 'যুবসংঘ'-এর প্রায় অর্ধ শত বছরের পথ-পরিক্রমার খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে উঠে এসেছে একদিকে স্বর্ণোজ্জ্বল সাফল্যের নানা দিক ও বিভাগ, অপরদিকে ঘাত-প্রতিঘাতের এক বেদনাময় ইতিহাস। সন্নিবেশিত হয়েছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সাক্ষাৎকার সহ মূল্যবান তিনটি সাক্ষাৎকার। রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর প্রবীণদের স্মৃতিকথা।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريــة علميــة دينيــة و أدبيــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

মুহাররম-ছফর ১৪৪৬ হি.
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১ বাং
আগস্ট ২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০

(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *(শেষ কিস্তি)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ সমূহ *(২য় কিস্তি)* ০৭
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - শরী'আহ আইন বনাম সাধারণ আইন : একটি পর্যালোচনা *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ১৩
  - ছাদাক্বার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল ১৮
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - হারাম দৃষ্টিপাতের ভয়াবহতা ২৫
    -সুরাইয়া বিনতে মামূনুর রশীদ
- **বিজ্ঞানচিন্তা :** ৩০
  - আসমান ও যমীনের মাঝে বিদ্যমান পরিমাপ সমূহ
    -ইঞ্জিনিয়ার আছিফুল ইসলাম চৌধুরী
- **শিক্ষাঙ্গন :** ৩৩
  - প্রফেশন হোক ইবাদত *-সারওয়ার মিছবাহ*
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৫
- **হাদীছের গল্প :** ৩৭
  - রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের জীবন-যাপন
    -মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
- **স্বাস্থ্যকথা :** ৩৮
  - সাপে কাটলে ভুলেও প্রচলিত এই ভুলগুলো করবেন না
  - ফল ও সবজিতে রাসায়নিক পদার্থ : করণীয় কি?
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৯
  - লক্ষ্যহীন জীবনের প্রতি *-মুহসিন জব্বার*
- **কবিতা :** ৪১
  - ধাবমান ঘোড়া
  - রক্ত মাখা ফিলিস্তীন
  - বোকার সংজ্ঞা
  - দুনিয়ার পাগল
  - আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

দুর্নীতি ও কোটা সংস্কার আন্দোলন

সম্প্রতি দেশের সরকার ও প্রশাসনে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির যে ভয়াল চিত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় প্রতিদিন হচ্ছে, তা কল্পনাকেও হার মানায়। সেই সাথে বিসিএস ও পিএসসির বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস জালিয়াতিতে জড়িত ড্রাইভারসহ ১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতরের জনৈক কর্মচারীর শত শত কোটি টাকার অঢেল সম্পদের হিসাব হৃদকম্পন ধরিয়েছে দেশের সচেতন নাগরিকদের। যার বিক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিক কোটা বাতিল বা সংস্কার আন্দোলনে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে সরকারী চাকুরীতে কোটা রাখা হয়। যেমন মুক্তিযোদ্ধা কোটা, যেলা কোটা, নারী কোটা, উপজাতি তথা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটা, প্রতিবন্ধী কোটা ইত্যাদি। কিন্তু এটি চিরন্তন কোন ব্যবস্থা নয়। আর বর্তমানে সরকারী চাকুরীতে যে কোটা ব্যবস্থা রয়েছে, তা কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বিশেষত আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয় হ'ল বিদ্যমান মুক্তিযোদ্ধা কোটা। প্রশ্ন হ'ল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কত? তাদেরকে সনদ দিতে গেলেও তারা সনদ নেননি। বরং পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি, সার্টিফিকেটের জন্য নয়। এর বিনিময়ে আমরা কিছুই চাই না। আমাদের পরিচিত ৮৬ বছরের শয্যাশায়ী জনৈক মুক্তিযোদ্ধা বলেন, আমার জানা মতে সাড়ে ৬ হাযারের বেশী মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কথা নয়। সম্প্রতি আরেক বর্ষীয়ান মুক্তিযোদ্ধা হাফিজ উদ্দীন আহমাদ বলেছেন, ৮০ হাযারের বেশী নয়। অথচ আমরা শুনতে পাই সরকারী হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছেন আড়াই লাখের মত। এখন তাদের নাতি-নাতনীদের ও তস্য নাতি-নাতনীদের যুগ যুগ ধরে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা দিতে হবে। অথচ তারা নিজেরাই এটা চায় না এবং তারাই কোটা বাতিলের আন্দোলন করছে। আর বর্তমানে তারা পিছিয়ে পড়া কোন জনগোষ্ঠীও নয়। সুতরাং বাস্তবে মুক্তিযোদ্ধা কোটা একটা বৈষম্যমূলক কোটা ছাড়া কিছুই নয়। অতঃপর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটার সুবিধা পাওয়ার কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩৫টি ও অন্যান্য যেলায় বসবাস রত ১৫টি সহ ৫০টি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের। কিন্তু সেখানে একচেটিয়াভাবে পেয়ে আসছে কেবল চাকমারা। একই পরিবেশে বসবাসকারী পার্বত্য বাঙালী মুসলমানদের কোন কোটা নেই। এগুলি নিঃসন্দেহে অবিচার। আমরা মনে করি, কেউ যখন একবার কোটা পেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে চলে আসবে, তখন তাদের বাদ দিয়ে একই কোটাভুক্ত পিছিয়ে পড়াদের অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক।

বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরীতে মোট কোটা ৫৬ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৬ শতাংশই কোটার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়। যার অধিকাংশই মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। বাকি ক্ষুদ্র যতটুকু আছে, তাতেও চলে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁসের অনৈতিক ব্যবসা। ফলে মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় সরকার ও প্রশাসনের সর্বত্র এখন অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য। আর সেকারণেই কোটা বাতিলের আন্দোলনে সকল দল-মতের শিক্ষার্থীরা জান বাজি রেখে এগিয়ে এসেছে। তাদের বিষয়টি সহনশীলতার সাথে বিচার না করে সরকার নিষ্ঠুরের মত গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করেছে। বলা হয়ে থাকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে পাকিস্তানী পুলিশের গুলিতে সালাম-বরকত, রফীক-জব্বার নিহত হয়। তাদের পথ বেয়ে দেশ স্বাধীন হয়। এখন গত কিছু দিনে যে শতাধিক তাজা প্রাণ বুলেটের আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ল, যাদের খেটে খাওয়া বাপ-মাদের নিকটে এই সরকার কি নামে চিহ্নিত হবে? এটা কি তাহ'লে গণতন্ত্রের বুলেট হিসাবে প্রশংসিত হবে? রংপুর কারমাইকেল কলেজের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ কখনো ভাবতেও পারেনি যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের পুলিশ তার বুক ঝাঁঝরা করে দিবে। সে টিউশনী করে গরীব বাপ-মায়ের সংসার চালাতো। সরকার কি এখন তাদের দায়িত্ব নিবে? আমরা মনে করি, যে পুলিশ সদস্য তাকে হত্যা করেছে, তাকে অনতিবিলম্বে বিচারের আওতায় আনা হোক। সঙ্গে সঙ্গে কোটা বাতিলের আন্দোলনে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, যাদেরকে আহত করে পঙ্গু করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হৌক! সেই সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল হিসাবে ব্যবহৃত 'ছাত্র রাজনীতি' চিরতরে নিষিদ্ধ করা হৌক! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতি মুক্ত এবং সেখানে শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হৌক!

বর্তমান কোটা বাতিলের আন্দোলন দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় কেড়েছে। কেননা এটিকে তারা দুর্নীতি দমন ও মেধাহীনদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করেছে। যদিও আন্দোলনের নামে দেশের সম্পদ বিনষ্ট করা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানো কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। অপরদিকে কোটা বাতিল বা সংস্কার আন্দোলনকে দমন করতে গিয়ে সরকারের অদূরদর্শী ও বালখিল্য পদক্ষেপ আমাদেরকে হতবাক করেছে। আলোচনার টেবিলে বসেই যে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল, সেখানে অনর্থক বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে পুরা দেশকে অচল করে দেওয়া কোন দায়িত্বশীলতার কাজ হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বড় ন্যাক্কারজনক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

আমরা সরকারের প্রতি জোরালো দাবী জানাই, কোটা ব্যবস্থা যেন চিরস্থায়ী কোন ব্যবস্থা না হয়। যদি রাখতেই হয়, তবে সেটা যেন কোনক্রমেই ১০ শতাংশের বেশী না হয়। মেধাবী ও দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে এর কোন বিকল্প নেই। অপরদিকে দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষা দেয়ার নামে জনগণের উপর ভ্যাট ও নানাবিধ ট্যাক্সের বোঝা চাপানো বন্ধ করতে হবে এবং টাকা পাচারকারী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালাতে হবে। সর্বাগ্রে সরকারী অফিস ও আদালতগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের দেশ ও সমাজকে সকল প্রকার দুর্নীতি ও বৈষম্য হ'তে রক্ষা করুন- আমীন! *(স.স.)*।

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামীদের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(শেষ কিস্তি)

দুনিয়া নয়, আখেরাতের জীবনই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী :

আয়তনের দিক থেকেও দুনিয়ার তুলনায় আখেরাত কল্পনাতীত বিশাল। জান্নাতের অতি সামান্য জায়গাও দুনিয়ার চাইতে বহু বহুগুণে উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ‘জান্নাতে চাবুক পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, তার থেকে উত্তম’।[১] ওমর (রাঃ) বলেন, ‘একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। তাঁর দেহ ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা ছিল না। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। এ দেখে ওমর কেঁদে ফেললেন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদলে কেন হে ওমর? ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পারস্য ও রোম সম্রাট কত সুখী ও বিলাসী জীবন-যাপন করছে। আর আপনি আল্লাহ্র রাসূল হয়েও এ অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন? আপনি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে পার্থিব সুখ-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করেছেন, অথচ তারা তাঁর ইবাদত করে না। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, হে ওমর! তুমি এরূপ কথা বলছ? অথচ ওরা হ’ল এমন জাতি, যাদের সুখ-সম্পদকে এ জগতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে। তুমি কি চাও না যে, ওদের সুখ ইহকালে আর আমাদের সুখ পরকালে হোক?।[২] আলোচ্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির তুলনায় দুনিয়ার বিলাসিতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন।

দুনিয়ার মোহ অস্থিরতা ও দরিদ্রতার কারণ :

আব্দুর রহমান বিন আবান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ‘পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ সে ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে’।[৩]

দুনিয়া সম্পর্কিত আরো কিছু হাদীছ :

১. আবূ উমামা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ. ‘আমার রব আমার জন্য মক্কার ‘বাতহা’ (প্রশস্ত উপত্যকা) স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেওয়ার বিষয় আমার নিকট পেশ করলেন, তখন আমি বললাম, না, হে আমার প্রভু! বরং আমি একদিন পরিতৃপ্ত এবং আরেকদিন অভুক্ত থাকতে চাই। যাতে আমি যখন অভুক্ত থাকি তখন তোমার কাছে সকাতরে বিনয় প্রকাশ করতে পারি এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি। আর যখন পরিতৃপ্ত হব তখন তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার শুকরিয়া আদায় করব’।[৪]

২. আলী (রাঃ) বলেন, ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ. ‘দুনিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাত সম্মুখে এগিয়ে আসছে। আর তাদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই’।[৫]

৩. আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ ‘কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পরে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না যদিও তাকে পার্থিব সমস্ত সম্পদ প্রদান করা হয়। তবে শহীদ ব্যতীত। কেননা সে দুনিয়ায় ফিরে এসে পুনরায় দশবার শহীদ হওয়ার আকাংখা পোষণ করবে। আর এ জন্য যে, জান্নাতে সে শহীদের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করবে’।[৬]

৪. হুযায়ফাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ

১. *বুখারী হা/৩২৫০; মিশকাত হা/৫৬১৩।*
২. *বুখারী ৫১৯১; মুসলিম ৩৭৬৮; মিশকাত ৫২৪০।*
৩. *ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩১৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৫০ সনদ ছহীহ।*
৪. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯০।*
৫. *বুখারী, মিশকাত হ/৫২১৫।*
৬. *বুখারী, মুসলিম হা/১৮৭৭; মিশকাত হা/৩৮০৩।*

وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِى صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الآخِرَةِ ‘তোমরা মোটা কিংবা মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পেয়ালায় পান করো না। আর তামার পাত্রে খেয়ো না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে তাদের (কাফেরদের) জন্য, আর আখেরাতে আমাদের জন্য’।[৭] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করবে, আখেরাতে সে রেশম পরিধান করতে পারবে না’।[৮]

৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ ‘নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিকর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইলম ব্যতীত’।[৯]

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا ‘তোমরা দুনিয়াতে সহায়-সম্পদ নিয়ে বিভোর হয়ে পড়ো না। কেননা এতে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে’।[১০]

৭. ছাওবান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘অদূর ভবিষ্যতে বিজাতীরা তোমাদের উপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে অগ্রসর হয়। জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বললেন, না, বরং সেসময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হ’তে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করে দিবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে অলসতা সৃষ্টি করে দিবেন। ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, অলসতা সৃষ্টির কারণ কি হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় না করা।[১১]

৮. উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ‘আমি তোমাদের ব্যাপারে এই আশংকা করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে। তবে আমি এই আশংকা করি যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে, এবং (দুনিয়ার জন্য) পরস্পরে লড়াই করবে; ফলে তোমরা ধ্বংস হবে, যেমনভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।[১২]

৯. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ‘ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না এমন এক যুগ আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না, কি কারণে সে অন্যকে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, এটি কিভাবে হবে? তিনি বললেন, ফিৎনার কারণে। এতে হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।[১৩]

১০. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ ‘সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে কবরের উপর গড়াগড়ি করবে আর বলবে, হায়! যদি আমি এই কবরবাসীর স্থানে হ’তাম! এরূপ উক্তি সে দ্বীন রক্ষার জন্য করবে না, বরং তা বলবে পার্থিব বালা-মুছীবতে অতিষ্ঠ হওয়ার কারণে’।[১৪]

উপরোক্ত হাদীছগুলো থেকে দুনিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু বার্তা আমরা জানতে পেরেছি। এ বিষয়ে আরো বহু হাদীছের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। প্রবন্ধের কলেবরের দিকে খেয়াল করে আমরা বিষয়টি এখানে শেষ করছি। বস্তুত মহান আল্লাহর নিকটে এই দুনিয়া এতই ছোট ও তুচ্ছ যে, সর্বশেষ যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং আল্লাহ তা‘আলা নিজ অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাকেও এই দুনিয়ার দশটির সমান জান্নাত প্রদান করা হবে।[১৫] সুবহানাল্লাহ। অতএব দুনিয়ার মোহ থেকে বেরিয়ে এসে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হবে মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার উপায় :

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত আলোচ্য নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে দুনিয়াপূজা সম্পর্কে আলোকেপাত করতে গিয়ে আমরা দুনিয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর

---

৭. *বুখারী হা/৫৪২৬; মুসলিম হা/২০৬৭; মিশকাত হা/৪২৭২।*
৮. *বুখারী হা/৫৮৩৩,৩৪; মুসলিম হা/২০৭৩,৭৪; মিশকাত হা/৪৩১৯।*
৯. *তিরমিযী হা/২৩২২; মিশকাত হা/৫১৭৬ সনদ হাসান।*
১০. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭৪ সনদ ছহীহ।*
১১. *আবূদাঊদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩৬৯ সনদ ছহীহা; সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫৮।*
১২. *মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৯৫৮।*
১৩. *মুসলিম হা/২৯০৮; মিশকাত হা/৫৩৯০; ‘ফিৎনা সমূহ’ অধ্যায়, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫১৫৭।*
১৪. *মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪৪৫।*
১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮৬।*

উল্লেখযোগ্য বাণীসমূহ তুলে ধরেছি। এ পর্যায়ে দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে থাকার কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. দুনিয়াকে লক্ষ্যবস্তু না বানানো : দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে দুনিয়াকে লক্ষবস্তু না বানিয়ে আখেরাতকে লক্ষবস্তু বানানো। আখেরাতের লক্ষ্যেই সকল কর্ম সম্পাদন করা। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ 'আখেরাত যার একমাত্র চিন্তা ও লক্ষ্য হয়, আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে অভামুক্ত করে দেন এবং বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে সমাধান করে দেন এবং তার কাছে দুনিয়া তুচ্ছ হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যার চিন্তা ও লক্ষ্য হয় দুনিয়া, আল্লাহ তা'আলা তার দু'চোখের সামনে অভাব তুলে ধরেন, তার সমস্যা-গুলোকে বিক্ষিপ্ত করে দেন আর যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এর অতিরিক্ত দুনিয়া সে পায় না'।[16]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا، هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ 'যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত চিন্তাকে এককেন্দ্রিক তথা শুধুমাত্র আখেরাতের জন্য করে নিবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার যাবতীয় মাক্বছাদ পূরণ করে দিবেন। অপরদিকে যাকে দুনিয়ার নানা দিক ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে, তার জন্য আল্লাহ্র কোন পরওয়াই নেই, চাই সে কোন জঙ্গলে (যে কোন অবস্থায়) ধ্বংস হোক না কেন'।[17]

২. বেশী বেশী নেক কর্ম করা : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য সময় বের কর। আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করে দিব। যদি তুমি তা না কর, তাহ'লে আমি তোমার অন্তরকে ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করব না'।[18] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ. 'মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে (তার কবর পর্যন্ত যায়) তিনটি বস্তু। দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তাকে অনুসরণ করে তার পরিবার, তার সম্পদ ও তার আমল। অতঃপর (দাফন কার্য শেষে) তার পরিবার ও মাল-সম্পদ ফিরে চলে আসে। শুধুমাত্র আমল তার সাথে থেকে যায়'।[19] এই হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট হ'ল যে, দুনিয়ার সহায়-সম্পদ পরিবার-পরিজন অর্থকরি পরকালে কোনই কাজে আসবে না। কেবলমাত্র আমল ব্যতীত। সুতরাং আমাদেরকে আমলের খাতা সমৃদ্ধ করতে হবে। মহান আল্লাহর ইবাদতে বেশী বেশী মনোনিবেশ করতে হবে। দুনিয়াবী কোন বিষয়ে নয় প্রতিযোগিতা করতে হবে নেকীর কাজে। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর কাজে।

৩. মৃত্যুকে স্মরণ করা : দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা। যে মৃত্যু থেকে পালাবার কোন সুযোগ নেই। এটি চিরন্তন ও শাশ্বত। প্রাণ আছে যার, মৃত্যুও অবধারিত তার। আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। তিনি বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করবেই, যদিও তোমরা কোন সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করো' *(নিসা ৪/৭৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'তোমরা বেশী বেশী দুনিয়ার স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে স্মরণ কর'।[20]

৪. অন্ধকার কবরের কথা কল্পনা করা : দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচতে চোখ বন্ধ করে একবার অন্ধকার কবরের কথা চিন্তা করুন। কল্পনা করুন কবরের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা। মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের কথা। অতঃপর সাপের দংশন, লোহার হাতুড়ির পিটুনি, জাহান্নামের পোষাক ও জাহান্নামের লেলিহান আগুনের উত্তাপের কথা। ওছমান (রাঃ) যখন কবরের পাশে যেতেন তখন অঝোর নয়নে কাঁদতেন। সাথীরা জিজ্ঞেস করল, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনে কাঁদেন না, অথচ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এভাবে কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, দেখো! রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ 'কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম মনযিল বা ঘাটি। কেউ যদি এখান থেকে মুক্তি পায়, তাহ'লে পরবর্তী ঘাটিগুলো তার জন্য সহজ হবে। আর যদি কেউ কবরে মুক্তি না পায়, তাহ'লে পরবর্তী ঘাটিগুলো তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে'।[21]

---

১৬. *তিরমিযী হা/২৪৬৫ সনদ ছহীহ।*
১৭. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৭; মিশকাত হা/২৬৩ সনদ ছহীহ।*
১৮. *তিরমিযী হা/২৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩৯৩ সনদ ছহীহ।*
১৯. *বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হা/২৯৬০; মিশকাত হা/৫২৬৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*
২০. *তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬০৭।*
২১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; আহমাদ হা/৪৫৪।*

৫. হাশরের ময়দানের কথা চিন্তা করা : হাশরের ময়দান আরেক বিভীষিকাময় স্থান। যেদিন বিচারের অপেক্ষায় মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে। সূর্য মাথার নিকটবর্তী হবে। পাপ অনুযায়ী মানুষ স্বীয় ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারো দিক মাথা উঁচু করে তাকানোর ফুসরত পাবে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূলগণও যেদিন ‘রাব্বী নাফসী, রাব্বী নাফসী’ ‘প্রভু আমাকে বাঁচাও, প্রভু আমাকে বাঁচাও’ বলে প্রার্থনা করতে থাকবেন। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ‘সেদিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সেদিন ভাগ্যবান হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র কাছে আসবে বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে’ *(শু‘আরা ২৬/৮৮-৮৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ– ‘সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাপ থেকে এবং তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে। প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে *(আবাসা ৮০/৩৪-৩৭)*। এই কঠিন বিপদ মুহূর্তে মুক্তির কথা চিন্তা করলে দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

৬. আখেরাতে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করা : আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ‘আজ আমরা তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত ও সাক্ষ্য দিবে তাদের পা, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে’ *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ ‘ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় প্রতিপালকের সামনে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোন আদম সন্তান তার পা নড়াতে পারবে না। ১. জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছ? ২. যৌবন কীভাবে নিঃশেষ করেছ? ৩. ধন-সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছ? ৪. কোন পথে সম্পদ ব্যয় করেছ? ৫. ইলম অনুযায়ী আমল করেছ কি-না?’[22] সুতরাং প্রত্যেকটি কর্মের হিসাব সেদিন দিতে হবে। কোন কিছুই গোপন করা যাবে না। দুনিয়াতে মিথ্যা বলে পার পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যবান বন্ধ করে দিয়ে হাত, পা, চামড়ার সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এতএব এই জবাবদিহীতার কথা মাথায় থাকলে কোন মুমিন বান্দাকে দুনিয়ার মোহ আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফেল রাখতে পারবে না।

২২. *তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হ/৫১৯৭।*

৭. অল্পে তুষ্ট থাকা : দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হ’লে অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। তাক্বদীরে বিশ্বাসী হ’তে হবে। মনে রাখতে হবে কিসমতের বাইরে কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব না। নিজের অবস্থানের চাইতে উচ্চ অবস্থানে যারা আছে তাদের দিকে না তাকিয়ে বরং নিম্ন অবস্থানের লোকদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে’।[23] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কে আছ, আমার নিকট হ’তে এ কয়েকটি বাক্য (বিধান) গ্রহণ করবে? অতঃপর নিজে সে মতে আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিবে, যে তার প্রতি আমল করবে। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আমি প্রস্তুত আছি হে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচটি বিষয় গণনা করলেন তথা বললেন, (১) হারাম থেকে বেঁচে থাক, তাতে তুমি হবে উত্তম ইবাদতকারী। (২) আল্লাহ তোমার জন্য যা বন্টন করেছেন তাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাকবে, ফলে তুমি হবে সর্বাপেক্ষা ধনী। (৩) প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাতে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার। (৪) নিজের জন্য যা পসন্দ কর অন্যের জন্যও তা পসন্দ করবে, তখন তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান। (৫) অধিক হাসবে না। কেননা, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে’।[24]

৮. কাফেরদের জৌলুস দেখে ধোকায় না পড়া : আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ‘দেশ-বিদেশে অবিশ্বাসীদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। এগুলি যৎসামান্য ভোগ্যবস্তু মাত্র। এরপর ওদের ঠিকানা হ’ল জাহান্নাম। আর কতইনা নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা’ *(আলে ইমরান ৩/১৯৬-১৯৭)*।

উপসংহার : উপসংহারে আমরা পাঠকদের উদ্দেশ্যে ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আদম সন্তান বলে যে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল তো অতটুকু যতটুকু সে খেয়ে হজম করেছে, যে পোষাক পরিধান করে সে ছিন্ন করেছ এবং যা সে দান-ছাদাক্বার মাধ্যম অগ্রে প্রেরণ করেছে’।[25] অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে অঢেল সম্পত্তির মালিক হ’লেও, সীমাহীন বিলাসিতায় জীবন যাপন করলেও, সমাজে বা রাষ্ট্রে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হ’লেও মৃত্যুর সময় সে চরম অসহায় ও একাকিত্বের সাথে শূন্য হাতে বিদায় নিবে। সে সময় তার একমাত্র সাথী হবে তার আমল বা সৎকর্ম। আর চলমান আমল হিসাবে রেখে যাব তার এখলাছপূর্ণ দান-ছাদাক্বা। অতএব মহান আল্লাহ্‌র নিকটে আমাদের আকূল প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে দুনিয়ার অন্ধ মোহ থেকে নিরাপদে রাখেন এবং আখেরাতের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক্ব দান করেন-আমীন!!

২৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪২।*
২৪. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭১; সদন হাসান, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৩০।*
২৫. *মুসলিম হা/২৯৫৮।*

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণ সমূহ

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

গোনাহে জড়িয়ে পড়ার কারণ সমূহ :

শয়তানের কুমন্ত্রণা, প্রবৃত্তি পরায়ণতা ও নফসে আম্মারার ধোঁকা ইত্যাদি কারণে মানুষ গোনাহে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও নানা কারণে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে থাকে। নিম্নে পাপে জড়িয়ে পড়ার কিছু কারণ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. প্রবৃত্তির অনুসরণ :

মানুষকে যেসব জিনিস পাপে লিপ্ত করে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর মনে যা চায় সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ।[1] প্রবৃত্তির পূজারী হওয়া থেকে সাবধান করে কুরআনে বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ- 'তুমি (কাফেরদের) বলে দাও যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের আহ্বান কর, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলে দাও যে, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করব না। তাতে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না' *(আন'আম ৬/৫৬)*।

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে ধমক দিয়ে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ 'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। তিনি স্বীয় রাসূলকে নিষেধ করে বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا- 'তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' *(কাহফ ১৮/২৮)*। তিনি আরো বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'জেনে রাখ যে, তারা কেবল তাদের খেয়াল-খুশীর (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়াতকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

মহান আল্লাহ দাঊদ (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، 'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে শাসক নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়বিচার কর। আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা বিচার দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

মহান আল্লাহ আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواعَن سَوَاءِ السَّبِيلِ 'তুমি বল, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং ঐসব লোকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং নিজেরা সরল পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

প্রবৃত্তির পূজারী হওয়াকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধ্বংসকারী বস্তু বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ- فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ : فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ- 'তিনটি বস্তু মুক্তিদানকারী ও তিনটি বস্তু ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী তিনটি বস্তু হ'ল (১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সত্য কথা বলা (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হ'ল (১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক'।[2] তিনি অন্যত্র বলেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ،

১. *রাগেব ইছফাহানী, আল-মুফরাদাত লিগরীবিল কুরআন, পৃঃ ৫৪৮।*

২. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৬৮৬৫; মিশকাত হা/৫১২২ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়, 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৮০২।*

'মানুষের হৃদয়ে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমন আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে এবং যেই হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে জায়গা দেয় না, তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একপ্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের মতো শ্বেত, যাকে আসমান ও যমীন বহাল থাকা পর্যন্ত (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) কোন ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কালো। যেমন উপুড় হওয়া পাত্রের মতো, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না। ফলে শুধুমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়'।[৩]

তিনি আরো বলেন, وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِى أُمَّتِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ. 'আর আমার উম্মতের মধ্যে কয়েকটি দলের উদ্ভব হবে যাদের শরীরে এমন কুপ্রবৃত্তি ছড়াবে যেমনভাবে জলাতংক রোগ রোগীর সমগ্র শরীরে সঞ্চারিত হয়। তার কোন শিরা-উপশিরা বাকী থাকে না, যাতে তা সঞ্চারিত হয় না'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করে বলতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে পানাহ চাচ্ছি অন্যায় চরিত্র, কর্ম ও প্রবৃত্তি পূজা হ'তে'।[৫]

আলী (রাঃ) বলেন, : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ اثْنَتَانِ طُولُ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى، فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ- 'আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভীত হই দু'টি বিষয়ে। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিপূজা। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আখেরাত ভুলিয়ে দেয়। অতঃপর প্রবৃত্তি পূজা মানুষকে সত্য থেকে বিরত রাখে'।[৬]

আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসারীদের উদাহরণ দিয়ে বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ-

'আর তুমি তাদেরকে সেই ব্যক্তির কথা শুনিয়ে দাও, যাকে আমরা আমাদের অনেক নিদর্শন (নে'মত) প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যদি আমরা চাইতাম তাহ'লে উক্ত নিদর্শনাবলী অনুযায়ী কাজ করার মাধ্যমে অবশ্যই তার মর্যাদা আরও উন্নত করতে পারতাম। কিন্তু সে মাটি আঁকড়ে রইল ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী হ'ল। তার দৃষ্টান্ত হ'ল কুকুরের মত। যদি তুমি তাকে তাড়িয়ে দাও তবুও হাঁপাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এটি হ'ল সেই সব লোকদের উদাহরণ যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে। অতএব তুমি এদের কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(আ'রাফ ৭/১৭৫-৭৬)*।

সত্যাশ্রয়ীরা প্রবৃত্তিপূজারী হ'লে গোমরাহী বিস্তৃতি লাভ করত এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়তো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ، 'বস্তুতঃ সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী হ'ত, তাহ'লে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত' *(মুমিনূন ২৩/৭১)*।

২. অজ্ঞতা বা জ্ঞানহীনতা :

আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, প্রতিপালক, নিয়ন্ত্রক। তাঁর বিধান মানা ও তাঁর ইবাদত করা বান্দার জন্য আবশ্যক। আর ইলম না থাকলে আল্লাহ্র বিধান জানা ও মানা যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে সঠিকভাবে আমল করাও অসম্ভব। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، 'লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ (কপট বিশ্বাসী ও সুবিধাবাদীরা) আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে। তাকে কল্যাণ স্পর্শ করলে শান্ত হয় এবং বিপর্যয় স্পর্শ করলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেটাই হ'ল তার সুস্পষ্ট ক্ষতি' *(হজ্জ ২২/১১)*। অতএব শারঈ জ্ঞানার্জন করা অতি যরূরী। এর মাধ্যমে দ্বীন পালন করা ও ইবাদত করা সহজ হয়। পক্ষান্তরে অজ্ঞতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। অজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى

৩. *মুসলিম হা/১৪৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৩১৯; মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৩২৮; ছহীহুল জামে' হা/২৯৬০।*
৪. *আহমাদ হা/১৬৪৯০; আবু দাউদ হা/৪৫৯৭; ছহীহুত তারগীব হা/৫১ মিশকাত হা/১৭২, সনদ হাসান।*
৫. *তিরমিযী হা/৩৫৯১; মিশকাত হা/২৪৭১।*
৬. *ইমাম আহমাদ, ফাযায়েলুছ ছাহাবা ক্রমিক ৮৮১।*

إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا-

‘আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নিবেন না, বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তারা তাদেরকে (দ্বীনের বিষয়ে) জিজ্ঞেস করবে। অতঃপর তারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে’।[৭]

বস্ত্তত এই অজ্ঞতা পাপে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। আবুল আলিয়াহ (রহঃ) বলেন, أَنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقُوْلُوْنَ: كُلُّ ذَنْبٍ أَصَابَهُ عَبْدٌ فَهُوَ بِجَهَالَةٍ. ‘ছাহাবায়ে কেরাম বলতেন, বান্দা যে পাপেই লিপ্ত হয়, তা অজ্ঞতার কারণেই’।[৮] মুজাহিদ বলেন, كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ خَطَأً أَوْ عَمدًا فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنْزِعَ عَنِ الذَّنْبِ ‘যে ব্যক্তিই ভুলবশত কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাফরমানী করে সে অজ্ঞ, যতক্ষণ না সে পাপ থেকে বিরত হয়’।[৯] ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَوْا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عُصِيَ بِهِ فَهُوَ جَهَالَةٌ، عَمْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، ‘রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন যে, প্রত্যেক ঐ জিনিস যার দ্বারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় (আল্লাহ্র) নাফরমানী করা হয়, তা অজ্ঞতা’।[১০]

৩. শয়তানের প্ররোচনা :

মানুষকে পাপের পথে নেওয়ার জন্য শয়তান সব সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই শয়তান তাকে আঘাত করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا- ‘প্রত্যেক শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে স্পর্শ করে। শয়তানের স্পর্শমাত্রই সে চিৎকার করে উঠে। কিন্তু মারিয়াম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ঈসা (আঃ)-কে পারেনি’।[১১]

জন্মের সময়ে প্রত্যেকেই দ্বীনের উপর থাকে কিন্তু শয়তান তাকে সত্য দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, وَإِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ- ‘আমি আমার বান্দাদের ‘হানীফ’ (আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ) রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের কাছে আসে এবং তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে নিয়ে যায়’।[১২]

এমনিভাবে শয়তান প্রত্যেক মানুষকে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি মৃত্যুর সময়ও ধোঁকা দিয়ে থাকে। তাই আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে প্রেরণ করে আল্লাহ্র অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- ‘তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৮, ২০৮; আন‘আম ৬/১৪২)*। মানুষকে আল্লাহ্র ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ، وَأَنِ اعْبُدُوْنِيْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْراً أَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ- ‘হে বনু আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝ না?’ *(ইয়াসীন ৩৬/৬০-৬২)*। শয়তান মানুষকে সব সময় জাহান্নামে নিতে চায়। তাই আমাদের উচিৎ শয়তান থেকে সচেতন থাকা ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র অনুসরণ করা।

মানুষকে বিপথগামী করার মাধ্যমে তাদেরকে শয়তান জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ- ‘শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়’ *(ফাতির ৩৫/৬)*।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ). ‘আমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ) একটা দাগ টানলেন, অতঃপর বললেন, ‘এটা আল্লাহ তা‘আলার সোজা ও সঠিক রাস্তা।

৭. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩; মিশকাত হা/২০৬।*
৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৩৫।*
৯. *তাফসীর তাবারী, ৮/৯০।*
১০. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৩৫; তাফসীর তাবারী, ৮/৮৯।*
১১. *বুখারী হা/ ৪১৮৯, ‘তাফসীর’ অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯।*
১২. *মুসলিম হা/২৮৬৫ ‘জান্নাতের বিবরণ’ অধ্যায়; আহমাদ হা/১৬৮৩৭।*

অতঃপর তার ডানে ও বামে আরো কিছু দাগ টানলেন। তারপর বললেন, এগুলিও রাস্তা, যাদের প্রত্যেকটাতে শয়তান বসে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, 'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দিবে' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।[১৩]

শয়তান পাপ কাজকে মানুষের কাছে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে, যাতে মানুষ সে দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ বলেন, وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল' *(আন'আম ৬/৪৩)*। হুদহুদ পাখি সুলায়মান (আঃ)-কে রাণী বিলকীসের জাতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিল, وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُوْنَ- 'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতঃপর তারা সৎ পথ পায় না' *(নামল ২৭/২৪)*।

অনুরূপভাবে আদ ও ছামূদ জাতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 'আর আমরা 'আদ ও ছামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছি। তাদের পরিত্যক্ত বাড়ী সমূহ তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাদের অপকর্মগুলিকে শয়তান তাদের নিকট শোভনীয় করেছিল। তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিয়েছিল। অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ ব্যক্তি' *(আনকাবূত ২৯/৩৮)*। এভাবে শয়তান বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা দিয়ে বান্দাকে আল্লাহ বিমুখ করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এমনকি ছালাতে দাঁড়ালে একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। যেহেতু ইবলীস মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহ্র কাছে অঙ্গীকার করেছে, তাই সে সর্বদা মানুষকে ভালো কাজ থেকে বাধা দিয়ে থাকে এবং পাপে লিপ্ত করতে সচেষ্ট হয়।

৪. অসৎ সঙ্গী-সাথী :

পাপে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হ'ল অসৎ সঙ্গী-সাথী বা বন্ধু-বান্ধব। এজন্য মন্দ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। এতে ইহকালীন জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরকালীন জীবনে জাহান্নামী হওয়ার উপলক্ষ তৈরী হবে। আল্লাহ বলেন, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، 'বন্ধুরা সেদিন পরস্পরে শত্রু হবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত' *(যুখরুফ ৪৩/৬৭)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) মন্দ বন্ধু থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এভাবে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيْبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ رَبًا، وَمِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ تَرْعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে এমন স্ত্রী থেকে যে বার্ধক্য আসার পূর্বেই আমাকে বৃদ্ধ করে দেয়। এমন পুত্র সন্তান থেকে যে আমার উপর মাতব্বরি করে। এমন সম্পদ থেকে যা আমার আযাবের কারণ হয় এবং এমন ধোঁকাবাজ বন্ধু থেকে যার চোখ আমাকে দেখে আর তার অন্তর আমাকে পর্যবেক্ষণ করে। সে ভালো কিছু দেখলে তা গোপন করে। আর মন্দ কিছু দেখলে তা প্রচার করে'।[১৪]

অসৎসঙ্গী বা অসৎবন্ধুর খপ্পরে পড়ে মানুষ পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়াতে তার বোধোদয় হয় না। কিন্তু পরকালে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আফসোস করা ব্যতীত কোন উপায় থাকবে না। আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا، 'যালেম সেদিন নিজের দু'হাত কামড়ে বলবে, হায়! যদি (দুনিয়াতে) রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম! হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)*।

পাপীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা তার সাথে চলাফেরা করার কারণে সৎকর্মশীল ব্যক্তি ও ঐ মন্দ ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হ'তে পারে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ বলেন, فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، 'অতএব তুমি তাকে এড়িয়ে চল যে আমাদের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং যে পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই কামনা করে না' *(নাজম ৫৩/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، 'মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির (দ্বীনের) অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'।[১৫]

---

১৩. *আহমাদ হা/৪১৪২; দারেমী হা/২০২; নাসাঈ, হাকেম হা/৩২৪১; মিশকাত হা/১৬৬, সনদ হাসান।*

১৪. *ত্বাবারানী, ছহীহাহ হা/৩১৩৭।*

১৫. *আবুদাউদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।*

ওমর (রাঃ) বলেন, اعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشي الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخافون الله تعالى. 'তুমি তোমার শত্রু থেকে দূরে যাও, তোমার বন্ধুর ব্যাপারে সাবধান হও, তবে কওমের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে সে ব্যতীত কেউ বিশ্বস্ত হয় না। অতএব তুমি পাপীকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তাহ'লে তার পাপাচার তুমি শিখবে। তোমার গোপন বিষয় তাকে অবহিত করো না। তোমার কাজের ব্যাপারে তাদের কাছে পরামর্শ কর, যারা আল্লাহকে ভয় করে'।[১৬]

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, পাঁচটি স্বভাব বন্ধুর মাঝে প্রভাব বিস্তার করে-

১. জ্ঞান : এটা সম্পদের মূল। নির্বোধের সাহচর্যে কোন কল্যাণ নেই। কেননা সে তোমার উপকার করতে চেয়ে ক্ষতি করে ফেলবে। **২. উত্তম চরিত্র :** এটা আবশ্যকীয় বিষয়। কেননা অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরে তার ক্রোধ ও প্রবৃত্তি বিজয়ী হয়, ফলে সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং তার সাহচর্যে কোন কল্যাণ নেই। **৩. নিষ্পাপ :** কেননা ফাসেক বা পাপী আল্লাহকে ভয় করে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, তার শত্রুতা থেকে তুমি নিরাপত্তা লাভ করবে না এবং বিশ্বস্ত হয় না। যে ব্যক্তি প্রথম নে'আমতদাতার (আল্লাহ্র) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কখনও তোমার আমানত রক্ষা করবে না। **৪. বিদ'আতী নয় :** কেননা বিদ'আতীর সাহচর্যকে ভয় করা হয়। কারণ তার সাথে তোমার সাহচর্যে রয়েছে সার্বিক অনিষ্ট। হয় সে বিদ'আত গোপন করবে অথবা বিদ'আত (পরিহারে) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে কিংবা তার থেকে তুমি বিদ'আত শিখবে, যা তোমাকে অধঃমুখী (ধ্বংস) করবে। **৫. দুনিয়ার প্রতি লোভহীনতা :** সম্পদের প্রতি লোভ দ্বীনকে এত ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে, যেভাবে ক্ষুধার্ত নেকড়েকে মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে ক্ষতি করে। অর্থাৎ সে নেপথ্যে থেকে সুস্পষ্ট ক্ষতি করবে'।[১৭]

৫. উদাসীনতা :

আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য আসমান-যমীনের সবকিছু অনুগত করে দিয়েছেন। তাদের জান্নাতের প্রতি অনুপ্রাণিত এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিভিষিকা ও বিপদ-মুছীবতের বিষয়ও বিবৃত করেছেন। কিন্তু মানুষ সেসব ভুলে যায় এবং উদাসীনতায় গা ভাষিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، 'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে। যখনই তাদের নিকট তাদের পালনকর্তার পক্ষ হ'তে কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা খেলাচ্ছলে তা কান লাগিয়ে শোনে' *(আম্বিয়া ২১/১-২)*। মানুষ বিভিন্ন কারণে গাফেল বা উদাসীন হয়। যেমন খারাপ বন্ধু-বান্ধব বা সঙ্গী-সাথীর প্রভাব *(ফুরক্বান ২৫/২৭-২৯)* ও শয়তানের প্ররোচনায় *(আ'রাফ ৭/২০০-২০২)*। মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত, তাঁর নিদর্শনসমূহ, পরকালের জবাবদিহিতা, মৃত্যুর ভয় প্রভৃতি থেকে উদাসীন থাকে। এই উদাসীনতাই বান্দাকে পাপে লিপ্ত করে, অন্তরকে নষ্ট করে, অন্তরে কুমন্ত্রণা ও খারাপ চিন্তার উদ্রেক করে। উদাসীনতা মানুষকে কর্মবিমুখ, দায়িত্বহীন এবং ভবিষ্যতের জন্য পাথেয় সঞ্চয় থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকর থেকে গাফেল অন্তরে শয়তান জায়গা করে নেয় এবং সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গী হয়ে যায়। তার নিকটে শয়তান মন্দ কাজকে সুশোভিত করে তোলে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، 'যে ব্যক্তি দয়াময়ের স্মরণ থেকে অন্ধ হয়, আমরা তার জন্য এক শয়তানকে নিযুক্ত করি, যে তার সাথী হয়' *(যুখরুফ ৪৩/৩৬)*।

বস্তুত আল্লাহ, তাঁর আদেশ-নিষেধ, গোনাহের দুনিয়াবী ও পরকালীন শাস্তি, পরকালে জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ, আল্লাহ্র সৃষ্টির পার্থিব নিদর্শন ও কুরআনী আয়াত সমূহ সম্পর্কে গাফেলতী বা উদাসীনতা এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষকে গোনাহে নিমজ্জিত করে। আর তাদের এই উদাসীনতা ও কুফরীর কারণে জাহান্নামে তাদের ঠিকানা নির্ধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، 'নিশ্চয়ই যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়ে তৃপ্ত থাকে ও তার মধ্যেই নিশ্চিন্ত হয় এবং যারা আমাদের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকে; সেসব লোকদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসাবে' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

গাফেলতীর কারণে ধ্বংস-বিনাশ অবধারিত হয়, অন্তর কলুষিত হয়, অবাধ্যতা ও সীমালংঘনে লিপ্ত হয়। ফলে আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়। ফেরাঊন ও তার কওম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، 'অতঃপর যখনই আমরা তাদের থেকে আযাব উঠিয়ে নিতাম একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাওয়ার পর তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। ফলে আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে

---

১৬. *আল-আদাবুল ইসলামিয়াহ, ১/৫০ পৃঃ; আল-মুনতাক্বা ১/৩২ পৃঃ।*
১৭. *আবু রহমাহ মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন, ছাফওয়াতুল মাসাইল ফিত তাওহীদ ওয়াল ফিক্বহ ওয়াল ফাযাইল, ১/১৫২ পৃঃ।*

সাগরে ডুবিয়ে মারলাম। কারণ তারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল এবং তারা তার প্রতি উদাসীন ছিল' *(আ'রাফ ৭/১৩৫-৩৬)*।

গাফেলতীর কারণে মানুষ দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়। যাবতীয় কল্যাণ থেকে বিমুখ হয়, অন্তর গোমরাহ হয়, সে পশুর মত দুনিয়াতে জীবন যাপন করে। সে শুধু নিজের পানাহার, প্রবৃত্তির চাহিদা নিয়েই ভাবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، 'আমরা বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

আল্লাহ মানুষকে গাফেলতী থেকে নিষেধ করেছেন, যাতে তারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে হেদায়াত লাভ করে উপকৃত হয়। তিনি বলেন, وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، 'আমরা তাদের দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু সেসব কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করল এবং সেই শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত' *(আহক্বাফ ৪৬/২৬)*।

[ক্রমশঃ]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুখপত্র, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি রাজনীতি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল বিষয়ে পত্রিকাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছে। আপোষহীন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে। অতএব আত-তাহরীক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং বাংলার ঘরে ঘরে নির্ভেজাল এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

দেশ-বিদেশের সকল পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমাদের নিবেদন, আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিচিতজনদের মাঝে নিয়মিতভাবে বিতরণ করুন! মনে রাখবেন আপনার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে, সেটি আপনার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হবে' *(বুখারী হা/২৯৪২)*। তাছাড়া হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আমলের সমপরিমাণ নেকীও আপনার আমলনামায় যোগ হবে' *(মুসলিম হা/১০১৭)*। সুতরাং আত-তাহরীক বিতরণের মাধ্যমে আপনিও হ'তে পারেন কলমী জিহাদের গর্বিত অংশীদার। আপনার প্রেরিত নিয়মিত/অনিয়মিত অনুদানে মাসিক আত-তাহরীক পৌঁছে যাবে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে। শিরক-বিদ'আতের জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে চিরন্তন হেদায়াতের দিশা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : মাসিক আত-তাহরীক, হিসাব নং এসএনডি ০০৭১২২০০০০১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০। (বিঃ দ্রঃ অনুদান প্রেরণের পর আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল)।

সার্বিক যোগাযোগ : মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭১৭-৫০৬৮৬৫।
পত্রিকা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ইমেইল : tahreek@ymail.com

শরী'আহ আইন বনাম সাধারণ আইন : একটি পর্যালোচনা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ভূমিকা :

শরী'আহ আইন ও সাধারণ আইন দু'টি ভিন্ন ভিন্ন আইনী পদ্ধতি, যার মধ্যে নীতিগত এবং পদ্ধতিগত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একটি হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত আইন, অপরটি মানবরচিত ও আদালতে বিচারিক সিদ্ধান্ত ও পূর্ব উদাহরণের উপর ভিত্তিশীল আইনী ব্যবস্থা। একজন মুসলিমের জন্য শরী'আহ নির্ধারিত আইনসমূহ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা অপরিহার্য। সে আইন পারিবারিক হোক, অপরাধ আইন হোক কিংবা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত আইন হোক। প্রগতি বা আধুনিকতার দোহাই দিয়ে সে কখনও মানবরচিত সাধারণ আইনকে আল্লাহ্র আইনের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে শুধুমাত্র সঊদী আরব, সুদান, নাইজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশে শরী'আহ আইন মোটামুটি প্রয়োগ করা হয়। আর অন্যান্য দেশগুলোতে কেবল পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে শরী'আহ আইন অনুসৃত হয়, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। অথচ শরী'আহ আইন কুরআন ও হাদীছভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন আইনী ব্যবস্থা, যা ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা ও মানবকল্যাণমূলক নীতিমালার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। দুর্বল, অস্থিতিশীল মানবরচিত সাধারণ আইন কোন বিচারেই শরী'আহ আইনের সমকক্ষ হ'তে পারে না। অথচ শরী'আহ আইন নয়, বরং অমুসলিম দেশগুলোর মত সাধারণ আইনই অনুসৃত হচ্ছে স্বয়ং মুসলিম দেশগুলোতে। আরো দুর্ভাগ্যজনক যে, আধুনিক মুসলিম প্রজন্ম শরী'আহ আইন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও বেখবর। নিম্নে শরী'আহ আইনের পরিচয় এবং সাধারণ আইনের সাথে তার পার্থক্যগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।

শরী'আহ আইন-এর অর্থ :

শরী'আহ আইন হ'ল ইসলামী শরী'আত, যার আরবী রূপ– الشريعة الإسلامية। আশ-শারী'আহ (الشريعة) শব্দটি شرع মূলধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শব্দটি একবচন, বহুবচনে شرائع ব্যবহৃত হয়। আভিধানিকভাবে الشريعة শব্দটি মৌলিক দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) مورد الماء বা পানির উৎসমুখ। যেখানে মানুষ বা পশু পানি পানের জন্য গমন করে। যেমন বলা হয় شرعت الإبل অর্থাৎ উট পানির উৎসমুখে উপস্থিত হয়েছে। এটা এমন এক উৎসস্থল যেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে পানি নির্গত হয়, কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।[১] এই অর্থে শরী'আত হ'ল আইন-কানূনের উৎসস্থল বা যেখান থেকে মানুষের জন্য বিধি-বিধান উৎসারিত হয়ে থাকে। (২) রাস্তা (الطريق), অনুসৃত পথ (المنهج), চলার পথ (المذهب), যাত্রাপথ (السبيل), অভ্যাস (العادة), অনুসৃত পদ্ধতি বা নীতি (السنة), সুস্পষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত পথ (الطريق المستقيمة الواضحة) প্রভৃতি।

ইসলামের আগমনের পূর্বে শব্দটি পানির উৎসমুখ থেকে উৎসারিত নালাসমূহকে বোঝানোর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে রূপকার্থে উপরোক্ত অর্থগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।[২] পবিত্র কুরআনে ৫টি স্থানে শব্দটির বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

ক. شَرَعَ (ক্রিয়ারূপ) : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...الخ অর্থাৎ তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে... *(শূরা ২১)*।

খ. شَرَعُوا (ক্রিয়ারূপ) : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ...الخ অর্থাৎ 'নাকি তাদের কোন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ বহির্ভূত ধর্মীয় বিধিবিধান রচনা করেছে' *(শূরা ১৩)*।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে শব্দটি পরিচিত করা, উন্মুক্ত করা, সুস্পষ্ট করা বা বিধিবিধান প্রবর্তন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. شَرِيعَةٍ (বিশেষ্যরূপ) : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا অর্থাৎ 'আমি তোমাকে দ্বীনের বিশেষ বিধান দান করেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর' *(জাছিয়া ১৮)*। এই আয়াতে শব্দটি বিধিবদ্ধ রীতি, অনুসৃত পথ অর্থে এসেছে।

ঘ. شِرْعَةً (বিশেষ্যরূপ) : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا অর্থাৎ 'তোমাদের প্রত্যেকেই আমি বিধিবদ্ধ আইন ও স্পষ্ট পথ বাতলিয়ে দিয়েছি' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। এই আয়াতেও শব্দটি বিধিবদ্ধ রীতি কিংবা রাস্তা বা পথ অর্থে এসেছে।

ঙ. شُرَّعًا (বিশেষণরূপ) : إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، 'যখন তাদের নিকট শনিবারে মাছগুলো তাদের কাছে ভেসে আসত' *(আ'রাফ ৬৩)*। এই আয়াতে শব্দটি (মাছের) পানির উপর ভেসে ওঠা ও মুখ বাড়িয়ে দেয়া অর্থে এসেছে।

কুরআনে ব্যবহৃত উক্ত শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, شَرِيعَةٍ এবং شِرْعَةً শব্দগুলি মৌলিক অর্থের পরিবর্তে

---

১. *ইউসুফ আল-কারযাভী, মাদখালুন লি দিরাসাতিশ শারীআতিল ইসলামিয়াহ (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ৯।*

২. *জামালুদ্দীন ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব (বৈরূত : দারু ছাদের, ১৪১৪হি.), ৮/১৭৫; মাজদুদ্দীন আল-ফিরোযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত (বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৭৩২; মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আয-যুবায়দী, তাজুল আরূস ২১/২৫৯।*

রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখান থেকেই ফক্বীহগণ شَرِيعَةٌ বলতে বুঝিয়েছেন 'আল্লাহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন' কিংবা 'আল্লাহ্র পথ' অর্থাৎ যা মানুষ অনুসরণ করে ইলাহী দিকনির্দেশনা ও হুকুম-আহকাম জানার জন্য। কেউ কেউ বলেন, ইসলামী বিধিবিধানকে شَرِيعَةٌ নামকরণ করার কারণ হ'ল তা মানুষের আত্মিক অপবিত্রতাকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, যেমনভাবে 'পানির উৎস' ব্যবহারকারীর শারীরিক অপবিত্রতাকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। পানি যেভাবে মানুষের শরীরকে সঞ্জীবিত করে, শরী'আতও তেমন মানুষের আত্মা ও জ্ঞান-বিবেককে সঞ্জীবিত করে।[৩]

আর الإسلامية শব্দটি সম্বন্ধসূচক যা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতারিত দ্বীন ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে।

শরী'আহ আইন-এর পরিচয় :

ফিক্বহবিদ ও উছূলবিদদের পরিভাষায় ইসলামী শরী'আত হ'ল, দ্বীনের আক্বীদা ও আমল সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম-আহকামের সমষ্টি, যা আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের নিকট অহী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যাতে মানুষ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা কর্মে বাস্তবায়ন করে। নিম্নে বিশেষজ্ঞদের কিছু সংজ্ঞা প্রদান করা হ'ল। যেমন-

১. الموسوعة العربية العالمية -এ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, هي أحكام الدين الإسلامي الذي نُزِّل على محمد صلي الله عليه وسلم سواءً منها مايتعلق بالعقيدة أو الفقه وقد أخذت الشريعة معنى أخص لتدل على الفقه خاصة، অর্থাৎ 'ইসলামী শরী'আত হ'ল, মুহাম্মাদ (ছাঃ) উপর নাযিলকৃত দ্বীন ইসলামের আক্বীদাগত বা ফিক্বহ সংক্রান্ত বিধি-বিধানসমূহ। তবে খাছভাবে 'শরী'আত' বলতে ইসলামী ফিক্বহকে বুঝানো হয়'।[৪]

২. আব্দুল করীম যায়দান (১৯১৭-২০১৪খ্রি.) বলেন, هي الأحكام التي شرعها الله لعباده، سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فالشريعة الإسلامية إذن في الاصطلاح ليست الا هذه الأحكام الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية والتي هي وحي من الله الي نبيه محمد صلي الله عليه وسلم ليبلغها الي الناس، 'ইসলামী শরী'আত হ'ল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হুকুম-আহকাম নাযিল করেছেন, চাই তা কুরআনের মাধ্যমে হোক কিংবা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ তথা তাঁর কথা, কর্ম ও স্বীকৃতির মাধ্যমে হোক। সুতরাং ইসলামী শরী'আত হ'ল কেবলমাত্র সে সকল হুকুম-আহকাম, যা পবিত্র কুরআনে কিংবা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতে বিধৃত হয়েছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার করার জন্য তা অহী হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অবতারিত হয়েছে'।[৫]

৩. Encyclopedia of Islam-এ উল্লিখিত হয়েছে, *Shari'a* designates the rules and regulations governing the lives of Muslims, derived in principal from the Kur'an and *hadith.* In this sense, the word is closely associated with *fikh,* which signifies academic discussion of divine law 'শরী'আত' হ'ল মৌলিকভাবে কুরআন ও হাদীছ থেকে উদ্ভূত সেই সকল আইন-কানূন, যা মুসলমানদের জীবন পরিচালনা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি 'ফিক্বহ' তথা ইলাহী (ইসলামী) আইনের একাডেমিক আলোচনার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট'।[৬]

উল্লেখ্য যে, ইসলামী শরী'আত বলতে সাধারণভাবে উছূলবিদদের পরিভাষায় 'ইলমুল ফিক্বহ' বুঝানো হয়ে থাকে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞই এর সীমানা আরো বিস্তৃত করেছেন। যেমন আশ-শাত্বিবী (৭৯০হি.) বলেন, أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا؛ في أفعالهم، وأقوالهم، واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته 'শরী'আত হ'ল, যা মুকাল্লাফ (শারঈ হুকুম পালনের জন্য দায়িত্বশীল) ব্যক্তিদের জন্য তাদের কর্মে, কথায় এবং বিশ্বাসের ব্যাপারে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। শরী'আত এগুলোরই সমষ্টি।'[৭] তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, 'শরী'আহ' শব্দটি 'দ্বীন' শব্দের সমার্থক। আর দ্বীন বলতে কেবল 'ইলমুল ফিক্বহ'কেই বুঝানো হয় না, 'ইলমুল আক্বাইদ'ও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং 'ইসলামী শরী'আত' বলতে 'ইলমুল ফিক্বহ', 'ইলমুল আক্বাইদ' তথা ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত বিষয়াদিকে নির্দেশ করে।

আধুনিক বিশ্বে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের নিকট 'শরী'আহ আইন' কথাটি প্রচলিত। এই 'শরী'আহ আইন' দ্বারা মূলত ইসলামের মু'আমালাত এবং আদালতের 'হুদূদ' সংক্রান্ত আইনগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে।

---

৩. *ড. আব্দুল করীম যায়দান, আল-মাদখাল লি দিরাসাতিশ শারী'আতিল ইসলামিয়াহ (আলেকজান্দ্রিয়া : দারু উমার ইবনুল খাত্তাব, ২০০১খ্রি.), পৃ. ৩৮।*

৩. *আল-মওসূ'আতুল আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ, ড. আহমাদ শুয়াইখাত সম্পাদিত (www.intaaj.net কর্তৃক প্রকাশিত ই-বুক), ভুক্তি -الإسلام।*

৫. *ড. আব্দুল করীম যায়দান, আল-মাদখাল লি দিরাসাতিশ শারী'আতিল ইসলামিয়াহ, পৃ. ৩৯।*

৬. *Editorial board, The Encyclopedia of Islam (Leiden, Brill, New edition : 1997), p. 321.*

৭. *আবূ ইসহাক্ব আশ-শাত্বিবী, আল-মুওয়াফাক্বাত (আল-খুবার, সঊদী আরব : দারু ইবনে আফফান, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ১৩১।*

শরী'আহ আইন-এর পরিধি :

ইসলামী শরী'আত মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকেই শামিল করে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে যেমন 'ইবাদত'গত বিধি-বিধান এসেছে, তেমনি এসেছে 'মু'আমালাত' তথা পারিবারিক বিধান, সামাজিক বিধান, অপরাধীর শাস্তিবিধান, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি। এ কথা সুপ্রসিদ্ধ যে, পবিত্র কুরআনে ৫০০-এর অধিক সরাসরি আয়াত রয়েছে আহকাম সংক্রান্ত। শুধুমাত্র আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে শামিল করে বিদ্বানগণ অতীত ও বর্তমানে বেশ কিছু তাফসীরগ্রন্থও রচনা করেছেন।[৮]

শরী'আহ আইন-এর উৎস :

ইসলামী শরী'আতের মৌলিক ও প্রধানতম দু'টি উৎস হ'ল কুরআন ও হাদীছ। সমস্ত যুগের সকল আহলে ইলম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দু'টিই ছিল ইসলামী শরী'আতের উৎস। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আরও কিছু উৎসের আবির্ভাব হয়, যা মূলত প্রথমোক্ত উৎসেরই অনুগামী।

ইসলামী শরী'আতের এই প্রধান দু'টি উৎসের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (২০৪ হি.) বলেন, وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله وأن ما سواهما تبع لهما 'কারও কোন বক্তব্য কোন অবস্থাতেই বাধ্যতামূলক হয় না আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত। আর কিতাব ও সুন্নাহ ব্যতীত যা কিছু রয়েছে, তা এ দু'টির অনুগামী মাত্র'।[৯]

ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) বলেন, وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 'মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নে'মতের একটি হ'ল, কিতাব ও সুন্নাহ্‌র উপর তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ছাহাবী ও তাদের যথার্থ পদাংক অনুসরণকারী তাবিঈগণ সকলের মধ্যেই এটি একটি সর্বসম্মত মূলনীতি ছিল'।[১০]

অতঃপর বিদ্বানগণ উপরোক্ত মূল উৎসদ্বয়ের আলোকে আরও কিছু বর্ধিত উৎসসমূহ নির্ধারণ করেছেন। যেমন ইজমা' ও ক্বিয়াস। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلَّ ولا حرُم إلا من جهة العلم. وجهةُ العلم الخبرُ: في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس 'কারও পক্ষে কোন বিষয়ে জ্ঞান ব্যতীত হালাল বা হারাম বলা উচিৎ নয়। আর জ্ঞান হ'ল যা কুরআন বা সুন্নাহ বা ইজমা' বা ক্বিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে'।[১১]

তিনি আরও বলেন, والعلم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، الخامسة القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى، 'জ্ঞানের কয়েকটি স্তর রয়েছে। (১) কিতাব ও ছহীহ সুন্নাহ। (২) ইজমা' বা ঐক্যমত, যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কিছু বর্ণিত হয়নি। (৩) কোন ছাহাবীর বক্তব্য, যে সম্পর্কে অন্য ছাহাবীর বিপরীত বক্তব্য আসেনি। (৪) ছাহাবীদের মতদ্বৈততা। (৫) ক্বিয়াস, যা উপরোক্ত যে কোন স্তরের ভিত্তিতে প্রযোজ্য। তবে কিতাব ও সুন্নাহে কোন হুকুম বর্ণিত হ'লে অন্য কোন স্তরে যাওয়ার সুযোগ নেই। কেননা জ্ঞান অর্জিত হয় ঊর্ধ্বতন স্তর থেকে'।[১২]

ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) বলেন, إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد فإن كل ما في الكتاب فالرسول صلى الله عليه وسلم موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة، 'যদি বলি যে, কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা' (একত্রিতভাবে) তিনটিরই অর্থ একই। কেননা কুরআনে যা কিছু রয়েছে তার প্রতি রাসূল (ছাঃ) যেমন একমত, তেমনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহও। মুমিনদের এমন কেউ নেই, যে কুরআনের অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করে না। আবার যা কিছু রাসূল (ছাঃ) প্রচলন করেছেন, সে বিষয়ে তাঁর অনুসরণের জন্য কুরআন নির্দেশ দিয়েছে এবং সকল মুমিনও এর ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক যে বিষয়ের ওপর মুসলিম উম্মাহ ইজমা' বা ঐক্যমত

৮. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-মাদখাল লি দিরাসাতিশ শারীআতিল ইসলামিয়াহ, পৃ. ১১।

৯. মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেঈ, জিমা'উল ইলম (ছান'আ, ইয়েমেন : দারুল আছার, ২০০২খ্রি.), পৃ. ৩।

১০. তাক্বীউদ্দীন ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউ'ল ফাতাওয়া (মদীনা : মাজমাউল মালিক ফাহাদ, ১৯৯৫ খ্রি.), ১৩/২৮।

১১. মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেঈ, আর-রিসালাহ, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকির (মিসর : মাকতাবাতুল হালাবী, ১৯৪০ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

১২. তদেব।

পোষণ করেছে, তাও প্রকৃতঅর্থে কুরআন ও সুন্নাহ্রই যথাযথ অনুগামী।'[১৩]

আব্দুল করীম যায়দান (২০১৪খ্রি.) বলেন, 'শরী'আতের উৎস' কিংবা 'ইসলামী আইনের উৎস' যা-ই বলা হোক না কেন, ইসলামী ফিক্বহের সকল উৎস আল্লাহ্র অহীর ওপর ভিত্তিশীল। সে অহী হয় কুরআন নতুবা সুন্নাহ। এজন্য ইসলামী শরী'আতের উৎসকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি। (১) মৌলিক উৎস (مصادر أصلية) : কুরআন ও সুন্নাহ। (২) অনুগামী উৎস (مصادر تبعية) : যা বস্তুত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই সাব্যস্ত। যেমন ইজমা' ও ক্বিয়াস।[১৪]

এছাড়াও ইসলামী শরী'আতের আরও কিছু উৎস রয়েছে, যা কোন কোন উছূলবিদ গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ করেননি। যেমন ছাহাবীর অভিমত বা ফৎওয়া (قول الصحابي), কল্যাণকর বিবেচনা (الاستحسان), সম্ভাব্য অনিষ্ট প্রতিরোধ করা (سد الذرائع), পূর্বহুকুম বজায় রাখা (الاستصحاب), সামাজিক প্রচলন (العرف), বৃহত্তর জনস্বার্থ (المصالح المرسلة) প্রভৃতি। বলাবাহুল্য, প্রতিটি উৎসই মূলত কুরআন ও হাদীছের মৌলিক দিক-নির্দেশনার উপর ভিত্তিশীল ও অনুগামী।

সমষ্টিগতভাবে এগুলো সবই مصادر الشريعة (শরী'আতের উৎস) বা مصادر التشريع الإسلامي (ইসলামী আইনের উৎস) হিসাবে পরিচিত।

শরী'আহ আইন বনাম ফিক্বহ :

শরী'আহ ও ফিক্বহ উভয়ই প্রচলিত পরিভাষায় একই অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও উভয়ের মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন শরী'আহ হ'ল আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত দ্বীন। পক্ষান্তরে ফিক্বহ হ'ল শরী'আহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বা বুঝ। যদি আমার বুঝটি সঠিক হয়, তবে ফিক্বহটি সেক্ষেত্রে শরী'আহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর যদি প্রেরিত সত্য সম্পর্কে আমাদের বুঝটি ভুল হয়, তবে এই ভ্রান্তিপূর্ণ বুঝটি শরী'আহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। নিম্নে বর্ণিত কিছু পার্থক্য থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।-

(১) শরী'আহ এবং ফিক্বহের মধ্যে সম্পর্ক হ'ল আম ও খাছ। সুতরাং যেক্ষেত্রে মুজতাহিদ সঠিকভাবে আল্লাহ্র হুকুম নিরূপণ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে শরী'আহ ও ফিক্বহ একই স্থানে মিলিত হয়। আর মুজতাহিদ ভুল করলে ফিক্বহ ও শরী'আহ ভিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া আক্বীদাগত বিষয়সমূহ, আদব-আখলাক এবং পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে শরী'আত এবং ফিক্বহের মাঝে পার্থক্য তৈরী হয়।

(২) শরী'আহ হ'ল পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু ফিক্বহ তা নয়। শরী'আত হ'ল বিধি-বিধান, সাধারণ মূলনীতি। আর এসকল বিধি-বিধান এবং মূলনীতির আলোকে আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে হুকুম-আহকাম নির্ণয় করে থাকি, যে বিষয়গুলিতে শরী'আতে সরাসরি কোন বিবরণ আসেনি। কিন্তু ফিক্বহ হ'ল মুজতাহিদ বিদ্বানগণের মতামতসমূহ।

(৩) শরী'আহ্র গণ্ডি হ'ল সর্বব্যাপী, যা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়। কিন্তু ফিক্বহ তা নয়। একজন মুজতাহিদের রায় অপর মুজতাহিদের জন্য গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। এমনকি কোন সাধারণ মানুষের জন্যও তা অপরিহার্য নয়, যখন সে অন্য কোন মুজতাহিদের মত অধিক অনুসরণীয় মনে করে। ফিক্বহ একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের বিদ্বানদের গৃহীত মত, যা অন্য স্থান বা সময়ের জন্য প্রযোজ্য নাও হ'তে পারে। কিন্তু শরী'আত সকল স্থান-কাল-পাত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

(৪) শরী'আহ্র বিধানসমূহ সঠিক ও নির্ভুল। আর ফক্বীহদের বুঝ কখনও ভুলও হ'তে পারে।

(৫) শরী'আহ্র বিধি-বিধান চিরস্থায়ী।[১৫]

শরী'আহ আইন বনাম সাধারণ আইন :

ইসলামী শরী'আত ও প্রচলিত সাধারণ আইন দর্শন ও কর্মগতভাবে পুরোপুরি পৃথক। যেমন :

(১) সাধারণ আইন হ'ল মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি, যাতে মানবীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতা জড়িত থাকে। ফলে তা সবসময় পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং সংস্কারের মুখাপেক্ষী। ফলে সাধারণ আইন কখনও পূর্ণাঙ্গ হয় না। কেননা এখানে আইনপ্রণেতারা পূর্ণাঙ্গ নয়। অতীতের খবর জানতে পারলেও তাদের কোন ভবিষ্যৎজ্ঞান নেই। অপরপক্ষে শরী'আত হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ এবং তিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যত, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। এজন্য তাঁর প্রদত্ত বিধান চিরস্থায়ী, যা কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অপেক্ষা রাখে না।

(২) সাধারণ আইন সাময়িককালের জন্য প্রযোজ্য, যা নির্দিষ্ট একটি যুগ বা একটি সমাজের জন্য উপযোগী। অপরপক্ষে শরী'আত আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত চিরস্থায়ী বিধানের নাম, যা বিশেষ সময় কিংবা বিশেষ জাতি নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বিধান।

(৩) সাধারণ আইন কোন একটি সমাজের মানুষ দ্বারা প্রণীত, যা সমাজটি পরিচালনার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়। সুতরাং তা মানুষের চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র এবং তাদের পূর্ব ইতিহাসের অনুগামী। মানুষের উত্থান-পত্তনের সাথে তা গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু শরী'আত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তা মানবসমাজকে চিরকল্যাণের পথপ্রদর্শন করে। সুতরাং তা

১৩. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ৭/৪০।
১৪. আব্দুল করীম যায়দান, আল-মাদখাল লি দিরাসাতিশ শারীআতিল ইসলামিয়াহ, পৃ. ১৮২-১৮৩।
১৫. ড. নাছর আব্দুল করীম আক্বল, তারীখুল ফিকহিল ইসলামী (আম্মান, জর্ডান : দারুন নাফাইস, ৩য় প্রকাশ : ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ১৮-২০।

মানুষের খেয়াল-খুশী বা স্বভাব-চরিত্রের অনুগামী নয়, বরং মানুষের স্বভাব-চরিত্রই শরী'আতের অনুগামী।[১৬]

(৪) সাধারণ আইন কেবল ব্যক্তিসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং সর্বোচ্চ তা রাজনৈতিক বিষয়সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর সংবিধানগুলোতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি কিছুটা সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী শরী'আতের প্রাতিষ্ঠানিকতা, সুউচ্চ লক্ষ্যমুখীতা বহুগুণ উর্ধ্বে। এই আইন সীমাবদ্ধতা, মূর্খতা এবং প্রবৃত্তিপরায়ণতামুক্ত। এই আইন সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় নয়, বরং সর্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। যেমন মানুষের মৌলিক বিশ্বাস, নৈতিক শিষ্টাচার, সামাজিক আচারবিধি এগুলো সাধারণ আইনে নেই বললেই চলে। কিন্তু ইসলামী শরী'আত তা গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছে। মানবজীবনের কোন একটি অংশকে ইসলামী শরী'আত খণ্ডিতভাবে দেখেনি। বরং একক স্রষ্টার অধীনে একটি সামগ্রিক ও সুশৃংখল বিধি-বিধান প্রদান করেছে। ইসলামী শরী'আতের এই সর্বব্যাপ্ততা পৃথিবীর আর কোন আইনে পাওয়া যাবে না। এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, যে বিষয় কুরআন ও সুন্নাহে কিছু বলা হয়নি।[১৭]

উপসংহার :

সুতরাং শরী'আহ আইন ও প্রচলিত সাধারণ আইনশাস্ত্র কেবল ভিন্নতাই নির্দেশ করে না; বরং উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস ও নীতিগত বিস্তর পার্থক্য। রয়েছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত আসমান-যমীন তফাৎ। সর্বোপরি একটি স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশিত, অপরটি মানবিক অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। একটি অপরিবর্তনীয় ও অকাট্য; অপরটি পরিবর্তনশীল এবং দুর্বল ভিত্তির কারণে নিঃশর্তভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে ফিক্বহও ইসলামী শরী'আহর প্রতিশব্দ নয়। কারণ ফিক্বহও মানবীয় ইজতিহাদভিত্তিক হওয়ায় সংশোধনধর্মী। কিন্তু ইসলামী শরী'আহ কোন প্রকার সংশোধন বা সংস্কারের অনুগামী নয়। অতএব যাবতীয় আইনী আলাপ ও ফিক্বহী পর্যালোচনাকালে শরী'আহ আইনকে মৌলিক মানদণ্ড হিসাবে সম্মুখে রাখতে হবে, যেন তা অন্যান্য আইনের সাথে এক সমতলে ব্যবহৃত না হয় এবং আল্লাহ্র আইনের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকে।

১৬. আব্দুল ক্বাদের আওদাহ, আত-তাশরী'উল জিনাঈ আল-ইসলামী মুক্বারিনান বিল কানূনিল ওয়াযঈ (বৈরূত: দারুল কাতিব আল-আরাবী, তাবি), পৃ. ১৭-২৪।

১৭. ড. আলী জারীশাহ, মাছাদিরুশ শারী'আহ আল-ইসলামিয়াহ মুকারানাতুন বিল মাছাদির আদ-দাস্তুরিয়াহ (আবিদীন : মাকতাবাহ ওয়াহাবাহ, ১৯৭৯খ্রি.), পৃ. ১৩-১৪।

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মোবাইল : ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭
মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম এম.এম. (এম.এ), খুলনা
ব্যবস্থাপনায়
ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্
প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২
'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।
আমাদের শাখাসমূহ
১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

ছাদাক্বার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল

-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ*

ভূমিকা :

ছাদাক্বা একটি অতুলনীয় ইবাদত। আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলে এবং তাঁর ক্রোধ প্রশমনে ছাদাক্বার ভূমিকা অনন্য। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বারবার দান-খয়রাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যারা ফরয যাকাত আদায় করে না, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ছাদাক্বার মাধ্যমে বান্দার পাপরাশি ক্ষমা করা হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয় এবং তাকে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এজন্য জান্নাত পিয়াসী ও পরহেযগার বান্দাগণ আল্লাহ্র রাহে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকেন। কেননা এর মধ্যেই প্রোথিত আছে ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ এবং পরকালে নাজাত লাভের গ্যারান্টি। তবে মহান আল্লাহ দান-ছাদাক্বার বিধান দেওয়ার পাশাপাশি এমন কিছু ইবাদত ও নেক আমলের বিধান দিয়েছেন, যার মাধ্যমে মুমিন বান্দা অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করেও ছাদাক্বার নেকী লাভ করতে পারে। বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্র বিশেষ রহমত এই যে, সচ্ছল-অসচ্ছল নির্বিশেষে সকল মুমিন বান্দা এই আমলগুলোর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছাদাক্বার প্রতিদান ও পুরস্কারে নিজেদের শামিল করে নিতে পারে। বক্ষমাণ নিবন্ধে ছাদাক্বার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ এমন কতিপয় নেক আমলের বর্ণনা তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

ছাদাক্বার কতিপয় ফযীলত :

ছাদাক্বার মতো মর্যাদাপূর্ণ নেক আমলের বিবরণ দেওয়ার আগে ছাদাক্বার মর্যাদা ও ফযীলত আলোকপাত করা উচিত, যাতে আমরা এর মাধ্যমে সেই আমলগুলো করতে প্রবলভাবে উৎসাহিত হ’তে পারি। দান-ছাদাক্বার নানাবিধ ফযীলত ও উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ফযীলত উল্লেখ করা হ’ল।-

১. ছাদাক্বা শয়তানকে বিতাড়িত করে :

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান। ছাদাক্বার মাধ্যমে বান্দা শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। বুরাইদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا، ‘বান্দা যখন কিছু ছাদাক্বা প্রদান করে, তখন সে যেন তার দু’চোয়াল থেকে সত্তর জন শয়তান বিতাড়িত করে’।[১]

২. ছাদাক্বার মাধ্যমে ফেরেশতাদের দো‘আ লাভ করা যায় :

ফেরেশতাদের দো‘আয় শামিল হ’তে পারা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। দানশীল বান্দাগণ আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের দো‘আ লাভে ধন্য হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، ‘জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজায় (প্রতিদিন) একজন ফেরেশতা বলতে থাকেন- যে আজ ঋণ দিবে (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দান করবে), আগামীতে সে তার প্রতিদান পাবে। আর অপর দরজায় আরেক জন ফেরেশতা বলতে থাকনে- হে আল্লাহ! দানশীলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং কৃপণকে ধ্বংস করুন’।[২] অপর বর্ণনায় এসেছে, প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে। একজন দানশীলদের জন্য উত্তম প্রতিদানের দো‘আ করে। আর অপরজন কৃপণদের জন্য ধ্বংস কামনা করে।[৩]

৩. আল্লাহ্র রাগ প্রশমিত করে :

গোপন ছাদাক্বার মাধ্যমে যত দ্রুত আল্লাহ্র রাগ প্রশমিত হয়, অন্য কোন আমলের মাধ্যমে তা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، ‘সৎকর্ম সমূহ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করে। গোপন ছাদাক্বা আল্লাহ্র ক্রোধ নিভিয়ে দেয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে বয়স বৃদ্ধি পায়’।[৪]

৪. রোগ-ব্যাধি দূর করে :

বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থতা লাভের অন্যতম মাধ্যম হ’ল ছাদাক্বা। ছাদাক্বার মাধ্যমে এমন জটিল রোগেরও নিরাময় হয়, কোটি টাকা খরচ করেও যার নিরাময় সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوْا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ، ‘তোমরা তোমাদের পীড়িতদের চিকিৎসা কর ছাদাক্বার মাধ্যমে, তোমরা তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত কর যাকাত দানের মাধ্যমে এবং বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর দো‘আর মাধ্যমে’।[৫]

৫. গুনাহ মাফ হয় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে :

আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বললেন, اتَّقُوا النَّارَ ‘তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ’। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আবার বললেন, ‘তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ’। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

---

* এমফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪৫৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮১৪; ছহীহাহ হা/১২৬৮, সনদ ছহীহ।

২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৩৩; ছহীহাহ হা/৯২০, সনদ ছহীহ।

৩. আহমাদ হা/১৮০৭২; মিশকাত হা/১৯২৫, সনদ ছহীহ।

৪. ত্বাবারাণী, মু‘জামুল কাবীর হা/৮০১৪; ছহীহুত তারগীব হা/৮৮৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৯৭, সনদ হাসান।

৫. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৬৮৩২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান।

আবার বললেন, 'তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ'। এরপর তিনি পিঠ ফিরালেন এবং মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনবার এরূপ করলেন। এমনকি আমরা ভাবছিলাম যে, তিনি হয়তো জাহান্নাম সরাসরি দেখছেন। তিনি আবার বললেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، 'তোমরা এক টুকরা খেজুর দিয়ে (ছাদাক্বা করে) হ'লেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। আর কেউ যদি সেটাও না পায়, তাহ'লে উত্তম কথার দ্বারা হ'লেও সে যেন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচে'।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ، وَتُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، 'তোমরা একটি খেজুর হ'লেও ছাদাক্বা কর। কেননা ছাদাক্বা অনাহারীর ক্ষুধা নিবারণ করে এবং পাপকে মিটিয়ে দেয়, যেমনভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়'।[৭]

৬. ছাদাক্বাকারী আরশের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، 'আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে (ক্বিয়ামদের দিন) নিজের ছায়ায় ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। ... (তন্মধ্যে অনত্যম সেই ব্যক্তি), যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কি দান করল'।[৮] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ،...حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، 'নিশ্চয়ই ছাদাক্বা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে... মানুষের বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত'।[৯] তিনি আরো বলেন, إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ، 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার ছাদাক্বা'।[১০]

ছাদাক্বার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ আমল

১. চাশতের ছালাত আদায় করা :

চাশতের ছালাতকে আরবীতে 'ছালাতুয যোহা' এবং 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয়। ভোরবেলা সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে উক্ত ছালাতের সময় শুরু হয়। সূর্যোদয়ের পরপরই পড়লে তাকে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলে এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত বলা হয়।[১১] চাশতের ছালাতের মাধ্যমে বান্দা ছাদাক্বা করার ফযীলত অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ...فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ، 'মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি (হাড়ের) জোড়া আছে। আর প্রতিটি জোড়ার জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। তুমি যদি (ছাদাক্বা দেওয়ার মতো) কোন জিনিস না পাও, তবে দুই রাক'আত যোহার ছালাত আদায় করে নেয়া তোমার জন্যে যথেষ্ট'।[১২] আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى، 'তোমাদের কেউ যখন সকালে উপনীত হয়, তার (দেহের) প্রতিটি হাড়ের জোড়ার পক্ষ থেকে একটি করে ছাদাক্বা দেওয়া কর্তব্য হয়ে যায়। অতএব প্রতিটা তাসবীহ বা 'সুবহানাল্লাহ' বলা ছাদাক্বাহ, প্রতিটা তাহমীদ বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা ছাদাক্বা, প্রতিটা তাহলীল বা 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা ছাদাক্বা, প্রতিটা তাকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলা ছাদাক্বা, সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ছাদাক্বা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ছাদাক্বা। আর এ সবের পরিবর্তে দু'রাক'আত যোহার ছালাত আদায় করে নেওয়া যথেষ্ট'।[১৩] অর্থাৎ কেউ যদি দু'রাক'আত যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করে, তবে তার দেহের ৩৬০টি হাড়ের জোড়ার পক্ষ থেকে একটি করে ছাদাক্বা আদায় করা হয়ে যায়, প্রতিদিন সকালে যে ছাদাক্বার জন্য সে দায়বদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে, চাশতের ছালাত ২, ৪, ৮, ১২ রাক'আত পর্যন্ত পড়া যায়।

২. যিকর-আযকার :

যিকরের মাধ্যমে ছাদাক্বা করার নেকী লাভ করা যায়। পূর্বে বর্ণিত হাদীছের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, যিকিরের প্রত্যেক বাক্যের বিনময়ে একটি করে ছাদাক্বা করার ছওয়াব লাভ করা যায়। এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে বললেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذهب والورق؟ وخير لكم مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا

৬. *বুখারী হা/৬৫৪০; মুসলিম হা/১০১৬।*
৭. *ছহীহুল জামে' হা/২৯৫১; ছহীহাহুত তারগীব হা/৮৬৫, সনদ ছহীহ।*
৮. *বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*
৯. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৩৩১০; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।*
১০. *আহমাদ হা/১৮০৭২, মিশকাত হা/১৯২৫, সনদ ছহীহ।*
১১. *ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৫৪।*
১২. *আবূদাঊদ হা/৫২৪২; মিশকাত হা/১৩১৫, ছহীহ হাদীছ।*
১৩. *মুসলিম হা/৭২০; মিশকাতা হা/১৩১১।*

أَعْنَاقَكُمْ؟ 'আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে অবহিত করব না? যে আমল তোমাদের মালিকের কাছে অতীব পবিত্র এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর। আমলটি তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এমনকি এমন যুদ্ধের চেয়েও উত্তম যেখানে তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করে তাদের গলায় আঘাত হানবে আর তারাও তোমাদের গলায় আঘাত হানবে'। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বলুন! সেই আমলটি কি? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذِكْرُ اللهِ 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র'।[১৪] অত্র হাদীছে সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার চেয়েও আল্লাহ্‌র যিকরকে অধিক ফযীলতপূর্ণ আমল হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

৩. মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা :

একজন মুসলিমের সম্মান ও অধিকার অপর মুসলিমের প্রতি আমানত স্বরূপ। সেজন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা অন্যায়ভাবে কোন পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়াও ঠিক না। যারা এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, মহান আল্লাহ তাদেরকে দান-ছাদাক্বা করার নেকী প্রদান করেন। আবূ যার (রাঃ) বলেন, আমি নবী কারীম (ছাঃ)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সর্বোত্তম আমল কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম?' তিনি বললেন, 'যে গোলামের মূল্য অধিক এবং যে গোলাম তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি এটা করতে না পারি? তিনি বললেন, 'তাহ'লে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারকে কাজের সংস্থান করে দিবে'। আমি (আবারও) বললাম, যদি আমি এটাও করতে না পারি? তিনি বললেন, تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ 'মানুষকে তোমার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখবে। বস্তুত এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা'।[১৫] ইবনু হুবাইরা (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন পাপ ও অন্যায় কাজ করে, তখন সে নিজেকে আল্লাহ্‌র শাস্তির সম্মুখীন করে। আর যখন সে অন্যায় থেকে দূরে থাকে, তখন সে শাস্তির সম্ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্তি দান করে। সুতরাং দান-খয়রাতের মাধ্যমে বান্দা যেমন নিজেকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে হেফাযত করে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকে অন্যায় থেকে বিরত রাখলে সে দান-ছাদাক্বার নেকী লাভ করে।[১৬] অনলাইনে এবং অফলাইনে মানুষের সামনের অনেক পাপের রাস্তা খোলা থাকে, সেই মুহূর্তে তিনি যদি পরহেযগারিতার বর্ম পরে নিজেকে সেই পাপ থেকে রক্ষা করতে পারেন, তবে সেই বান্দা সাথে সাথে বড় ধরনের একটি ছাদাক্বা করার নেকী লাভ করতে পারেন।

৪. হাসিমুখে কথা বলা :

অপর ভাইয়ে সাথে হাসি মুখে কথা বলা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর সেটা কোন ছোট-খাট আমল নয়; বরং ছাদাক্বার মত মহান ইবাদতের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، 'তোমরা কোন সৎ আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না; এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করাকেও'।[১৭] অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، 'হাস্যোজ্জ্বল মুখে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ'।[১৮] অর্থাৎ দ্বীনী ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে তার সাথে হাসিমুখে কথা বলার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে দান-খয়রাত করার নেকী অর্জিত হয়।[১৯] হাসি মুখে কথা এমন দান-ছাদাক্বার সমতুল্য নেক আমল, যার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، 'তোমরা একটা টুকরা খেজুর (ছাদাক্বা) দিয়ে হ'লেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে উত্তম কথার দ্বারা হ'লেও (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর)'।[২০] ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে পরিচ্ছেদে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তার শিরোনাম দিয়েছেন, الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار 'ছাদাক্বা যদি এক টুকরা খেজুর বা ভালো কথার মাধ্যমেও হয়, তবুও সেটা জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হবে'।[২১]

৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ :

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মধ্যেই ইসলামের মূল ভিত্তি প্রোথিত আছে। এ কাজের জন্যই মানুষের উত্থান ঘটানো হয়েছে। এতে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার ও প্রতিদান। তন্মধ্যে অন্যতম প্রতিদান হচ্ছে- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র পথে দান-ছাদাক্বা করার নেকী হাছিল করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ

১৪. *তিরমিযী হা/৩৩৭৭; মিশকাত হা/২২৬৯, সনদ ছহীহ।*
১৫. *বুখারী হা/২৫১৮; মুসলিম হা/৮৪; শব্দাবলী মুসলিমের।*
১৬. *ইবনু হুবাইরা, আল-ইফছাহ 'আন মা'আনিছ ছিহাহ (মিসর : দারুল ওয়াত্বান, ১৪১৭হি.) ২/১৭২।*
১৭. *মুসলিম হা/২৬২৬।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৯৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা ৫২৯; ছহীহুত তারগীব হা/ ২৬৮৫, সনদ ছহীহ।*
১৯. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/৭৬।*
২০. *বুখারী হা/৬৫৪০; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৫৫০।*
২১. *ছহীহ মুসলিম ৩/৮৬।*

الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ‘তোমার সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হ’তে বিরত থাকার নির্দেশও ছাদাক্বা স্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ’।[22] রাসূলুল্লাহ আরো বলেছেন, وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، ‘সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ছাদাক্বা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাও ছাদাক্বা’।[23] শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, فإن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من أفضل الصدقات؛ لأن هذا هو الذي فضل الله به هذه الأمة على غيرها، ‘সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা সর্বোত্তম ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। কেননা এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই আল্লাহ অন্যান্য জাতির উপর মুসলিম জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ‘তোমরাই হ’লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে’ *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।[24]

৬. তাহাজ্জুদের নিয়তে রাতে ঘুমাতে যাওয়া :

যারা তাহাজ্জুদের নিয়তে রাতে ঘুমিয়ে পড়েন নিয়তের কারণে তাদের ঘুম ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর সেই ইবাদত হয় দান-ছাদাক্বার ন্যায় ফযীলতপূর্ণ ও মর্যাদাবান। আবূদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ‘যে ব্যক্তি বিছানায় শয়নকালে এই নিয়ত করবে যে, সে ঘুম থেকে জেগে রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করবে, অতঃপর ঘুমের আধিক্যের কারণে যদি সকাল হয়ে যায়, তবুও সে যার নিয়ত করেছে, তার নেকী পেয়ে যাবে। আর আল্লাহ্র কাছে তার সেই ঘুমটা ছাদাক্বা হিসাবে গৃহীত হবে’।[25] অন্যত্র তিনি বলেছেন, مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً، ‘যে ব্যক্তি রাতে ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও ঘুম তাকে পরাভূত করে দিল, তার আমলনামায় রাতে ছালাত আদায়ের ছওয়াবই লিখা হবে। আর তার ঘুমকে তার জন্য ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য করা হবে’।[26] অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নিয়ত থাকার কারণে সে সারা রাত ঘুমিয়েও তাহাজ্জুদের নেকী লাভ করবে। আর রাতের ঘুমটা ছাদাক্বার মত মহান ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাতে অভ্যস্ত তাদের প্রতি রাতের ঘুমের মাধ্যমে তারা বিশাল অঙ্গের ছাদাক্বা করার প্রতিদান লাভ করে থাকেন।

৭. কর্যে হাসান দেওয়া :

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম একটি ভিত্তি হ’ল সূদমুক্ত ঋণ ব্যবস্থা। যাকে আরবীতে ‘কর্যে হাসানা’ বা ‘উত্তম ঋণ’ বলা হয়। বান্দা যখন স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন ভাইকে ঋণ প্রদান করে, তখন তিনি ছাদাক্বার ফযীলত লাভ করে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً، ‘কোন মুসলিম যখন অপর কোন মুসলিমকে দুই বার ঋণ প্রদান করে, তবে সেই ঋণ একবার ছাদাক্বা কারার সমতুল্য (আমল) হিসাবে গণ্য হয়’।[27] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ ‘নিশ্চয়ই ঋণ দেওয়া অর্ধেক ছাদাক্বার মতো’।[28] অর্থাৎ কেউ যদি এক লক্ষ টাকা কর্যে হাসানা দেয়, তবে সে ৫০ হাযার টাকা আল্লাহ্র পথে দান করার নেকী লাভ করবে।

৭. অসচ্ছল ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেওয়া :

ইসলাম আর্ত মানবতার পাশে দাড়ানো জন্য মানুষকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। যারা অসচ্ছল ও অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়ায় তাদের জন্য রয়েছে সীমাহীন পুরস্কার। যেমন ঋণদাতা যদি অক্ষম ঋণগ্রস্তকে দেনা পরিশোধে ছাড় দেন, তাহ’লে তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে দান-ছাদাক্বা করার নেকী অর্জন করবেন। বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، ‘যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, সে (অবকাশ দেওয়ার) প্রত্যেক দিন দান-ছাদাক্বার ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সময় বাড়িয়ে দিবে, সেও প্রতিদিন দান-ছাদাক্বা করার নেকী লাভ করবে’।[29] অর্থাৎ পাওনাদার যদি ঋণগ্রহণকারীকে দেনা পরিশোধের সময় এক মাস বাড়িয়ে দেন, তাহ’লে

২২. তিরমিযী হা/১৯৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা ৫২৯; ছহীহুত তারগীব হা/ ২৬৮৫, সনদ ছহীহ।
২৩. মুসলিম হা/৭২০; মিশকাত হা/১৩১১।
২৪. শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন ২/১৬২।
২৫. নাসাঈ হা/১৭৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৯৪১, সনদ হাসান।
২৬. আবূদাঊদ হা/১৩১৪; নাসাঈ হা/১৭৮৪, সনদ ছহীহ।
২৭. ছহীহুত তারগীব হা/৯০১; ছহীহাহ হা/১৫৫৩; ছহীহুল জামে‘ ৫৭৬৯, সনদ ছহীহ।
২৮. মুসনাদে আহমাদ হা/; ছহীহাহ হা/১৫৫৩, সনদ ছহীহ।
২৯. ইবনু মাজাহ হা/২৪১৮; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২২২৫; ছহীহাহ হা/৮৬, সনদ ছহীহ।

ঋণপ্রদানকারীর আমলনামায় এই একমাস যাবৎ প্রতিদিন দান-ছাদাক্বা করার নেকী লেখা হবে।

৯. মানুষের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করা :

মুসলিমদের মধ্যে বিরাজিত পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়ার মাধ্যমে একজন বান্দা একই সাথে ছিয়াম, ক্বিয়াম ও দান-ছাদাক্বার নেকী লাভ করতে পারে। আবূদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، وقَالَ: هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، 'আমি কি তোমাদেরকে ছালাত, ছিয়াম ও ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম আমলের ব্যাপারে অবহিত করবো না? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কারণ পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হ'ল দ্বীনের মুণ্ডনকারী (বিনাশকারী)। তিনি বলেন, এটা মুণ্ডনকারী বলতে আমি বলছি না যে, তা মাথা মুড়িয়ে দেয়, বরং তা দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয় (বিনাশ করে)'।[৩০] আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন, এই হাদীছে 'ফাসাদ দ্বীনকে বিনষ্ট করে' বলার মাধ্যমে ঝগড়া-বিবাদের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিবাদ মীমাংসা করাকে মর্যাদার দিক দিয়ে ছিয়াম, ক্বিয়াম ও ছাদাক্বাহর চেয়েও উত্তম আমল গণ্য করা হয়েছে'।[৩১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ 'সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেক দিন শরীরের প্রতিটি জোড়ার জন্য একটি করে ছাদাক্বা দেয়া মানুষের কর্তব্য। দু'জন ব্যক্তির মাঝে ন্যায়বিচার করাও ছাদাক্বা'।[৩২]

১০. পরোপকার করা :

পরোপকার করা সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত। এর অন্যতম ফযীলত হচ্ছে- বান্দা যে কোন মাধ্যমে অন্যের উপকার করে ছাদাক্বার নেকী অর্জন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ 'পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ। স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক পথ দেখানো তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ। রাস্তা থেকে পাথর, কাটা ও হাড় সরিয়ে ফেলা তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ। তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ'।[৩৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، 'কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেয়াও ছাদাক্বা'।[৩৪] জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ 'প্রতিটি ভালকাজই ছাদাক্বারূপে গণ্য। আর ভালো কাজ হচ্ছে- হাসি মুখে তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার সাক্ষাত করা এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে পানি ঢেলে দেওয়া'।[৩৫]

১১. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া :

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা মুমিনের উপর ফরয। আর ছালাতগুলো পুরুষের জন্য মসজিদে জামা'আতের আদায় করাও অপরিহার্য। জামা'আতের সাথে ছালাতের আদায়ের নানাবিধ ফযীলতের বর্ণনা এসেছে হাদীছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল যারা জামা'আতে ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদে হেঁটে যায়, তারা প্রতি কদমে একটি করে ছাদাক্বা করার ছওয়াব লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ 'ছালাতের দিকে যাবার জন্য প্রতিটি কদম ছাদাক্বাতুল্য এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও ছাদাক্বা স্বরূপ'।[৩৬]

১২. মসজিদ পরিস্কার করা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা :

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ، 'মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া আছে। আর প্রতিটি জোড়ার জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। ছাহাবীগণ আবেদন করলেন, وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ 'হে আল্লাহর নবী! এ কাজ করার সাধ্য কার আছে? তিনি বললেন, النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ، 'মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বা। রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে

---

৩০. তিরমিযী হা/২৫০৯; আবূদাঊদ হা/৪৯১৯; মিশকাত হা/৫০৩৮, সনদ ছহীহ।
৩১. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শারহু সুনানি আবীদাঊদ ২৮/২০৩।
৩২. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।
৩৩. তিরমিযী হা/১৯৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা ৫২৯; ছহীহুত তারগীব হা/ ২৬৮৫, সনদ ছহীহ।
৩৪. বুখারী হা/২৯৮৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।
৩৫. তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০, ছহীহ হাদীছ।
৩৬. বুখারী হা/২৯৮৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।

দেয়াও একটি ছাদাক্বা। তিনশত ষাট জোড়ার ছাদাক্বা দেবার মতো কোন জিনিস না পেলে যুহার দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করে নেয়া তোমার জন্যে যথেষ্ট'।[৩৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، 'আর রাস্তা থেকে পাথর, কাটা ও হাড় সরিয়ে ফেলা তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ'।[৩৮]

১৩. হালাল ভাবে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা :

মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে জৈবিক চাহিদা প্রধান। আল্লাহ নর-নারীর জন্য হালাল পথে এই চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। যখন কোন ছেলে-মেয়ের মাঝে বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র বন্ধন রচিত হয়, তখন সেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার খুনসুটি, প্রেমালাপ, সহবাস সব কিছুই আল্লাহ্র দরবারে ছাদাক্বার মতো মহান ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়। ছাহাবী আবূ যার (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ 'স্ত্রীর সাথে মিলন করাও তোমাদের জন্য ছাদাক্বাহ স্বরূপ'। ছাহাবীগণ একটু বিস্ময় ভরে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ স্ত্রীর সাথে সংগম করে, তাতেও কি সে ছাওয়াব পাবে?' তিনি বললেন, أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، 'তোমাদের কী মনে হয়- যদি সে হারাম পথে কামাচারে লিপ্ত হ'ত, তাহ'লে কি তার পাপ হ'ত না? অনুরূপভাবে যদি সে হালাল পথে যৌনসঙ্গম করে, তাতে সে ছাওয়াব পাবে'।[৩৯] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, الْجِمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافَ الزَّوْجَةِ، 'স্বামী-স্ত্রীর সহবাসও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে- যদি স্ত্রীর অধিকার আদায়ের নিয়ত করা হয়, আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় স্ত্রীর সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে মেলামেশা করা হয়, নেক সন্তান কামনা করা হয় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চরিত্রের হেফাযতের জন্য এটা করা হয়'।[৪০]

১৪. বৃক্ষ রোপণ করা এবং অনাবাদী জমিতে চাষাবাদ করা :

গাছ লাগানো, জমিতে ফসল ফলানো এবং অনাবাদী জমিতে চাষাবাদ করা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً، 'কোন মুসলিম যদি গাছ লাগায় কিংবা ফসল উৎপাদন করে, আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু কিছু খায়– তবে সেটা তার জন্য ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে'।[৪১] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ، 'কোন মুসলিম গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয় তা তার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ। যা কিছু চুরি হয় সেটাও তার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ। সেই গাছ থেকে বন্য পশু যা খায় সেটাও ছাদাক্বা স্বরূপ। পাখী যা খায় তাও ছাদাক্বা স্বরূপ। আর কেউ যদি সেই গাছ বা ফসলের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে, তবে সেটাও তার জন্য ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে'।[৪২] জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، 'যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করে (অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে), এ কাজে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে। যদি এ জমি থেকে ক্ষুধার্ত কিছু খায়, তাহ'লে সেটা তার জন্য ছাদাক্বা হিসাবে গৃহীত হবে'।[৪৩]

১৫. যথাযথভাবে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা :

অনেকে শুধু গবীর-মিসকীনকে দান করাকেই ছাদাক্বা মনে করেন। অথচ বান্দা নিজ পরিবারের জন্য খরচ করেও দান-ছাদাক্বার নেকী পেতে পারেন। একজন পুরুষের উপরে তার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানের জন্য খরচ করা ফরয। অথচ তিনি যদি নিয়তটাকে খালেছ করেন, তবে তিনি পরিবারের জন্য চাল-ডাল, তরি-তরকারী, তেল-সাবান, কাপড়-চোপড়, ঔষধ-পত্র, লাইট-ফ্যান, আসবাবপত্র প্রভৃতি কেনার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে ছাদাক্বার নেকী লাভ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً، 'কোন মুসলিম যখন ছওয়ার লাভের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন এ খরচ তার জন্য ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হয়'।[৪৪] স্মর্তব্য যে, পরিবারের ভরণপোষণ করা দায়িত্বশীল পুরুষের ওপর ওয়াজিব। তিনি যদি নেকী লাভের প্রত্যাশা না করে পরিবারের জন্য খরচ করেন, তবে তিনি ছাদাক্বার নেকী পাবেন না; শুধু তার ওয়াজিব দায়িত্বের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবেন। আর যদি এই খরচের মাধ্যমে ছওয়াবের নিয়ত

৩৭. আবূদাঊদ হা/৫২৪২; মিশকাত হা/১৩১৫; ছহীহ হাদীছ।
৩৮. তিরমিযী হা/১৯৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা ৫২৯; ছহীহুত তারগীব হা/ ২৬৮৫; সনদ ছহীহ।
৩৯. মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮।
৪০. শারহুন নববী আলা মুসলিম ৭/৯২।
৪১. বুখারী হা/২৩২০; মিশকাত হা/১৯০০।
৪২. ছহীহ মুসলিম হা/১৫৫২।
৪৩. মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৫০০; ইবনু হিব্বান হা/৫২০৪; সুনানে দারেমী হা/২৬৬২; মিশকাত হা/১৯১৬; ছহীহ হাদীছ।
৪৪. বুখারী হা/৫৩৫১; মুসলিম হা/১০০২; মিশকাতা হ/১৯৩০।

ও প্রত্যাশা করেন, তবে তিনি তার কর্তব্য পালনের পাশাপাশি দান-ছাদাক্বারও নেকী লাভ করতে পারবেন।[৪৫] তবে খেয়াল রাখতে হবে, পরিবারের জন্য সেই খরচটা যেন অপচয়ের মধ্যে না পড়ে। অন্যথা ছাদাক্বার নেকী লাভের পরিবর্তে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

আর যদি অভাবী লোককে দান করা ইচ্ছা হয়, তবে নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীকে দান করা উত্তম। কেননা এতে দ্বিগুণ নেকী পাওয়া যায়। এক. দান করার নেকী, দুই. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নেকী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، ‘মিসকীনকে দান-খয়রাত করা শুধু ছাদাক্বা বলেই গণ্য হয়। আর নিকটাত্মীয়ের কাউকে ছাদাক্বা দেওয়া দু’প্রকার ছাওয়াবের কারণ : একটি হচ্ছে ছাদাক্বা করার জন্য, আর অপরটি হচ্ছে আত্মীয়ের হক আদায় করার জন্য।[৪৬] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সর্বোত্তম দান কোনটি?’ তিনি বললেন,. جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ‘স্বল্প উপার্জনকারী ব্যক্তির (কষ্টার্জিত সম্পদ থেকে) দান। আর (দানের ক্ষেত্রে) তুমি তোমার অধীনস্থদের থেকে শুরু কর’।[৪৭]

১৬. কুরআন তেলাওয়াত করা :

বান্দা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে দান-ছাদাক্বা করার নেকী লাভ করে। যদি প্রকাশ্যে তেলাওয়াত করে তবে প্রকাশ্যে ছাদাক্বা করার ছওয়াব পায়। আর যদি চুপিসারে তেলাওয়াত করে, তবে গোপন দানের ছওয়াব লাভ করে। উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كالجاهر بِالصَّدَقَةِ ولامسر بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، ‘উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পড়া প্রকাশ্যে ছাদাক্বা করার মতো। আর চুপে চুপে কুরআন পড়া গোপনে ছাদাক্বা করার মতো’।[৪৮]

১৭. আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও পাপ থেকে দূরে থাকা :

আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, পাপাচার এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বান্দা যদি নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তবে তার আমলনামায় ছাদাক্বার নেকী লিখে দেওয়া হয়। আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ছাঃ) বলেছেন, عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قالوا: فَإِنْ لمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لمْ يَفعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ، أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، ‘প্রতিটি মুসলিমেরই ছাদাক্বা করা উচিত। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন যদি সে ছাদাক্বা করার মত কিছু না পায়। তিনি বললেন, তাহ’লে সে নিজের হাতে কাজ করবে। এতে সে নিজেও উপকৃত হবে এবং ছাদাক্বাও করতে পারবে। তারা বললেন, যদি সে সক্ষম না হয় অথবা যদি সে কাজ না করে? তিনি বললেন, তাহ’লে সে যেন বিপন্ন মাযলূমের সাহায্য করে। লোকেরা বললেন, সে যদি তা না করে? তিনি বললেন, তাহ’লে সে ছওয়াবের কাজের নির্দেশ করবে অথবা সৎ কাজের আদেশ করবে। তারা বলল, সে যদি তাও না করে? তিনি বললেন, তা’হলে সে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। তখন এটাই তার জন্য ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে’।[৪৯]

উপসংহার :

প্রতিদিন প্রত্যেক বান্দা ছাদাক্বা করার জন্য আদিষ্ট এবং দায়াবদ্ধ। সেজন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে ছাদাক্বার প্রতিদান লাভের ব্যবস্থা করেছেন। যেন বান্দা অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করেও খুব সহজে ছাদাক্বার ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে জান্নাতীদের কাতারভুক্ত হ’তে পারে। তবে এর মানে এটা নয় যে, আমরা টাকা-পয়সা খরচ না করে কেবল এই আমলগুলোর মাধ্যমে ছাদাক্বার নেকী তালাশ করব; বরং সাধ্যানুযায়ী অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার পাশাপাশি এসব নেক আমলে আত্মনিয়োগ করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আলোচিত আমলগুলো নিয়মিত সম্পাদন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৪৫. ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, মির‘আতুল মাফাতীহ ৬/৩৬৬; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৬/৮৫।

৪৬. তিরমিযী হা/৬৫৮; নাসাঈ হা/২৫৮২; মিশকাতা হ/১৯৩৯; সনদ ছহীহ।

৪৭. আবূদাঊদ হা/১৬৭৭; মিশকাতা হা/১৯৩৮; সনদ ছহীহ।

৪৮. আবূদাঊদ ১৩৩৩; তিরমিযী ২৯১৯; মিশকাত হা/২২০২; ছহীহ হাদীছ।

৪৯. বুখারী হা/৬০২২; মুসলিম হা/২০০৮; মিশকাত হা/১৮৯৫।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘আত-তাহরীক টিভি’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : 01404-536754।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

হারাম দৃষ্টিপাতের ভয়াবহতা

-সুরাইয়া বিনতে মামুনুর রশীদ*

দৃষ্টিশক্তি অন্তরের মূল চালিকাশক্তি। দৃষ্টিই হৃদয়ের উপর নযরদারী করে। চোখের মাধ্যমে আমরা যা দেখি, তার নকশা সরাসরি অন্তরে অঙ্কন করি। দর্শনকৃত বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনা অন্তরের ক্যানভাসে জায়গা করে নেয়। এটি যদি নিষিদ্ধ বা হারাম দৃষ্টিপাত দ্বারা হয় তাহলে এরচেয়ে ভয়াবহ আর দ্বিতীয় কোন অস্ত্র নেই। এর মাধ্যমে আঘাত ছাড়াই একজন আহত ও অপরজন ঘাতকে পরিণত হয়। এর কারণে নফস বিভ্রান্ত হয়, অন্তরে রোগের উৎপত্তি ঘটে ও হৃদয় দিশেহারা হয়ে পড়ে। আরামের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বীর বাহাদুরও সহজে পরাস্ত হয়; মালিক দাসে পরিণত হয়। আজীবন এর প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। আলোচ্য নিবন্ধে হারাম দৃষ্টিপাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে দৃষ্টিপাতের সীমারেখা : দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম। আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি, নিদর্শন ও নে'মতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই গবেষণার মাধ্যমে অশেষ ছওয়াবও হাছিল হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'! *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*। এভাবে আল্লাহ্র সৃষ্টি সমূহ দেখার ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، 'তুমি বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। দুনিয়াতে পাপীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে, তা দেখার জন্যও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছে?'।[১]

অপরদিকে বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, নাচগান, সিনেমা বা অশ্লীল দৃশ্য অবলোকন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে খবর রাখেন' *(নূর ২৪/৩০)*। পরবর্তী আয়াতে মুমিন নারীদের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ 'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' *(নূর ২৪/৩১)*। অতএব নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

রাস্তার হক সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، 'তা হচ্ছে দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা, (মানুষকে) কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা'।[২]

নেক ছুরতে ধোঁকা :

শয়তান মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু। সে মহান আল্লাহ্র নিকট অবকাশ নিয়েছে কর্মফল দিবস পর্যন্ত। যাতে করে সে মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাফেরা করতে পারে। দিতে পারে কুমন্ত্রণা। নিপতিত করতে পারে ধোঁকায়।

শয়তান কোন আলেম কিংবা আবেদের নিকটে সরাসরি আসে না। আসে না দ্বীনহীন কিংবা নগ্ন বেশে। কারণ সে জানে যে, একজন মুমিনা নারীকে যেমন বখাটে ঈমানহীন যুবকের খপ্পরে নিপতিত করা সহজসাধ্য নয়, তেমনি একজন মুমিন যুবককে অর্ধনগ্ন নারীর দ্বারা ফিৎনায় জড়ানো ও সহজ নয়। কেননা দ্বীনদার নারী-পুরুষ উভয়েই তাদের থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখেন। তারা অসৎসঙ্গ পরিহার করেন এবং অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকেন। তাদের এড়িয়ে চলেন ঈমান ও ব্যক্তিত্ব বহাল রাখতে। তাছাড়া তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতে থাকে না তেমন আকর্ষণ; বরং চেহারায় ফুটে ওঠে একরাশ ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব।

পক্ষান্তরে একজন মুমিনা, পর্দানশীনা নারীর প্রতি যেমন একজন ঈমানদার যুবকের সম্মান-শ্রদ্ধা এবং বিশেষ আকর্ষণ থাকে, তেমনি একজন দ্বীনদার, পরহেযগার যুবকের প্রতিও একজন মুমিনা নারীর অন্তরে সম্মান-শ্রদ্ধা এবং বিশেষ আকর্ষণ তৈরী হয়।

---

* বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. *নামল ২৭/৬৯।*
২. *বুখারী হা/২৪৬৫, ৬২২৯; আবূদাঊদ হা/৪৮১৫; মিশকাত হা/৪৬৪০।*

শয়তান এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে দ্বীনদার নারীর নিকট দাড়ি বিশিষ্ট, জুব্বা-টুপি পরিহিত অবস্থায় মুমিন যুবকের বেশে সাক্ষাৎ করে। তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে এ ধরনের যুবকদের দিকে দৃষ্টিপাত করা দোষের নয়। ফলে অনেক দ্বীনি বোন ধোঁকায় পতিত হন। বখাটে যুবকদের দিকে না তাকালেও দাড়ি-টুপি ওয়ালা যুবকের দিকে নযর দিতে দ্বিধা করেন না।

অনুরূপভাবে শয়তান দ্বীনদার যুবকের নিকটে বোরক্বা পরিহিতা হয়েই সাক্ষাৎ করে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে এতো তোমারই সমগোত্রীয়। সুতরাং বোরক্বা পরিহিতা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা দোষের কিছু নয়। ফলে অনেক দ্বীনি ভাই ধোঁকায় পতিত হন। অর্ধনগ্ন নারীদের দিকে না তাকালেও বোরক্বাওয়ালীর আঁখিজোড়ার দিকে নযর বুলাতে ভোলেন না।

হারাম দৃষ্টিপাতের অপকারিতা :

চক্ষু অন্তরের আয়না স্বরূপ। কেউ যখন তার চক্ষুকে অবনত রাখে, তখন তার অন্তর প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখে। আর যখন সে চক্ষুকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়, এদিক সেদিক তাকায়, তখন অন্তরও দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে। কামনা বাসনার তাড়নায় নানান জায়গায় ঢু মারে। ফলে একপর্যায়ে সে অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম সন্তানের উপর যিনার একটা অংশ লিখে দিয়েছেন; তা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চোখের যিনা হ’ল (হারাম বস্তুর দিকে) তাকানো এবং জিহ্বার যিনা হ’ল কথা বলা। মন কামনা ও আকাঙ্ক্ষা করে, লজ্জাস্থান তাকে সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে’।[৩]

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, দেখা ও কথা বলাকে যিনা বলার কারণ এই যে, দু’টোই হচ্ছে প্রকৃত যিনার ভূমিকা বা যিনার মূল কাজের পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্রেককারী আর জিহ্বা হচ্ছে বার্তা বাহক। যৌনাঙ্গ হচ্ছে বাস্তবায়নের হাতিয়ার- সত্য প্রমাণকারী।[৪]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) লিখেছেন, দৃষ্টিই হয় যৌন লালসা উদ্রেককারী, বার্তা বাহক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌনাঙ্গেরই হেফাযত। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে তার সব কিছুর মূল কারণ। কেননা দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ জাগায়, আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-ভাবনায় নিমজ্জিত করে। আর এই চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে বাস্তবে ঘটনা সংঘটিত করে। বাস্তবে যখন কোন বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোন উপায় থাকে না।[৫]

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ غُضُّوا أَبصاركم، وكُفُّوا أَيديَكم، واحفَظوا فُروجَكم، ‘তোমাদের দৃষ্টিকে নীচু কর, হস্তদ্বয় নিয়ন্ত্রণ কর এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করো’।[৬]

এ হাদীছে আলাদা আলাদা নির্দেশ এসেছে। কিন্তু প্রথমটির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শেষেরটি। অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হ’লেই লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ সম্ভব। অন্যথা তাকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হ’তে হবে।

নবী করীম (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، ‘হে আলী! একবার কোন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথম দৃষ্টিই (ক্ষমার যোগ্য), দ্বিতীয়বার নয়’।[৭]

আকস্মিকভাবে কারো প্রতি চোখ পড়ে যাওয়া আর ইচ্ছাকৃত কারো প্রতি তাকানো সমান কথা নয়। প্রথমবার দৃষ্টি কারো উপর পড়ে গেলে, তার জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা থাকে না; কিন্তু পুনর্বার তাকে দেখা নিজ ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এজন্যেই প্রথমবারের দেখায় কোন দোষ হবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকানো ক্ষমাযোগ্য নয়। কারণ দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির পিছনে মনের লালসা থাকাই স্বাভাবিক।

এর অর্থ এই নয় যে, পরস্ত্রীকে একবার দেখা জায়েয। বরং পরস্ত্রীকে দেখা জায়েয নয় বলেই কুরআন ও হাদীছে দৃষ্টি অবনত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল পরনারীর প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, اصْرِفْ بَصَرَكَ ‘তোমার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও’।[৮]

সম্মানিত পাঠক! মনে রাখবেন সব বিজলী চমকানোই কিন্তু কল্যাণের লক্ষণ নয়; কিছু কিছু বিজলির চমক অকল্যাণেরও কারণ হয়। আপনি দৃষ্টিকে অবনমিত রাখুন। তাকে নিয়ন্ত্রণ

৩. *বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; আহমাদ হা/৮২২২।*
৪. *মা‘আলিমুস সুনান, ৩/২২৩ পৃঃ।*
৫. *আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃঃ ২০৪।*
৬. *মু‘জামুল কাবীর, ৮/২৬২ পৃঃ, হা/৮০১৮; ছহীহুল জামে‘ হা/১২২৫, ২৯৭৮।*
৭. *আবুদাউদ হা/২১৪৯; তিরমিযী হা/২৭৭৭; মিশকাত হা/৩১১০; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৯৫৩।*
৮. *আবু দাউদ হা/২১৪৮; ছহীহুল জামে‘ হা/১০১৪; ইরওয়া হা/১৭৮৮।*

করুন। আনুগত্য ও বাধ্যতার কাপড় পরিয়ে রাখুন। কেননা নফসের বাসনা অনুপাতে চলাই আমাদের বিপদের কারণ। চোখের লালসা কামনা থেকেই প্রবৃত্তির তাড়নার সূচনা এবং তা উন্মুক্ত করে নানান অশ্লীলতার দরজা। এজন্য আরবী কবি বলেছেন,

كل الحوادث مبداها من النظر + ومعظم النار من مستصقر الشرر

كم نظرة فتك في قلب صاحبها + فتك السهام بلا قوس ولا وتر

والمرء ما دام ذا عين يقلبها + في اعين الغيد موقوف على الخطر

يسر مقلته ما ضر مهجته + لا مرحبا بسرور عاد بالضرر،

অর্থাৎ সমস্ত (যৌন) দুর্ঘটনার সূত্রপাত দৃষ্টি থেকেই হয়। অধিকাংশ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ছোট অঙ্গার থেকেই। কত দৃষ্টি তার কর্তার হৃদয়কে ধ্বংস করেছে, ধনুক ও তারহীন তীরের মত। চোখওয়ালা মানুষ যতক্ষণ কামিনীদের চোখে চোখ রেখে বারবার দৃষ্টিপাত করে, ততক্ষণ সে বিপদের উপর দণ্ডায়মান থাকে। যে জিনিস তার আত্মার জন্য ক্ষতিকর, তাই দিয়ে সে নিজের চক্ষুকে তুষ্ট করে। অথচ সেই খুশিকে কোন স্বাগতম নয়, যার পরিণাম হ'ল ক্ষতি'।[৯]

এজন্য রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, (হে আলী) তুমি একবার দৃষ্টি দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিও না। অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টিতে তোমার অনুমতি রয়েছে। তবে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ নেই।[১০]

আলোচ্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার তাকাতে নিষেধ করেছেন। কেননা পরপর দৃষ্টিপাতের ফলে মনের মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। অন্তরে কামনা জাগ্রত হয়। এই উত্তেজনা শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আর প্রথম দৃষ্টির ব্যাপারটিও মূলত যমীনে কোন বীজ বপন করার ন্যায়। যদি এই বীজের প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান না করা হয় এবং পরিচর্যা না করা হয়, তাহ'লে এটি শুকিয়ে যাবে। কিন্তু যদি এই বীজের দিকে খেয়াল রাখা হয় এবং সেচ দেওয়া হয়, তাহ'লে এটি বেড়ে উঠতে থাকবে। দৃষ্টির উদাহরণ এটাই। প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি দেওয়ার অর্থ হ'ল সেচ দেওয়ার মতো। এই সেচ পেয়ে প্রথম দৃষ্টির মাধ্যমে যে সামান্য আগ্রহ তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দ্বিতীয় দৃষ্টি দেওয়ার কোন অবকাশ নেই।

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) وخلق الانسان ضعيفا 'মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে'- এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'একজন নারী পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। পুরুষ লোকটি ঐ নারীর দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকতে অক্ষম হয় এবং কুদৃষ্টি দেয়। অথচ সে ঐ নারীর মাধ্যমে নিজের ফায়দা হাছিল করতে পারে না। এর চেয়ে দুর্বলতা ও অক্ষমতা কি হ'তে পারে?[১১]

প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বড় কোন দুর্ঘটনায়ও ভেঙ্গে পড়ে না অথচ নারীর এক চাহনিতে জ্ঞান লোপ পায়। মনের গহীনে সুপ্ত বাসনা পূরণের জন্য সে সচেষ্ট হয়। আর এর পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩২)*।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি যেনা করতে নিষেধ নয় বরং তার সূত্রপাত ঘটে এমন দরজা বন্ধ রাখার আদেশ করেছেন। কেননা কোন ব্যক্তি প্রথম ধাপে সরাসরি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। বরং এর সূচনা হয় চাহনি, হাসি, মোহনীয় কথা ইত্যাদির মাধ্যমে। প্রথমে দৃষ্টি, তারপর মুচকি হাসি, তারপর সালাম, তারপর বাক্যালাপ, তারপর সাক্ষাতের ওয়াদা, তারপর ব্যভিচার। সুতরাং হে জ্ঞানী ব্যক্তি! স্বীয় নফসকে নিয়ন্ত্রণ করুন! আর প্রকৃত মহাবীর সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে সংবরণ করে দৃষ্টিকে হেফাযত করতে পারে।

চোখ আল্লাহ পাকের দেয়া অনেক বড় নে'মত। নিষিদ্ধ জিনিস যেমন বেগানা নারী ও অশ্লীল দৃশ্য দেখার মাধ্যমে এ নে'মতের অপব্যবহার করা হয়। এতে চোখের জ্যোতি কমে যায়। তাই ইসলামে এসব জিনিস দেখা হারাম করা হয়েছে। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। ধীরে ধীরে বড় গুনাহের দিকে অগ্রসর হয়। এমনকি যেনার প্রতি প্রলুব্ধ করতে থাকে। তাই বাঁচতে হ'লে নযর হেফাযত করতে হবে। অন্যথা অগণিত নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হ'তে হবে। হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, النظرة سهم سم إلى القلب 'দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীর, যা মানুষের হৃদয়ে বিষের উদ্রেক করে'।[১২] সুতরাং কেবল পরকালে নয়, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা রক্ষা না করলে দুনিয়াতেও অত্যন্ত খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হ'তে হবে। আর তা হচ্ছে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আশু বিপর্যয় ও ভাঙন। দৃষ্টির চাহনি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চোরাচাহনি এবং অন্তর সমূহ যা লুকিয়ে রাখে' *(মুমিন ৪০/১৯)*। এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, চোরাচাহনী হ'ল গায়ের মাহরাম নারীর প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অথবা দৃষ্টির কোন বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ'।[১৩]

৯. *আব্দুল হামীদ ফাইযী, পাপ তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়, পৃঃ ৪০।*
১০. *মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯৭৪, ২২৯৯১; আবু দাঊদ হা/২১৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৩।*
১১. *যাদুল মাসীর ২/৬০।*
১২. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৩৭৬ পৃঃ।*
১৩. *তাফসীরে বায়যাবী ২/২৬৫।*

অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে অবহেলা :

বর্তমানে চোখের হেফাযত না করা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখের গুনাহকে গুনাহ মনে হয় না। অবাধে এ দিক সে দিক তাকিয়ে চোখের যিনায় লিপ্ত হচ্ছে মানুষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই চোখের যিনা হচ্ছে দেখা।[১৪] ফেসবুক, ইউটিউব ও অনলাইন-অফলাইনে সর্বত্রই আজ বেগানা নারীদের সয়লাব। সবধরনের বিজ্ঞাপনেও নারীদের ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে স্পষ্ট হারাম জিনিসকে কতটা হালকা করে দেখা হচ্ছে। পর্নোগ্রাফিকে খারাপ ও হারাম মনে করলেও মানুষ গায়রে মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত হারাম মনে করে না। এজন্যই মানুষ ছালাতে ও অন্যান্য ইবাদতের স্বাদ পায় না। ইবাদত করাটা বোঝা মনে হয়। *না'উযুবিল্লাহ*। তাই রবের সান্নিধ্য লাভ করতে হ'লে এবং ইবাদতের স্বাদ পেতে হ'লে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চোখের হেফাযত করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

দৃষ্টিকে অবনমিত রাখার উপকারিতা :

দৃষ্টিকে অবনমিত রাখার অনেক ফায়দা রয়েছে। নিম্নে কতিপয় ফায়দা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আফসোসের যন্ত্রণা থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা : যে ব্যক্তি যত্রতত্র দৃষ্টিপাত করে, তার আফসোস ও আত্মদংশন বাড়তেই থাকে। কেননা দৃষ্টি এমন জিনিস দেখাবে, যার প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ বাড়তেই থাকবে। কিন্তু সেই চাহিদা না নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আর না পসন্দনীয় বিষয়টা নাগালে পাওয়া যাবে। আর এটা নিশ্চয়ই অত্যধিক পীড়াদায়ক!

আছমাঈ বলেন, 'তাওয়াফের মধ্যে এক বাঁদীকে দেখলাম গাভীর মতই হৃষ্টপুষ্ট। আমি বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর তার কমনীয়তা ও কান্তিময়তা উপভোগ করছিলাম। বাঁদীটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হয়েছে? বললাম, তাকালে তোমার সমস্যা কী?

সে বলল, আপনি প্রবৃত্তির তাড়নায় বারবার আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন। আপনি কি জানেন, এই লাগামহীন দৃষ্টি আপনাকে ক্লান্ত করে তুলবে? কেননা আপনি এমন কিছু দেখছেন, যা আপনি না অর্জন করতে পারবেন, আর না ভুলে থাকতে পারবেন!'[১৫]

লাগামহীন দৃষ্টি আত্মাকে ঠিক সেভাবে ছেদন করে, যেভাবে তীর শিকারকে বধ করে। কখনো যদি তা আত্মাকে পুরোপুরি বদ নাও করে, তবু কিছুটা ক্ষত তো অবশ্যই তৈরি করে। কেননা অন্যায় দৃষ্টিপাত শুকনো ঘাসে আগুনের ফুলকি ছোড়ার মত। তা সম্পূর্ণ ঘাসের স্তূপকে ভস্ম না করতে পারলেও কিদয়াংশ তো অবশ্যই জ্বালিয়ে দেয়। বস্তুত অন্যায় দৃষ্টিপাত বিষাক্ত তীরের মতো। প্রতিবার দৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে মানুষ অবচেতনেই সেই বিষাক্ত তীর দ্বারা তার চিন্তা-চেতনা ও অন্তরাত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

২. লজ্জাস্থানের হেফাযত :

দৃষ্টিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে অন্তরে প্রবৃত্তির চাহিদার উৎপত্তি ঘটে। তখনই হালাল হারামের গণ্ডি ভেদ করে দৃষ্টিপাত করে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি এবং জড়িয়ে পড়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে। যা পরকালের ভাবনা থেকে গাফেল রাখে। ক্রমেই বেড়ে চলে হতাশা আর দুশ্চিন্তা। সাথে লজ্জাস্থানের হেফাযত না করতে পারার হাহাকার। এইসব হতাশা, দুশ্চিন্তা আর হাহাকার নিরসনের প্রয়াসে দয়াময় রব নারী পুরুষ উভয়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

৩. জান্নাত লাভ :

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, اكفلوا لي بست اكفل لكم بالجنة... غضوا ابصارهم 'তোমরা ছয়টি বিষয়ে আমাকে নিশ্চয়তা দাও। তাহ'লে আমি তোমাদের জান্নাতের যিম্মাদার হব। (তার মধ্যে একটি হ'ল) তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী কর'।[১৬]

প্রতিকার :

পুরুষের মাঝে যেমন নারীর প্রতি আকর্ষণ থাকে, অনুরূপ নারীরও পুরুষের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এই আকর্ষণ স্বাভাবিক বিষয়। তবে একে অপরের প্রতি বারবার নযর দেয়া নিষিদ্ধ। তাই নারী যেমন চলার পথে নিজের শালীনতা বজায় রাখবে, তেমনি পুরুষও নিজের দৃষ্টিকে হেফাযত করার চেষ্টা করবে। নযর হেফাযত করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে যরূরী। কুদৃষ্টির গুনাহ সকলের জন্য সমান ক্ষতিকর। কোন কারণে আকস্মিক দৃষ্টিপাত নিজের মনের মাঝে কামনা-বাসনা সৃষ্টি করলে সত্তর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ইস্তেগফার পাঠ করা বাঞ্ছনীয়।

এক্ষেত্রে বিবাহিত ব্যক্তির দৃষ্টিপাতের কারণে মনে কোন কুচিন্তা আসলে সে নিজ স্বামী কিংবা স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করবে, তাহ'লে এই দৃষ্টিপাতের কারণে মনের কুচিন্তা দূর হবে।

জাবির (রাঃ) বলেন, 'একবার হঠাৎ জনৈক নারীর প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁর মাঝে কামভাব সৃষ্টি হয়।

১৪. *মুসলিম হা/৬৬৪৭।*
১৫. *রওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকিন, পৃ. ৯৭।*
১৬. *আহমাদ হা/২২৭৫৭।*

তিনি তখন স্বীয় স্ত্রী যয়নাব (রাঃ)-এর নিকট আসলেন। তখন যয়নাব (রাঃ) চামড়া পাকা (প্রক্রিয়াজাত) করছিলেন এবং তার সাথে কিছু মহিলা ছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনে তারা প্রত্যাগমন করলে, তিনি স্বীয় প্রয়োজন পূরণ (সহবাস) করলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, নারীরা সামনে আসে শয়তান বেশে এবং ফিরে যায় শয়তান বেশে। অতএব তোমাদের কেউ কোন নারীকে দেখতে পেলে (আকৃষ্ট হ'লে) সে যেন স্বীয় স্ত্রীর নিকট চলে আসে। কারণ এতে তার মনের ভিতর যা আছে তা দূর হবে'।[১৭]

আর অবিবাহিতদের বেশী সংযমী হ'তে হবে। কেননা নিজে পাপাচারে লিপ্ত থেকে কলঙ্কমুক্ত সঙ্গী কামনা করা অবান্তর বৈ কিছুই নয়। এজন্য কবি বলেছেন,

'মুমিনে মুমিন মিলে কমিনে কমিন
মিলিতে পারে না কভু কমিনে মুমিন'

১৭. *মুসলিম হা/৩২৯৮*।

আপনি সৎ সঙ্গী পাওয়ার প্রয়াসে হারাম দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকুন। আর আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করতে থাকুন, প্রতিপালক! আমার নাগালেই রয়েছে কমনীয় সৌন্দর্য। তুমি যদি জেনে থাকো যে, আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবল তোমার ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম, তাহ'লে আমাকে সৎ সঙ্গী দান করো। এভাবে আপনি দৃষ্টিকে অবনত রাখতে পারবেন। আকস্মিক দর্শনে যদি মনের মাঝে কামনা সৃষ্টি হয়, তাহ'লে মহান আল্লাহকে ভয় করে নিজেকে সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করুন এবং আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনার সকল কর্ম দর্শন করে থাকেন। তিনি বলেন, وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন (জ্ঞানের মাধ্যমে), যেখানেই তোমরা থাক। আর তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ দেখেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

অতএব হারাম দৃষ্টিপাত থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন- আমীন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে

বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্
প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২
'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।
আমাদের শাখাসমূহ
১. আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
২. গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
৩. রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
৪. ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
৫. প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
৬. হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, রাজশাহী।

আসমান ও যমীনের মাঝে বিদ্যমান পরিমাপ সমূহ

-ইঞ্জিনিয়ার আছিফুল ইসলাম চৌধুরী

এই জগতে যা কিছু পরিমাপ করা হয় তাদেরকে বলা হয় রাশি। প্রতিটি রাশি পরিমাপ করা নির্ভর করে প্রকৃতিতে বিদ্যমান আল্লাহ প্রদত্ত মানদণ্ডের উপর। অর্থাৎ সবকিছু পরিমাপের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং পদ্ধতি রয়েছে। আজ আমরা আসমান ও যমীনের মাঝে বিদ্যমান পরিমাপকের মানদণ্ড এবং সীমারেখা সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ বলেন, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ- ‘আকাশকে আল্লাহ উঁচু করেছেন এবং সেখানে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। যাতে তোমরা পরিমাপে সীমালংঘন না কর। আর তোমরা ন্যায্যভাবে ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনে কম দিও না’ *(রহমান ৫৫/৭-৯)*।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুই পরিমাপ করি। যেমন- যেকোন কঠিন বস্তুর ভর, তরল পদার্থের আয়তন, গ্যাসীয় পদার্থের চাপ ইত্যাদি। এছাড়া আমরা কি পরিমাণ কথা বলছি, কথার তীব্রতা কত ছিল, কি পারিমাপের শব্দ আমরা শুনতে পারব, কত দূরত্ব স্পষ্ট দেখছি, কি কি আমরা দেখতে পারব, কোন ধরনের ঘ্রাণ আমরা নিতে পারব ইত্যাদি সবকিছু পরিমাপ করা যায় এবং এর পরিমাপক আল্লাহ তা‘আলা এই আসমান ও যমীনের মাঝে স্থাপন করে রেখেছেন। কিছু পরিমাপক আল্লাহ তা‘আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার কমবেশী আমরা করতে পারব না। এগুলো আমাদের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক নির্ধারিত। যদি এগুলো আমাদেরকে পরিমাপ করে গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হ’ত তবে আমাদের পক্ষে পৃথিবীতে বসবাস কষ্টকর হয়ে যেত।

আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও যমীনের মাঝখানে বিভিন্ন পরিমাপের তরঙ্গ স্থাপন করছেন, যাদের রয়েছে আলাদা আলাদা পরিমাপ। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং কম্পাংক রয়েছে। প্রত্যেকটি তরঙ্গের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার রয়েছে, যার দ্বারা আমরা দুনিয়ার মানুষেরা বিবিধ উপকার লাভ করে থাকি। নিম্নে এর বর্ণনা দেওয়া হ’ল :

রেডিও তরঙ্গ : যাদের কম্পাংক 30 Hz - 300 GHz এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই তরঙ্গ মূলত AM/FM রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচার, সেল ফোন এবং স্যাটেলাইট যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোওয়েভ : যাদের কম্পাংক 300 MHz - 300 GHz এর মধ্যে বিদ্যমান। এগুলো মূলত রাডার, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং কিছু যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইনফ্রারেড (IR) বিকিরণ : এর কম্পাংক 300 GHz-400 THz এর মধ্যে বিদ্যমান। এগুলো মূলত রিমোট কন্ট্রোল, নাইট-ভিশন ইকুইপমেন্ট এবং থার্মাল ইমেজিং এ ব্যবহৃত হয়।

দৃশ্যমান আলো : এর কম্পাংক 400 THz-790 THz এর মধ্যে বিদ্যমান। সাতটি দৃশ্যমান আলো যার সাহায্যে আমরা যেকোন বস্তু দেখতে পাই, যা বেনীআসহকলা নামে পরিচিত যথা- বেগুনী, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এই আলোর সুনির্দিষ্ট পরিমাপ আছে বলেই আমরা যেকোন বস্তুকে তার নিজস্ব রঙ্গে দেখতে পাই। যদি আলোর পরিমাপ না থাকতো তবে আমরা সব বস্তু সাদা দেখতে পেতাম।

অতি বেগুনি (UV) বিকিরণ : এর কম্পাংক 790 THz - 30 PHz এর মধ্যে বিদ্যমান। এগুলো মূলত জীবাণুমুক্তকরণ এবং ফ্লুরোসেন্ট লাইটে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের শব্দ তরঙ্গ রয়েছে যাদের রয়েছে আলাদা আলাদা কম্পাংক এবং ব্যবহার যার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ’ল :

ইনফ্রাসাউন্ড : এর কম্পাংক 20 Hz এর কম। এর সাহায্যে ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক ঘটনা অধ্যয়নে ব্যবহৃত হয়।

শ্রবণযোগ্য শব্দ : এর কম্পাংক 20 Hz - 20 kHz এর মধ্যে বিদ্যমান। মানুষ যে কম্পাংকের শব্দ শুনতে পায় এটি হ’ল সে কম্পাংকের তরঙ্গ।

আল্ট্রাসাউন্ড : এর কম্পাংক হ’ল 20 kHz এর বেশী। এটি মূলত মেডিক্যাল ইমেজিং (আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান), পরিষ্কার করা এবং উপকরণের ত্রুটি সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এই পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপাদান নির্দিষ্ট পরিমাণে দেওয়ার মাধ্যমে এই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। এই ভারসাম্য যদি কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তবে আমাদের পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। ভারসাম্য শব্দটিকে আমরা যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি এবং যদি প্রকৃতির ভারসাম্য অর্থে ব্যবহার করি, তাহ’লে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ বিষয় বেরিয়ে আসে।

আসমান-যমীনের সকল বিষয় তৎসহ আকাশের সমুন্নতি সব কিছুই পরম ভারসাম্যময় প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রকৃতির এই ভারসাম্যকে লংঘন না করার জন্য মানব জাতিকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

বর্তমানকালের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ‘পরিবেশ দূষণ’ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি। পরিবেশের উপাদানকে প্রধানত দু’টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে : (ক) ভৌত উপাদান ও (খ) জীবতাত্ত্বিক উপাদান। ভৌত উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বায়ু। আমরা জানি যে, নাইট্রোজেন (৭৮%), অক্সিজেন (২১%), কার্বন-ডাই-অক্সাইড .০৩%) ও অন্য কয়েকটি উপাদান নিয়ে বায়ু গঠিত। বায়ুতে এ সকল উপাদানের অনুপাত রক্ষিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা‘আলা বহুসংখ্যক cycle (আবর্তনশীল পরিবর্তনধারা) যেমন কার্বন cycle ও

নাইট্রোজেন cycle-এর মাধ্যমে প্রকৃতিতে এ সকল উপাদানের অনুপাত সংরক্ষণ করেছেন। এ সকল cycle ব্যতীত জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তো। যে পরিবেশে মানুষ পৃথিবীতে বাস করে, তা যেন তাদের নিজেদের অপব্যবহারের ফলে মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

উদাহরণস্বরূপ, উদ্ভিদ জগতসহ সকল জীব অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। তবে উদ্ভিদ দিনের বেলায় সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে অক্সিজেন মুক্ত করে। এখন যদি জ্বালানী চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা বাছবিচার না করে গাছ কেটে ফেলি এবং যদি অনির্দিষ্ট সংখ্যায় মোটরযান বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটি সঞ্চয় গড়ে উঠবে যা পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলবে। অধিকন্তু বর্তমানকালের যান্ত্রিক সভ্যতার মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ও সিএফসি (Cloroflouro Carbon) নামক বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত করে চলেছি। 'গ্রীন হাউস গ্যাস' (Greenhouse gases) নামে অভিহিত এ সকল গ্যাস সূর্যরশ্মি যখন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগস্থ বস্তুসমূহের উপর পড়ে প্রতিসরিত হয়, তখন এর বিকিরণের দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে আটকে ফেলে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে তাপ সঞ্চিত হওয়া। এখানে একটি সতর্ক সংকেত রয়েছে যে, বায়ুমণ্ডলে এরূপ তাপ বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক নীচু এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। সিএফসি বায়ুমণ্ডলের ওজোন (Ozone) স্তরের ক্ষতি করবে এবং ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি (Ultraviolet radiation) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারবে। যদিও তথাকথিত গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ মাপক কোন মডেল নেই, তবুও এই সতর্কবাণী সচেতন মহল কর্তৃক গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এই ক্ষতিকর অবস্থার প্রতিবিধানের উপায় হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা।

সকল মানবীয় কর্মকাণ্ড এমনভাবে পুনর্গঠিত হওয়া দরকার যে, বায়ুর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদানসমূহের অণুমাত্রও যেন পরিবর্তন না ঘটে। কারণ জীবজগতের বাঁচার জন্য বায়ুর অতীব প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডলের জীবতাত্ত্বিক উপাদান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ ও জীবমণ্ডলের অন্যান্যের মধ্যে একটি অর্থবহ মিথষ্ক্রিয়া বিদ্যমান। পরিবেশের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে এক বিপুলসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র জীব। এ সকল অতি ক্ষুদ্রদেহীর (micro-organisms) মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ (৫%) রোগ সৃষ্টিকারী অর্থাৎ রোগের কারণ ঘটায়। আর অবশিষ্ট সকল অংশ আমাদের খাদ্য, ওষুধ প্রভৃতি তৈরির মত নানা প্রকার উপকারে আসে। এখন পরিবেশের মধ্যে মানুষ যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাহ'লে এসব অতি ক্ষুদ্র অণুজীবের কিছু কিছু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এর ফলে আমরা এক অপরিবর্তনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হব। নিবন্ধের শুরুতে আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে বার্তা প্রেরণ করেছেন, তা হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বিদ্যমান, তা বুঝতে চেষ্টা করা এবং কোনভাবেই তা লংঘন না করা। সুন্দর সমন্বয় রেখে আমাদের বাঁচা প্রয়োজন। তবে প্রকৃতিকে জয় করার নামে কোন ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রকৃতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়। *(আল-কুরআনে বিজ্ঞান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ-৫২৬-৫২৭)*।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুবিধার জন্য যেসকল পরিমাপ স্থাপন করেছেন তার কিছু বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হ'ল :

ওযন পরিমাপ : আমরা কোন কিছু ওযন করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত যে পরিমাপক ব্যবহার করি তা হ'ল অভিকর্ষ। কোন বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে তাকে অভিকর্ষ বলে। আমরা দাঁড়িপাল্লায় একপাশে কোন বস্তু এবং অন্য পাশে যখন বাটখারা রাখি তখন উভয় পাশের অভিকর্ষ বল সমান হ'লে তথা ওযন সমান হ'লে দাঁড়িপাল্লার কাটাটি মধ্যখানে চলে আসে এবং ঐ বাটখারায় যে ভর থাকে তা আমরা ঐ বস্তুর ভর বলে নির্ধারণ করি। এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত পরিমাপক দিয়ে আমরা কোন বস্তুর ওযন নির্ণয় করি।

শব্দ পরিমাপ : শব্দ হচ্ছে এক ধরনের অণুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ যা সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এখানে বাতাস হচ্ছে শব্দকে এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার বাহক। বাতাসের আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, ঘনত্ব, চাপ ইত্যাদি হিসাব করে শব্দের তীব্রতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাতাসের কম্পনের উপর ভিত্তি করে শব্দের কম্পাংক নির্ণয় করা হয়। আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য শব্দের তীব্রতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তা'আলা শব্দের সু-নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা অতিক্রম করলে শব্দদূষণ ঘটবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, দিনের বেলা শব্দের তীব্রতা লেভেল 70dB এবং রাতের বেলা 40dB অতিক্রম করলে তা শব্দ দূষণ হিসাবে গণ্য হবে। আর আমরা পৃথিবীর মানুষেরা বিভিন্ন অন্যায় কাজে বিকট আকারে শব্দ উৎপন্ন করি। যথা: কনসার্ট, বোমা-পটকা ফোটানো ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘন করছি।

বাতাসের চাপ : আমরা সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্তি করি, টায়ারে বাতাস ভর্তি করি। এগুলো কিভাবে পরিমাপ করা হয়? এগুলো মূলত বাতাসের চাপের উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়। আমাদের চারপাশে যে বায়ু রয়েছে তার চাপ হ'ল ৭৬ সেমি পারদ চাপের সমান। সিলিণ্ডার বা টায়ারে গ্যাস ভর্তি করে তা ব্যারোমিটারের সাহায্যে গ্যাসের চাপ নির্ণয় করি যা স্বাভাবিক বায়ু চাপের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই স্বাভাবিক বায়ুর চাপও আল্লাহ প্রদত্ত একটি পরিমাপক, যা

আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি।

আলোর পরিমাপ : সূর্য হ'তে যে আলো আমাদের নিকট আসে অথবা আমাদের ঘরে থাকা টিউবলাইট বা বালব থেকে যে আলো আমরা পাই তাও পরিমাপ করা যায়। ফটোমিটারের সাহায্যে আলোর তীব্রতা পরিমাপ করা হয়, যার একক হ'ল ক্যান্ডেলা। দৃশ্যমান আলো পরিমাপের একক হ'ল লুমেন (Lumen)। প্রতি বর্গমিটার স্থানে যে পরিমাণ আলো এসে পড়ে তা Lux Meter দিয়ে নির্ণয় করা হয়। একটা স্থানে আলো কি পরিমাণ উজ্জ্বল তা Luminance Meter দিয়ে নির্ণয় করা হয়। Colorimeter বা Spectrometer এর সাহায্যে আলোর রঙ নির্ণয় করা হয়। আলো উষ্ণ হ'লে হলুদ বা লাল এবং শীতল হ'লে নীল বর্ণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যে আলো সৃষ্টি করেছেন তাও পরিমাপ করা যায়।

রাস্তার ব্যাংকিং : আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে, রাস্তার বাকের পাশে দুর্ঘটনার কারণে গাড়ি উল্টে পড়ে আছে। এর কারণ হ'ল পরিমাপে কমবেশী। যখন কোন বস্তু কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘুরে তখন কেন্দ্রবিমুখী বলের উদ্ভব হয় যা বস্তুকে বাইরের দিকে ছিটকে ফেলতে চায়। এই বল মূলত গাড়ির বেগ, রাস্তার বাকের ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক বাকের জন্য একটি সর্বোচ্চ বেগ নির্ধারিত হয়েছে যার বেশী বেগে গাড়ি বাক অতিক্রম করলে দুর্ঘটনা ঘটবে। অর্থাৎ এটিও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একটি পরিমাপক যার সীমালংঘন করলে বিপদে পড়তে হবে। যে ইঞ্জিনিয়ার এই রাস্তার বাক তৈরী করবেন তার দায়িত্ব হ'ল সঠিকভাবে পরিমাপ করে ঐ বাকের জন্য সর্বোচ্চ গতিবেগ নির্ধারণ করা, যাতে গাড়ি দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। যদি ইঞ্জিনিয়ার তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তবে তিনিও ওযনে কম দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের মাঝে পরিমাপক স্থাপন করেছেন এবং আমাদেরকে পরিমাপে কমবেশী করতে নিষেধ করেছেন। যা পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং যা পরিমাপ করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় তা পরিমাপ করার ক্ষমতা আমাদেরকে দিয়েছেন। কিন্তু যা পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যা পরিমাপ করা আমাদের কোন উপকারে আসবে না তার ক্ষমতা আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। যেমন একজন কি পরিমাণ অন্যায় করেছে বা একজন কি পরিমাণ ভাল কাজ করেছে তার পরিমাপ মানুষ কখনই করতে পারব না। একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষকে কি পরিমাণ ভালোবাসে বা হিংসা করে বা ঘৃণা করে তা পরিমাপ করার কোনরূপ পদ্ধতি আল্লাহ তা'আলা দান করেননি। এগুলো পরিমাপ করার একচ্ছত্র অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়ার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয় পরিমাপ করার সুযোগ দিয়েছেন। যা ব্যবহার করে আমরা কোন কিছুর ভর পরিমাপ করতে পারি, আলো পরিমাপ করতে পারি, শব্দ পরিমাপ করতে পারি, চাপ পরিমাপ করতে পারি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শন রয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। যে আল্লাহ আমাদেরকে এত সূক্ষ্ম বিষয় পরিমাপ করতে পারার ক্ষমতা দান করেছেন সে আল্লাহ্র পক্ষে সবকিছু পরিমাপ করা সম্ভব। অতএব আমাদেরকে সকল কথা ও কর্ম সতর্কতার সাথে করতে হবে, যাতে অন্যায় না হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারুণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

প্রফেশন হোক ইবাদত

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ভূমিকা : এক সময়ে বাবা-মা ছেলে-মেয়েকে জোর করে বিভিন্ন প্রফেশনে যেতে বাধ্য করত। সন্তানের ইচ্ছার কোন মূল্য সেকালে ছিল না। ছেলে খেলোয়াড় হ'তে চায়, তবুও বাবা তাকে ডাক্তার বানাবেই। ডাক্তারী পেশায় রোজগার বেশী। তাই ডাক্তার বানাতে ছেলের ওপরে যত ধরনের চাপ দেয়া যেতে পারে তার সবগুলোই দেয়া হত। চাপাচাপির ফলে ছেলেটি ডাক্তার হয়েও যায়, তবে এই ডাক্তারী পেশা তার জীবনকে ভারি করে তোলে। কারণ তার মেডিকেল ভাল লাগে না, ভাল লাগে খেলার মাঠ। তবুও এই অপসন্দের জায়গাকে আপন করেই তাকে কাটিয়ে দিতে হয় পুরো জীবন। অবশ্য যুগের পরিক্রমায় এই ধরনের বাবা মায়ের সংখ্যা বেশ কমে এসেছে। এখন অধিকাংশ বাবা-মা ছেলে-মেয়ের প্রফেশন বাছাই করার সময় তাদের ঝোঁক, শখ, দক্ষতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করে একটি মানসম্মত প্রফেশন নির্বাচন করেন। বাবা-মায়েরা বুঝতে পেরেছেন, মানসম্মত দক্ষতা অর্জন করতে পারলে কোন প্রফেশনই খারাপ নয়।

এবার আসুন! আমরা একটু শখ, টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, দক্ষতা ইত্যাদির বিবেচনা থেকে বেরিয়ে আসি। একটু পরকাল নিয়ে ভাবি। পরকাল নিয়ে সচেতন বাবা-মা তাদের সন্তানের প্রফেশন কোন দিকে বিবেচনা করে নির্বাচন করবেন! কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিবেন! কোন বিষয়কে অপশনাল হিসাবে রাখবেন! এই সবকিছুকে কেন্দ্র করে আজকের আলোচনা। আপনি যদি প্রফেশন নির্বাচনে সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগেন তবে আজকের লেখা আপনার জন্য। আজকের লেখা তাদের জন্য যারা ইলমে দ্বীন অর্জনে বেশকিছু পথ এগিয়ে এসেও হীনমন্যতায় ভুগছেন। মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশায় আছেন। আসুন! আমরা দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখের স্থানে অনাদী অনন্তকালের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি নিয়ে ভাবি।

বস্তুবাদী প্রফেশনের চেহারা : বর্তমানে মোটিভেশনাল স্পিকাররা জীবনে সফল হওয়ার জন্য পড়ালেখা ছেড়ে ব্যবসায় নামার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। উদ্যোক্তা হ'তে বলছেন। তারা বলছেন, ইতিহাসে যারা 'বড় কিছু' করেছে তারা উচ্চ শিক্ষিত নয়। উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন ধনী ব্যক্তির জীবনী সামনে রাখছেন। তাদের বক্তব্যে 'বড় কিছু' করা বলতে যে 'টাকা উপার্জন' বুঝাচ্ছে এটা নতুনভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। এই মোটিভেশনাল স্পিকারদের মেয়েরা যখন রাস্তায় ধর্ষিতা হবে, ছেলেরা রাতে নেশা করে এসে তাদেরকে জুতা দিয়ে মারবে, জীবনের শেষ দিনগুলো বৃদ্ধাশ্রমে ধুঁকে ধুঁকে পার করে মৃত্যুর পরে আবার জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে, তখন এদের বুঝে আসবে যে, টাকা উপার্জনকে তারা জীবনে 'বড় কিছু' করা মনে করে ভুল করেছেন এবং আসলেই জীবনে 'বড় কিছু' করা বলতে কি বুঝায়।

বলতে দুঃখ লাগে যে, আমাদের সমাজে বহু প্রফেশন আছে যেগুলো আদতে কোন প্রফেশনই নয়। যে ব্যক্তি হাটে-বাজারে জুয়ার লটারী বিক্রি করে সেও নাকি ব্যবসায়ী! যে ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন বীমার নামে সূদী কারবার করে বেড়ায় সেও নাকি চাকুরিজীবী! সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি নিয়ে কাজ করা মানুষটি ফ্রিল্যান্সার! এগুলো কোন প্রফেশন হ'ল? এগুলো দেশ ও দশের কি উপকারে আসে? শয়তান যেমন মানুষকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করার চুক্তি নিয়েছে, ঠিক তেমনই এরাও দুনিয়ায় মানুষকে পয়সা-কড়ির লোভ দেখিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও সমাজে আমরা এগুলোকে সম্মানজনক পেশা হিসাবে মেনে নিয়েছি। কারণ একটাই, এগুলোতে টাকা রোজগার হয়। আর আমাদের চোখে যে প্রফেশনে যত বেশী টাকা সেটা তত দামী প্রফেশন। একজন মানুষকে হত্যা করলে সেটা হয় খুন, আর সেই মানুষকেই যখন সূদের যাঁতাকলে পিষ্ট করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয় তখন সেটা হয় বিজনেস। বড়ই আজব আমাদের নীতি!

প্রফেশন নির্বাচনে যখন হালাল-হারামের প্রশ্ন সামনে আসে তখন অনেকেই দরিদ্রতার দোহাই দেয়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই বাজারে দুবেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার আবেগ মিশ্রিত বাক্য শোনায়। আমিও এটাকে দরিদ্রতাই বলি। তবে সেটা আর্থিক দরিদ্রতা নয়, বরং আত্মিক দরিদ্রতা। যে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি করে মাসে লাখ টাকা রোজগার করা যায়, সেখানে আজও পেটে পাথর বাঁধার পরিবেশ বিরাজ করছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। দুনিয়াবী বিলাসিতার লালসা আমাদেরকে এমন অন্ধ পশুতে রূপান্তর করেছে। আমরা মুখে বলছি, প্রয়োজনই আমাদেরকে দুনিয়াদার হ'তে বাধ্য করছে। কিন্তু আদতে বিলাসিতাকেই আমরা প্রয়োজন বানিয়ে নিয়েছি। এখন প্রতিদিন নদীর মাছ আর খাশির গোশত চিবানোও আমাদের প্রয়োজন। শরীরটাকে বিদেশী দামী কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাও প্রয়োজন। বহুতল বিশিষ্ট বাড়ির রুমে রুমে এয়ার কন্ডিশনার বসানোও প্রয়োজন। এগুলো আর আমাদের বিলাসিতার মধ্যে পড়ে না। কারণ দুনিয়াদারীর কড়া নেশা আমাদের মস্তিষ্ককে মাতাল করে তুলেছে। আমরা খাঁটি শরিষার তেল চিনি, খাঁটি পদ্মার ইলিশ চিনি, খাঁটি বাসমতি চাউল চিনি। তবে হালাল তেল, হালাল ইলিশ, হালাল চাউল চিনি না। আফসোস! এই চোখ অচিরেই হালাল চিনতে পারবে, যখন সাধের দেহখানা হারামে পুষ্ট হওয়ার জন্য জাহান্নামে জ্বলবে।

মুসলিমের প্রফেশন নির্বাচন : বস্তুবাদীদের চোখে দুনিয়াবী জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং তারা সেই জীবনকে সুখময় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সকল সঞ্চয় সেই জীবনকে ঘিরেই। পক্ষান্তরে একজন মুসলিমের সামনে দু'টি জীবন। একটি দু'দিনের, আরেকটি অনন্ত কালের। সুতরাং পেশা নির্বাচনে একজন মুসলিম সেটাকেই

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রাধান্য দিবে, যে পেশায় দু'দিনের জীবন যেমনই কাটুক, অনন্তকালের জীবনের জন্য বড় একটা সঞ্চয় জমা হবে। এটাই যুক্তিযুক্ত। এটা কাউকে বুঝানোর জন্য কুরআন-হাদীছের দলীলের প্রয়োজন নেই। কেউ যদি শুধুমাত্র আখেরাত বিশ্বাস করে তাহ'লেই সে এই কথার সাথে একমত হবে।

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, মসজিদেরই ঝাড়ু-বরদার (ঝাড়ু বহনকারী) হোক আমার এই হাত। শোন শোন ইয়া ইলাহী! আমার মুনাজাত...। এটা শুধুমাত্র কবিতা নয়। বরং একটি চেতনা, একটি চিন্তাধারা, একটি দৃষ্টিভঙ্গি। একজন মুসলমানের জন্য মসজিদ ঝাড়ু দেয়া যদি সৌভাগ্যের বিষয় মনে না হয়, তবে সে কিসের মুসলমান! যে মুওয়াযযিনের জন্য স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সেই মুওয়াযযিন হওয়া যদি সৌভাগ্যের বিষয় মনে না হয় তবে সে কোন ইসলামী চেতনা বুকে লালন করে! আমরা বলছি না, মুওয়াযযিনই হ'তে হবে। মসজিদের খাদেমই হ'তে হবে। আমরা এগুলোর গুরুত্ব বর্ণনা করছি। কেননা শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সঠিক যে, ইমাম-মুওয়াযযিনের চেয়ে তুচ্ছ পেশা আমাদের চোখে আর নেই। দুঃখ লাগে, যাদের মাধ্যমে ইসলাম দুনিয়ায় টিকে থাকবে তাদের কাছেই যদি এগুলো অনাগ্রহের বস্তু হয়ে যায় তবে এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

একটা সময় আযান দেয়া, ইমামতি করা, মসজিদ ঝাড়ু দেয়া, দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার কোন বিনিময় প্রদান করা হ'ত না। তবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন এগুলোর বিনিময় প্রদান করা হয়। এগুলো কাজের বিনিময়ে কেন বেতনপ্রথা চালু হ'ল সেটা ভিন্ন বিষয়। তবে বেতনপ্রথা চালু হওয়ায় ইবাদত করেই জীবন কাটানোর সুযোগ হয়েছে। এটি একটি ভাল দিক। একজন মুসলিম যদি মনে করে, আমি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে ইমামতি করব আর দিনের বাকী সময়ও ইবাদতেই কাটিয়ে দিব। তবুও মসজিদ থেকে যে সম্মানী তাকে দেয়া হবে তাতে তার জীবন কেটেই যাবে। তবে হ্যাঁ, বিলাসিতা হয়ত হবে না। আমি তো মাঝে মাঝে আশ্চর্যই হই যে, এতগুলো প্রফেশন আমাদের সামনে যেগুলোতে শুধু ইবাদতেই জীবন পার করে দেয়া সম্ভব! অনেক প্রফেশন তো এমনও আছে যেখানে সারা জীবন ইবাদতের মাঝে থেকেও দামী কাপড় পরে, দামী খাবার খেয়ে মানসম্মত একটি জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব। তবে এর চেয়েও বেশী আশ্চর্য হই তখন, যখন দেখি এসব প্রফেশনে মানুষের কোন আগ্রহই নেই! বিশেষভাবে আমাদের তালিবুল ইলমরাও এসব পেশা থেকে বিমুখ হচ্ছে। তালিবুল ইলমদের দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক দেখলে বুকের গহীন কোণে এক অজানা ব্যথায় যেন দুমড়ে মুচড়ে যায়। সহ্য করতে পারি না।

প্রিয় তালিবুল ইলম! তোমরা আমাদের আশার বাতিঘর। কুরআন-হাদীছের জ্ঞান আহরণ করে পথভ্রষ্ট হয়ো না। প্রফেশন চয়নে সর্বদা পরকালকেই প্রাধান্য দেবে। তোমাদের পেশা যেন অবশ্যই নেকী অর্জনের মাধ্যম হয়। রোজগার কতটুকু হ'ল সেটা পরের বিষয়। পেশা যেন তোমার এবং আল্লাহ্র মাঝে অন্তরায় না হয়। জীবনে কতটুকু বিলাসিতা হ'ল সেটা পরের বিষয়। প্রফেশন যেন তোমার ফরয ইবাদতে, দাওয়াতী কাজে বাধা না হয়। চিরস্থায়ী সংসার গোছানোর কাজে ব্যস্ত থাকার বিনিময়ে যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সংসার চলে তবে তো তোমার সৌভাগ্যই! এর চেয়ে শান্তির জীবন আর কি হ'তে পারে!

শেষকথা : প্রিয় তালিবুল ইলম! এখনই তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করার সময়। আমি বলছি না, তোমাকে মাদ্রাসাতেই শিক্ষকতা করতে হবে, মসজিদে ইমামতি করতে হবে। আমি বলছি, জীবন ধারণের জন্য প্রফেশন হিসাবে এমন একটা পেশা বেছে নাও যেটার মাধ্যমে তোমার দুনিয়াবী জীবন ধারণের পাশাপাশি নেকী উপার্জন হবে। যেখানে দুনিয়া অর্জনকারীরা প্রফেশনের ব্যস্ততায় একটু ইবাদতের সময় পাবে না, সেখানে তোমার প্রফেশনই হবে ইবাদত! তোমার কাজের চাপ যত বেশী হবে, ইবাদত তত বেশী হবে। এর চেয়ে সুখের বিষয় এই দুনিয়ার বুকে আর কিছু হ'তে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

শ্রদ্ধেয় অভিভাবকগণ! আপনারাই সন্তানদের চালিকাশক্তি। আপনারা তাদেরকে যে চিন্তাধারায় বড় করে তুলবেন তারা সারা জীবন সেটাকেই বুকে লালন করবে। সুতরাং এমন উত্তরসূরী গড়ে যান, যারা দ্বীন রক্ষার সৈনিক হবে। যাদের মাঝে আবারো খুঁজে পাওয়া যাবে, ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল। সন্তানদের ওপরে দয়া করে বস্তুবাদী চিন্তাধারা তাদের মস্তিষ্কে দিবেন না। পরকালই আমাদের আসল ঠিকানা, এটা যেন তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের মত প্রবাহিত হয়। এমন সন্তানাদী যদি দুনিয়ার বুকে রেখে যেতে পারেন তবে ইনশাআল্লাহ এটাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় অর্জন।

আমিও জীবন ধারণে এই শক্তিশালী চিন্তাধারা পেয়েছি আমার পিতার কাছে। লেখার শেষ পর্যায়ে এসে আমি আমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় না করে পারছি না। আমার কণ্ঠ ভারি হয়ে আসছে। প্রাথমিক শেষ করার পরে আব্বু যখন মাদ্রাসায় ভর্তি করালেন তখন স্কুলের হেডমাস্টার ছাহেব বলেছিলেন, তোমার ছেলের মেধা ভাল ছিল। ছেলেটাকে নষ্ট করে দিলে? স্যারের সেই কথাকে উপেক্ষা করে তাঁরা আমাকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারী আমাকে নওদাপাড়া মারকাযে ভর্তি করেছিলেন। আমার আব্বু শিক্ষিত মানুষ নন। তেমন ধনীও নন। খুব কষ্টে চালিয়ে গেছেন লেখাপড়ার খরচ। যখনই আমি আমার এই সৌভাগ্যের কথা ভাবি, তখনই তাঁদের জন্য অন্তর থেকে দো'আ আসে। এই দো'আই হয়ত তাঁদের সবচেয়ে বড় অর্জন। তাঁদের সেই দুনিয়াবিমুখ যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের বদৌলতে আজ পরকাল বুঝেছি। হালাল হারাম চিনেছি। ইলমে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিবেদিত করতে পেরেছি। জানি, প্রবন্ধে এই কথাগুলো প্রাসঙ্গিক নয়। তবুও কখনো শক্তিশালী আবেগের জোর ধাক্কা নিয়মের দেয়ালকে ভেঙ্গে ফেলে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের খাদেম হিসাবে কবুল করুন। পরকাল মুখ্য হিসাবে গ্রহণ করে ইহকালীন জীবনে পাথেয় সঞ্চয় করার তাওফীক দিন- আমীন!

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

১. শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ينبغي لمن يُستفتى أن يستغفر الله قبل الإجابة، حتى يمحو الاستغفار ما كان على القلب من الرين، 'যার কাছে ফৎওয়া চাওয়া হয় তার উচিত উত্তর দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র নিকটে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা, যাতে ইস্তিগফার তার অন্তরের মরিচা দূর করে দেয় (আর সে সঠিক উত্তর দিতে পারে)'।[১]

২. বিশর আল-হাফী (রহঃ) বলেন, لقد أدركنا الناس ولهم أعمال صالحة كالجبال، ومع ذلك كانوا لا يغترون وأنتم لا أعمال لكم ومع ذلك تغترون، والله إن أقوالنا أقوال الزاهدين، وأعمالنا أعمال الجبابرة والمنافقين، 'আমরা এমন অনেক মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাদের পাহাড় সমপরিমাণ নেক আমল থাকা সত্ত্বেও তারা আমলের ধোঁকায় পড়তেন না। আর তোমাদের উল্লেখ্যযোগ্য আমলই নেই, অথচ তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিদের মত কথা বলি, কিন্তু আমাদের কর্মকাণ্ড অহংকারী ও মুনাফিকদের মত'।[২]

৩. আমর ইবনে ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, أَكْثَرُ النَّاسِ فَرَحًا فِي الْآخِرَةِ أَطْوَلُهُمْ حُزْنًا فِي الدُّنْيَا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ ضَحِكًا فِي الْآخِرَةِ، أَكْثَرُهُمْ بُكَاءً فِي الدُّنْيَا، وَأَخْلَصُ النَّاسِ إِيمَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ تَفَكُّرًا فِي الدُّنْيَا، 'আখেরাতে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত থাকবে সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী চিন্তাগ্রস্ত থাকত। আখেরাতে সবচেয়ে বেশী হাসবে সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী (আল্লাহ্‌র ভয়ে) কান্নাকটি করেছে। আর ক্বিয়ামতের দিন ঈমানের দিক থেকে সেই ব্যক্তি হবে সবচেয়ে বেশী একনিষ্ঠ, যে পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বেশী (আল্লাহ্‌র সৃষ্টিরাজি নিয়ে) চিন্তা-ভাবনা করেছে'।[৩]

৪. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, لَا أضرّ على العَبْد أمرين غفلته عَن ذكر الله وَمُخَالفَة لأمر الله، 'বান্দার জন্য দু'টি বিষয়ের চেয়ে ক্ষতিকর আর কোন কিছু নেই : আল্লাহ্‌র যিকর থেকে উদাসীন হওয়া এবং তাঁর নির্দেশের বিপরীত কাজ করা'।[৪]

৫. প্রখ্যাত তাবেঈ আবুল 'আলিয়া (রহঃ) বলেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَخْرُبُ صُدُورُهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُ حَلَاوَةً وَلَا لَذَاذَةً إِنْ قَصَّرُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ قَالُوا: إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَمِلُوا بِمَا نُهُوا عَنْهُ قَالُوا: سَيُغْفَرُ لَنَا إِنَّا لَمْ نُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، أَمْرُهُمْ كُلُّهُ طَمَعٌ لَيْسَ مَعَهُ صِدْقٌ يَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَفْضَلُهُمْ فِي دِينِهِ الْمُدَاهِنُ 'মানুষের সামনে এমন একটা সময় আসবে, যখন তাদের হৃদয়গুলো কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। তারা কুরআনের মিষ্টতা ও স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিষয়গুলো পালনের ক্ষেত্রে তারা শিথিলতা প্রদর্শন করবে আর বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। আবার নিষিদ্ধ কাজ করার সময় বলবে, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিবেন, কারণ আমরা তো আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করিনি। তাদের পুরো ব্যাপারটাই লালসাপূর্ণ যেখানে সত্যের লেশমাত্র নেই। তারা নেকড়ের অন্তরে ছাগলের চামড়া পরিধান করাবে। তাদের মধ্যকার তোষামোদকারী ব্যক্তিকে দ্বীনদারিতায় শ্রেষ্ঠ মনে করা হবে'।[৫]

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْعَمَل بِغَيْر إخلاص وَلَا اقْتِدَاء كالمسافر يمْلَأ جرابه رملا يثقله وَلَا يَنْفَعهُ، 'ইখলাছ বিহীন এবং রাসূলের অনুসরণ ব্যতীত আমল করার উদাহরণ সেই মুসাফিরের মতো, যে বালু দিয়ে তার থলে ভর্তি করে। বালুগুলো তার বোঝা ভারী করে বটে; কিন্তু কোন উপকার করে না'।[৬]

৭. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو: ..بدعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل، 'ঔষধপত্র ছাড়াই অধিকাংশ রোগ-ব্যাধি ভালো হয়ে যায়, আর সেটা হয় কবুলযোগ্য দো'আর মাধ্যমে, উপকারী ঝাড়-ফুঁক অথবা মনের শক্তি এবং উত্তম তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে'।[৭]

৮. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, إِذا جَلَست فِي ظلام اللَّيْل بَين يَدي سيدك فَاسْتعْمل أَخْلَاق الْأَطْفَال فَإِن الطِّفْل إِذا طلب من أَبِيه شَيْئا فلم يعطه بكى عليه، 'যখন তুমি রাতের অন্ধকারে তোমার মনিবের সামনে বসবে, তখন তার সাথে শিশুর মতো আচরণ করবে। কারণ শিশু যখন তার বাবার কাছে কোন কিছু চায়, তখন সেটা না দেওয়া পর্যন্ত সে কান্নাকাটি করতে থাকে'।[৮]

১. *তাফসীরুল ওছায়মীন, সূরা আন'আম, পৃ. ১৩৬।*
২. *আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতার্রীন, পৃ. ৫৫।*
৩. *আবুল লাইছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ৫৭০; তাম্বীহুল মুগতার্রীন, পৃ. ৮৪।*
৪. *ইবনুল জাওযী, আত-তাযকিরাহ ফিল ওয়ায, পৃ. ১০২।*
৫. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ২৪৫।*
৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৪৯।*
৭. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/৫৬৩।*
৮. *ইবনুল জাওযী, আল-মুদহিশ, পৃ. ২১৯।*

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪

ক- গ্রুপ :

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।
আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা যিলযাল, হুমাযাহ ও কাওছার *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
২. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।
৩. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ) সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ :

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর পূর্বে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর পরে হতে হবে)।

◈ **আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। (**ক-** গ্রুপের জন্য ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত এবং **খ ও গ-** গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)
নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যেকোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা হুজুরাত সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*। **(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।
২. **জাগরণী :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।
৩. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ)-এর নির্বাচিত অংশ।

গ- গ্রুপ :

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।
পরীক্ষা পদ্ধতি : এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বীনিয়াত : (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা ফাতিহা। **(খ) আক্বীদা :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। **(গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)। **(ঘ) ইসলামী আদব :** কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব। **(ঙ) দো'আ মুখস্থ :** তাশাহহুদ ও দরূদ (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

➢ **পরিচালকদের জন্য :** সোনামণি গঠনতন্ত্র এবং বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন *(লেখক : মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)*।
পরীক্ষা পদ্ধতি : এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার নীতিমালা :**

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ) ও **গঠনতন্ত্র** (৪র্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৮. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৯. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও আরও তিন জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।
১১. কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালক ও সহ-পরিচালকগণ'** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০ (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ও প্রতিযোগীর পূরণকৃত সোনামণি 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার তারিখ :**

১. শাখা	**: ৬ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
২. উপযেলা	**: ১৩ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৩. যেলা	**: ২০শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।**
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	**: ১০ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের জীবন-যাপন

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ অতি সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। এমনকি অনেক সময় তাদের বাড়ীতে খাবারও থাকতো না। কারণ তাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা ছিল আখেরাত নিয়ে। যাতে পরকালে মুক্তি মেলে এবং জান্নাত লাভ করা যায়। কিন্তু যখন ক্ষুধার তাড়না অসহনীয় হয়ে যেত তখন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসতেন। রাসূল (ছাঃ)ও এমন পরিস্থিতিতে কোন ছাহাবীর মেহমান হ'তেন। এমনই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে নিম্নের হাদীছে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন সময় ঘর হ'তে বের হ'লেন, যে সময়ে তিনি সচরাচর বের হন না এবং এ সময় কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেও আসে না। (এ মুহূর্তে) আবুবকর (রাঃ) এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি প্রশ্ন করেলেন, হে আবূ বকর! আপনি কি মনে করে এলেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করতে, তাঁর বরকতময় মুখমণ্ডল দেখতে ও তাঁকে সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যে এসেছি। এরপর ওমর (রাঃ)ও এসে উপস্থিত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রশ্ন করলেন, হে ওমর! আপনার এ সময় আসার কারণ কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্ষুধার তাড়নায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমিও এরূপ কিছু অনুভব করছি। এই বলে তারা আবূল হায়ছাম ইবনু আত-তায়হান আল-আনছারী (রাঃ)-এর বাড়ীর দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

আবূ হায়ছাম ছিলেন প্রচুর খেজুরগাছ ও বকরীর মালিক। তার কোন খাদেম ছিল না। তারা তাকে বাড়ীতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথী কোথায়? তিনি বললেন, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। ইতিমধ্যে আবূল হায়ছাম (রাঃ) পানিভর্তি মশক নিয়ে ফিরে আসলেন এবং সেটা রেখেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! তারপর তিনি তাদেরকে নিয়ে তার বাগানে গেলেন এবং তাদের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর খেজুরগাছ হ'তে কয়েক গুচ্ছ খেজুর নামিয়ে এনে তাদের সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমাদের জন্য পাকা খেজুর বেছে আলাদা করে নিয়ে আসলে না কেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ভাবলাম যে, আপনারা নিজেদের ইচ্ছামতো তাজা কিংবা পাকা খেজুর বেছে খাবেন (এজন্য দু'রকম খেজুরই পেশ করলাম)।

তারা খেজুর খেয়ে সেই পানি পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! ক্বিয়ামত দিবসে এসব নে'মত প্রসঙ্গেও তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এই সুশীতল ছায়া, সুস্বাদু কাঁচা-পাকা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি (কতই না সুন্দর নে'মত)।

এরপর আবূল হায়ছাম (রাঃ) তাদের জন্য খাবার তৈরী করতে চলে গেলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলে দিলেন, কোন অবস্থাতেই দুধেল পশু যবহ করবে না। কাজেই তিনি নবীন একটি নর ছাগল যবহ করলেন এবং রান্না করে তাঁদের জন্য নিয়ে আসলেন। তাঁরা তা খেলেন। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি কোন খাদেম আছে? তিনি বললেন, না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যখন আমার নিকট বন্দী আসবে তখন তুমি এসো। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দু'টি গোলাম আসে। তাদের সাথে তৃতীয় কোন গোলাম ছিল না। আবূল হায়ছাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি তাকে বললেন, এদের মধ্যে যাকে ভালো লাগে বেছে নাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনিই আমাকে পসন্দ করে দেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে আমানতদার হ'তে হয়। ঠিক আছে, তুমি একেই নাও। কেননা আমি একে ছালাত আদায় করতে দেখেছি।

(এরপর তিনি বললেন) আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তার সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য। আবূল হায়ছাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপদেশ প্রসঙ্গে তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে জানিয়ে দেন। তার স্ত্রী বললেন, একে মুক্ত করা ব্যতীত আপনি নবী করীম (ছাঃ)-এর বক্তব্যের মর্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। তিনি বললেন, ঠিক আছে, সে এখন মুক্ত।

নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যত নবী ও খালীফা প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলকেই দু'জন করে একান্ত পরামর্শক দিয়েছেন। একজন সাথীতো তাকে ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকে এবং অন্যায় কাজে প্রতিহত করে। আর অন্যজন তাকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই ছাড়ে না। যাকে এই অসৎ পরামর্শক হ'তে হেফাযত করা হয়েছে তাকেই বাঁচানো হয়েছে' *(তিরমিযী হা/২৩৬৯; ছহীহাহ হা/১৬৪১)*।

শিক্ষা :

১. রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর দুই ছাহাবী ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁরা ক্ষুধা নিবারণের জন্য শারঈ পদ্ধতিতে চেষ্টা করেন।
২. কোন সাথী-বন্ধুর সচ্ছল অবস্থা ও উত্তম মানসিকতার বিষয় জানা থাকলে তার বাড়ীতে বিনা দাওয়াতে খাবার গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাওয়া যায়।
৩. আল্লাহ্র নে'মত লাভ করে ও তা ভক্ষণ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা যরূরী।
৪. মেহমানদেরকে অত্যধিক সম্মান করতে দেখলে মেজবানকে সতর্ক করতে নছীহত করা যায়, যাতে সে অতি আবেগে মূল্যবান বস্তু নষ্ট করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
৫. উত্তম আচরণের প্রতিদান প্রদান করা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) আবুল হায়ছামকে খাদেম দিয়েছিলেন তার স্বতঃস্ফূর্ত আপ্যায়নের জন্য।
৬. প্রকৃত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে দূরদর্শী লোকের নিকট থেকে পরামর্শ নেয়।
৭. ছালাত আদায় করা তাক্বওয়ার পরিচায়ক। যেমন রাসূল (ছাঃ) আবুল হায়ছামকে ছালাত আদায়কারী খাদেমকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন।
৮. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন ছাড়াও কোলাকুলি করা যায়। যেরূপ আবুল হায়ছাম রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে করলেন।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ্র নিকটে বিনীত প্রার্থনা তিনি যেন, আমাদেরকে উক্ত হাদীছের উপরে আমল করার এবং সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করেন-আমীন!

-মুসাম্মাৎ শারমিন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

সাপে কাটলে ভুলেও প্রচলিত এই ভুলগুলো করবেন না

গ্রামাঞ্চলে সব সময় কমবেশি সাপের আতঙ্ক থাকে। বর্ষা মৌসুমে এটি আরও বেড়ে যায়। এ সময় যারা বনে-পাহাড়ে ঘুরতে যান, তাদেরও সাপে কামড়াতে পারে। শহরে বিচ্ছিন্নভাবে সাপে কাটার রোগী পাওয়া যায়। সাপে কাটলে বেশির ভাগ মানুষ ঘাবড়ে যান। ভয় কাজ করলেও এ সময় ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া দরকার।

সাপে কামড়ালে যা করবেন না

১. সাপে কামড়ালে একটি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে প্রথমেই কামড়ের স্থানে শক্ত বাঁধন বা গিঁট দিয়ে ফেলেন। অনেকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধেন। এর পেছনে ধারণা হলো, বিষ এতে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না। আসলে এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং এ রকম শক্ত করে বেঁধে ফেলায় জায়গাটিতে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। আর রক্ত চলাচলের অভাবে টিস্যুতে পচন শুরু হ'তে পারে।

২. অনেকে কামড়ানো স্থানে ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কাটাকাটি করেন। তারপর সেখান থেকে চিপে চিপে রক্ত বের করার চেষ্টা করেন। বিষ বের করার জন্য এ রকমটি করেন বলে তারা মনে করেন। এ রকম অস্বাস্থ্যকরভাবে কাটাকাটির কারণে ইনফেকশন হতে পারে। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

৩. অনেকের ধারণা, আক্রান্ত স্থানে মুখ লাগিয়ে চুষে বিষ বের করলে রোগী ভাল হয়ে যাবেন। এরও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সাপের বিষ একবার শরীরে ঢুকে গেলে, রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেটি চুষে বের করা সম্ভব নয়। কোন অবস্থায়ই আক্রান্ত স্থানে মুখ দেওয়া উচিত নয়। বরং যিনি মুখ দিবেন, তাঁর ক্ষতি হবে।

৪. গ্রামাঞ্চলে সাপে কামড়ালে প্রথমেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাপুড়ে বা ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করেন, তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এতে সঠিক চিকিৎসা নিতে দেরি হয়। ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, তাঁরা ভেষজ ওষুধ, লালা, পাথর, উদ্ভিদের বীজ, গোবর ইত্যাদি আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বমি করানোর চেষ্টা করেন। এতে রোগীর অবস্থার কেবল অবনতি হয়।

সাপে কামড়ালে কী করবেন?

১. প্রথমত আক্রান্ত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করতে হবে। তাকে সাহস দিতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, কেবল ভয়ের কারণে সাপে কাটা অনেক রোগী মারা গেছে। যাকে বলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। মনে রাখতে হবে, নির্বিষ সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায় না, কিন্তু মানসিক আতঙ্কে মারা যেতে পারে। আবার এমনও হ'তে পারে, বিষধর সাপ শরীরে পর্যাপ্ত বিষ না-ও ঢুকিয়ে দিতে পারে। এ কারণে ভয় না পেয়ে যরূরী চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. আক্রান্ত স্থান সাবান দিয়ে আলতোভাবে ধুতে হবে। ভেজা কাপড় দিয়ে আলতোভাবে মুছতে হবে।

৩. আক্রান্ত অঙ্গ অবশ্যই স্থির রাখতে হবে। বেশী নড়াচড়া যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আক্রান্ত অঙ্গ ব্যান্ডেজের মাধ্যমে একটু চাপ দিয়ে পেঁচাতে হবে। ত্বকের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে, যেমন ঘড়ি, অলংকার, তাবিজ, এগুলো রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। সেগুলো খুলে ফেলতে হবে।

৪. কোন সাপ কামড় দিয়েছে, সেটা জানা যরূরী। কিছু লক্ষণ দেখলে সাপটি বিষধর কি না, বোঝা যায়। অনেক সময় কামড়ানোর পরে আশপাশের মানুষ সাপটিকে মেরে ফেলে। সে ক্ষেত্রে রোগীর সঙ্গে মরা সাপটিও হাসপাতালে নিয়ে আসা উচিত। কারণ একজন চিকিৎসক সাপের চেহারা দেখে বুঝতে পারেন, সেটি বিষধর কি-না। সাপটি মারা গেছে, সেটি নিশ্চিত হয়ে, তারপর সেটি হাত দিয়ে না ধরে লাঠি দিয়ে ধরে নিয়ে আসা উচিত। অনেক সময় আধমরা সাপ যিনি ধরে নিয়ে আসছেন তারও ক্ষতি করতে পারে।

৫. রোগীকে আধশোয়া অবস্থায় রাখা ভাল। রোগী শ্বাস না নিলে মুখ দিয়ে শ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে।

ফল ও সবজিতে রাসায়নিক পদার্থ : করণীয় কি?

চলছে ফলের মৌসুম। বাজারে সুস্বাদু রসালো ফলের সমাহার। কিন্তু ফল খেতে গিয়ে অনেকের মনে একটি ভয় কাজ করে, তা হলো ফরমালিন। অনেকে ফরমালিনের ভয়ে ফল খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছেন। শিশুদেরও ফল খাওয়াচ্ছেন না।

আসলে ফল বা শাকসবজি ফরমালিন দিয়ে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না। এরপরও ফল ও শাকসবজিতে ফরমালিন আছে সন্দেহ হলেও খেতে পারবেন। তবে খাওয়ার আগে ভালোভাবে ফল ও সবজি ধুয়ে নিতে হবে। ফরমালডিহাইড পানিতে দ্রবণীয়; তাই ভালো করে ধুয়ে নিলে ফরমালিন দূর হয়ে যায়।

আবার ফল পাকাতে যেসব উপাদান (যেমন কার্বাইড) ব্যবহৃত হয়, তা সরাসরি খেলে ক্ষতিকর। কার্বাইড এসিটিলিন গ্যাস নির্গমনের মাধ্যমে একটা গরম পরিবেশ তৈরি করে; যাতে ফলের ভেতর ইথিলিন তৈরি হয় এবং ফল পেকে যায়। এ কার্বাইডের সঙ্গে ফলের সংস্পর্শ ঘটে না। তবে ফলের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। কৃত্রিমভাবে পাকানো ফলের পুষ্টিগুণ নির্ভর করে ফলের পরিপক্বতার ওপর। যদি পরিপক্ব ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকানো হয়, সেটির পুষ্টিগুণ প্রাকৃতিকভাবে পাকা ফলের কাছাকাছি হবে। কিন্তু যদি অপরিপক্ব হয়, তবে পুষ্টিগুণ অবশ্যই কমবে।

অনেক সময় বিক্রেতারা শাকসবজি রঙিন পানিতে ডুবিয়ে দোকানে সাজিয়ে রাখেন। এগুলো ফরমালিন নয়, রং। এটি শাকসবজি সংরক্ষণে নয়, আরও রঙিন দেখাতে ব্যবহার করা হয়। অনেকে খুব সস্তা রং ব্যবহার করেন, যা অবশ্যই স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। তাই এসব রংমিশ্রিত শাকসবজি খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

সতর্কতা

- অপরিপক্ব ফল কৃত্রিম উপায়ে পাকালে খাবেন না।
- আম, কলা, পেঁপে- এগুলো খাওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নিন। এরপর খোসা ফেলে দিলেই নিরাপদ হয়ে যাবে।
- দু'তিন রকম ফল একসঙ্গে খাবেন না। এতে পেটে গ্যাস হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
- কিডনি, ডায়াবেটিসের রোগী ফল খাওয়ার ব্যাপারে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেবেন।
- ফল কখনো ব্লেন্ড করে খাবেন না। ব্লেন্ড করলে ফলের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

॥ সংকলিত ॥

লক্ষ্যহীন জীবনের প্রতি

*-মূল : মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম**

একদা বিমানে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আমার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি নিজেকে সঊদী আরবের একটি বড় কোম্পানির উপদেষ্টা হিসাবে পরিচয় দিলেন। পরিচিত হওয়ার সময় আমি তার শৈশব সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আমি তোমাকে আমার দুই ছেলের গল্প শোনাব। এরপর তিনি যে গল্প বললেন তা সত্যিই চমৎকার।

ভদ্রলোকের দু'টি ছেলে আছে। তারা মাধ্যমিকে পড়ার সময় একদিন তিনি খেয়াল করলেন, পড়ালেখায় তাদের আগ্রহ কম। তাই তিনি তাদের উৎসাহিত করতে একটি মজার পরিকল্পনা করলেন। তিনি জানতেন গাড়ির প্রতি দু'ভাইয়ের প্রচণ্ড দুর্বলতা। তারা মোবাইলে গাড়ি চালনার গেমস খেলে। রাস্তায় বের হ'লে কোন্ গাড়ি বেশী সুন্দর, কার কি গাড়ি পসন্দ তা নিয়ে কথাবার্তা বলে। তাই তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তারা বড় হয়ে কোন্ গাড়ি কিনতে চায়? দু'জনে একসাথে বলল, ফেরারি! তিনি তাদের বললেন, তাহ'লে চল! আমরা এখন গিয়ে গাড়ি দেখে আসি? তোমাদের কোন ফেরারি পসন্দ? বাবার কথা শুনে দুই কিশোর আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

সেদিন তাদের বাবা আসলে তাদের একটি ফেরারি গাড়ির শো-রুমে নিয়ে গেলেন। অতি উৎসাহের সাথে দু'ভাই শো-রুমে প্রবেশ করল। সেলসম্যান তাদের অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, স্যার! কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি? বাবা উত্তর দিলেন, আমার দুই ছেলে ফেরারি গাড়ি কিনতে চায়। বাবা বলেছিলেন যে, তিনি সেদিন ভাগ্যবান ছিলেন। কারণ বিক্রেতা তার বার্তাটি বুঝতে পেরেছিল এবং তার ছেলেদের সাথে এমন আচরণ করেছিল যেন তারা সত্যিই ক্রেতা।

সেলসম্যান জিজ্ঞেস করল, তাদের কি ধরনের গাড়ি পসন্দ? এরপর ঘুরে ঘুরে তাদের গাড়ি দেখাল, যাতে তারা পসন্দ মতো গাড়িটি খুঁজে নিতে পারে। দু'ছেলে শো-রুমে থাকা গাড়িগুলোর মধ্যে একটি লাল গাড়ি পসন্দ করল। তারা গভীর আবেগ নিয়ে গাড়ির চারপাশে ঘুরে ছুঁয়ে দেখল। তারপর সেলসম্যান চাবি নিয়ে এসে গাড়িটি খুলে তাদের গাড়ির ভিতরে দেখার প্রস্তাব দিল। সীমাহীন আনন্দে তারা গাড়িতে উঠে বসল। তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তারা তাদের স্বপ্নের ফেরারি গাড়িতে উঠেছে। তারা একবার পিছনে আরেকবার সামনে বসে দেখল। পালাবদল করে দু'ভাই একবার করে ড্রাইভিং সিটেও বসল। আর এমন ভাব করল যেন তারা সত্যিই গাড়ি চালাচ্ছে।

তাদের বাবা বসে শো-রুমের ম্যানেজারের সাথে কথা বলছিলেন। দেখা শেষ করে তারা বাবাকে জানাল। বাবা তখন ম্যানেজারকে গাড়িটির দাম জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে এটাও জিজ্ঞেস করলেন যে, কিস্তিতে গাড়ি কিনতে চাইলে মাসিক কিস্তি কত হবে? বাবা তার দুই সন্তানের হাতে দু'টি কাগজের টুকরো দিয়ে এই তথ্যগুলো তাতে লিখে রাখতে বললেন। তারপর তারা বিক্রেতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িতে ফিরে আসল।

ভদ্রলোকের দু'ছেলের জন্য এটি একটি অবিস্মরণীয় দিন ছিল। বাড়ি ফিরে তারা সারাক্ষণ যে গাড়িটা দেখল সেটা নিয়ে কথা বলছিল। তাদের বাবা তখন তাদের সাথে কথা বলতে বসলেন। তিনি তাদের বুঝালেন, যদি তারা বড় হয়ে গাড়িটি কিনতে চায়, তাহ'লে তাদের অবশ্যই একটি উচ্চ বেতনের মর্যাদাপূর্ণ চাকরি করতে হবে। যাতে তারা নির্ধারিত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে পারে। এরপর তারা আলোচনা করে যারা ফেরারি কিনতে চায় তাদের মাসিক বেতন কমপক্ষে কত হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করল।

পরদিন বাবা তার দুই ছেলেকে নিয়ে শহরের পাবলিক লাইব্রেরিতে গেলেন। সেখানে তারা ব্রিটেনে বিভিন্ন চাকরির গড় আয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করল। তারা তালিকা থেকে ঐ সমস্ত চাকরি বাদ দিল যেগুলোর বেতন তাদের গত রাতে আলোচনায় নির্ধারিত বেতনের চেয়ে কম। শেষ পর্যন্ত তাদের তালিকায় মাত্র কয়েকটি চাকরি বাকী থাকল। বাবা তাদের বুঝিয়ে বললেন, স্বপ্নের গাড়ি কিনতে হ'লে এই চাকরিগুলোর মধ্যে একটি তাদের নিশ্চিত করতে হবে। তখন দু'জন তাদের পসন্দের চাকরি বেছে নিল।

তারপর লাইব্রেরিতে লব্ধ তথ্য ব্যবহার করে তারা নির্ধারণ করল কিভাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাওয়া যাবে। যে কেউ এই কাজ পেতে চাইলে কি কি সার্টিফিকেট প্রয়োজন এবং কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করলে এটি পাওয়া সহজ হবে সব তারা বের করল। তারপর তারা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির একটি তালিকা তৈরি করল। এরপর তারা এসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিয়ে গবেষণা করে আরেকটি তালিকায় সব রেকর্ড করল। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ তারা বাড়ি ফিরল।

রাতে তাদের বাবা তাদের সাথে বসে পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি প্রথমে তাদের স্বপ্নটাকে উৎসাহিত করলেন। তারপর তিনি তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে কয়েকটি ধাপে বিভক্ত করলেন। তিনি বললেন, প্রথম যে পদক্ষেপটি তাদের নিতে হবে তা হ'ল এখন পড়াশোনায় গভীর মনোযোগী হওয়া এবং পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ফলাফল করা, যা তাদের কাঙ্ক্ষিত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সহায়তা করবে।

এই দীর্ঘ ঘটনার ফলাফল কি ছিল? তাদের বাবা আমাকে বলেছিলেন যে, তার দুই ছেলে সেদিন থেকে তাদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগী হয়ে গেল। তারা নিজেরাই তাদের পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজের জন্য একটি রুটিন তৈরি করল। সেখান থেকে সকল অপ্রয়োজনীয় কাজ যেমন,

* *শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

টিভি দেখা, গেমস খেলা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি বাদ দিল। এমনকি খাওয়া-দাওয়া, পারিবারিক গল্প-গুজব ও ঘুমের সময় কমিয়ে দিল। তিনি শুধু মাঝে মাঝে তাদের বড় স্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দিতেন ও তাদের উৎসাহিত করতেন।

কয়েক বছর পর তারা সত্যিই তাদের পড়াশোনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ল। তারা তাদের বেছে নেওয়া সেক্টরে তাদের কর্মজীবনও শুরু করল। এখন তাদের একজন বিখ্যাত চেইন রেস্টুরেন্টের ব্রিটিশ শাখার ম্যানেজার। আর অন্যজন মধ্যপ্রাচ্যে একটি বড় কোম্পানিতে মর্যাদাপূর্ণ চাকরি করছে।

আমার সহযাত্রী তার গল্প শেষ করার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি যা চেয়েছিল তা অর্জন করতে পেরেছে? মানে তারা কি ফেরারি গাড়ি কিনেছে? তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বড় ছেলে একটি পোর্শে কিনেছে। সে এখন ফেরারির চেয়ে এটি বেশি পসন্দ করে। যদিও ছোট ছেলে এখনও ফেরারি পসন্দ করে এবং সে শীঘ্রই এটি কিনবে।

গল্পটিতে অভিভাবকদের জন্য সন্তানকে উৎসাহিত করার একটি শিক্ষা রয়েছে। যদিও এটি দুনিয়াকেন্দ্রিক। তবে মুমিনের লক্ষ্য হ'তে হবে আখেরাত। মুমিন আখেরাতের লক্ষ্যেই দুনিয়া অর্জন করবে। আখেরাতের জন্য দুনিয়া করলে সে দুনিয়া-আখেরাত দু'টিই পাবে। কিন্তু দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করলে দুনিয়ার হারাবে, আখেরাতও হারাবে। তবে সামগ্রিকভাবে গল্পটি থেকে সন্তানকে স্বপ্ন দেখানো এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রমের শিক্ষা লাভ করা যায়

আমাদের উচিত সন্তানদের পসন্দ ও ভালো লাগার বিষয় সম্পর্কে জানা। প্রথমত তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া এবং তাকে সে লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব বুঝানো। তারপর সেটি অর্জনের জন্য সঠিক পথ নির্ধারণ করা ও বারবার উৎসাহিত করা। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ চান যে তার ছেলে ডাক্তার হোক তাহ'লে তাকে শুধু বইয়ে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব মুখস্থ করালে হবে না। বরং তাকে ডাক্তারদের জীবন যাপন ও সুযোগ-সুবিধা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ করে দিতে হবে।

যদি কেউ চান যে তার সন্তান দাঈ ইলাল্লাহ হোক, তাহ'লে অবশ্যই তাকে দাঈর সম্মান ও মর্যাদা উপলব্ধি করাতে হবে। তাকে বলা যেতে পারে, কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয়? তার উত্তর হ'তে পারে, একটি দামী গাড়ি বা একটি সুন্দর বাড়ি অথবা এক কোটি টাকা। প্রতিউত্তরে বলা যেতে পারে, আরবের লোকদের নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় সম্পদ ছিল অতি মূল্যবান লাল উট। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, 'তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চেয়ে উত্তম হবে' (*মুসলিম হা/২৪০৬*)। তুমি যদি আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে দাওয়াত দাও, আর তোমার মাধ্যমে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য একটি গাড়ি বা কোটি টাকার চেয়ে বেশী উপকারী হ'তে পারে।

অথবা এভাবে বলা যেতে পারে, তুমি একটি গাড়ি কতদিন চড়তে পারবে? দশ বছর বা পনের বছর। তারপর সেটি পুরনো হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি এক কোটি টাকায় কি কি কিনতে পারবে? আর সেগুলো তোমার কতদিন কাজে আসবে? মৃত্যুর আগ পর্যন্ত! কিন্তু তুমি যদি সুন্দর আমল কর, আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহ্বান কর আর সেজন্য অনেক জ্ঞান অর্জন কর, তাহ'লে তুমি জান্নাতে যেতে পারবে। সেখানে তুমি চাইলে প্রতিদিন নতুন নতুন গাড়ি চড়তে পারবে। তোমার কল্পনার চেয়ে সুন্দর ও বিশাল বাড়ি পাবে। তোমার যা ইচ্ছা সবই তুমি পাবে।

মোদ্দাকথা, আপনার সন্তানকে শুধু মুখস্থ করিয়ে বা আপনার একটি ইচ্ছা চাপিয়ে দিয়ে সে উদ্দেশ্যে ছুটতে বাধ্য করবেন না। এতে সে অনুপ্রাণিত হয় না, বরং কখনো কখনো এটিকে নিজের উপর বোঝা মনে করে। তাদেরকে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করুন। তাদের সামনে একজন রোল মডেল উপস্থাপন করুন। তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ দেখিয়ে দিন এবং মাঝে মাঝে লক্ষ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। তাহ'লে একদিন সে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাবে ইনশাআল্লাহ।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
মেডিপ্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ (জমজম হাসপাতালের পার্শ্বে),
কাজীহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩ মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

কবিতা

ধাবমান ঘোড়া

(সূরা 'আদিয়াত-এর ভাবানুবাদ)

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

শপথ সে ঘোড়ার যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়
ক্ষুরাঘাতে তারা আগুনের ফুলকি ঝরায়।
প্রভাতে চালায় অভিযান শত্রু শিবিরে
ধূলিঝড়ে ঢুকে পড়ে শত্রুর গৃহাভ্যন্তরে।
তছনছ করে সব শত্রু করে পরাজয়
অশ্বদের পদাঘাতে আসে মহান বিজয়।
মানুষ বড়ই কৃতঘ্ন বিপদ চলে গেলে
আল্লাহকে ভুলে যায় সুখ ও সম্পদ পেলে।
নিশ্চিত এ বিষয়ে অবশ্যই সে অবহিত
সম্পদের মোহে সে অতি বেশীই মদমত্ত।
কবরবাসী সেদিন সবাই হবে জীবিত
লুক্কায়িত মনের কথা সব হবে প্রকাশিত।
সবার আমলনামা সেদিন হবে উন্মুক্ত
মুমিন পাবে ডান হাতে আনন্দে হবে সিক্ত।
কাফের ও মুশরিক যারা আছে অগণিত
নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে হবে নিক্ষিপ্ত।

রক্ত মাখা ফিলিস্তীন

-মুহাম্মাদ রুবেল হোসাইন
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

আর কতদিন থাকব বসে শুধাতে হবে ঋণ,
আমার ভাইয়ের রক্ত দিয়ে ভেসেছে ফিলিস্তীন।
নারী বৃদ্ধ শিশু জোয়ান মৃত্যুর হাহাকার,
লাশের গন্ধে আকাশ ভারি বেড়েছে অত্যাচার।
চারদিকে ঐ শকুনের দল জাহান্নামের খড়ি,
খামছে ধরেছে মানচিত্র রক্তে গড়াগড়ি।
সব দেখে চুপ পশ্চিমারা কাফের-বেঈমান,
ভেঙ্গে পড়েছে মানবাধিকার ঝরছে তাজা প্রাণ।
মুখ বন্ধ এরদোগানের ব্যর্থ ওআইসি,
ব্যর্থ সকল মুসলিম দেশ নতজানু, ছি!
দোর খুলে দাও, ভেঙ্গেচুরে দাও হুঙ্কার আরেকবার,
স্বাধীন কর ফিলিস্তীনকে গর্জে হাতিয়ার।

বোকার সংজ্ঞা

-জুনায়েদ মুনীর, ঢাকা।

জানেন কারা বোকা?
যারা দুর্নীতি আর লুটপাটেতে করছে বাজেট ফাঁকা।
মারছে দেশের জনগণের লক্ষ-কোটি টাকা
কিনছে তাতে জমি-জিরাত তুলছে বাড়ী পাকা।
ভরছে তারা ব্যাংক-ভল্টে সোনার বারের চাকা
আনছে গাড়ি নিউ মডেলের করে শো-রুম ফাঁকা
তারাই আসলে বোকা!!
যদিও তারা করছে মনে বুদ্ধি তাদের অনেক
তার মেধাতেই বাড়ছে টাকা লাফিয়ে ক্ষণেক ক্ষণেক।
ভাগ দিয়েছে সেই টাকাতে বাল-বাচ্চার নামে
বিবির নামে জমির দলীল ভরছে খামে খামে।
স্বপ্ন তাদের করবে আরাম শেষ বয়সের দিকে
পারবে না কেউ ছুঁতে তাদের টিকির নাগালটিকে।
কিন্তু তারা যাচ্ছে ভুলে হারাম পথের টাকা
কবরে তারা পড়বে ধরা যতই রাখুক ঢাকা।
কোটি টাকা অনেক হ'লেও হয় যদি তা হারাম
পাবে না সে হালাল পথের এক টাকারও আরাম।
মান-সম্মান ইযযতে দেখবে ভাটার টান
ইউটিউব আর ফেইসবুকেতে ছড়াবে বদনাম।
এই দুনিয়ায় পার পেলেও শেষ বিচারের ক্ষণে
ঠিকই সবে পড়বে ধরা হিসাব দিবার দিনে।
তবে আশা আছে নাজাত লাভের আসবে যারা ফিরে
তওবা করে হারাম আয়ের রাস্তাটাকে ছেড়ে।
রব যে তাদের দিচ্ছে সুযোগ মরার আগে ফেরার
তবেই তারা পারবে ঝেড়ে বোকার লেবাস ছাড়ার।

দুনিয়ার পাগল

-আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, তাহেরপুর, রাজশাহী।

আসল রূপের দেখরে শোভা জ্ঞানের চক্ষু খুলে,
সারা জনম দেখলিরে তুই দু'টি আঁখি মেলে।
রঙ্গ-রূপের নাইকো সীমা দেখে গেলি ভুলে,
স্বাদে-গন্ধে পাগল হলি কি ছিল তার মূলে।
অজ্ঞতা তোর অন্ধকারে রাখে পলে পলে,
আসল রূপের দেখরে শোভা জ্ঞানের চক্ষু খুলে।
দেখরে ভেবে শেষ নবী কেন সত্য কথা বলেন
আল-আমীনের উপাধি তিনি কেমন করে পেলেন।
অত্যাচারের শত গ্লানি বুকে পেতে নিলেন,
ক্ষমা করে শ্রেষ্ঠ হ'লেন মহান আল্লাহ বলেন।
মাটির দেহ ছেড়ে পাখী যাবে যখন চলে,
অন্ধকারে পড়তে হবে, থাকতে হবে ভূ-তলে।
প্রাণপাখী তোর আল্লাহ্র কাছে কেঁদে কেঁদে বলে,
করব না ভুল জনমে আর দেহখানা ফিরে পেলে।
আল্লাহ তখন বলবেন শুনে, কেন ছিলি ভুলে?
ছিল কি অভাব কিছু জগতের ঐ কুলে।
ভোগের নেশায় জগত মাঝে ছিলে মায়াজালে,
কর্মফলে ভুগতে হবে বাঁচবি না তো কোনই ছলে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

-মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
এম. এ. গালিব স্টোর, দিনাজপুর

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
তোমার তুলনীয় প্রতিষ্ঠান কেবল তুমিই।
তোমার উদ্দেশ্য হ'ল অহি-র জ্ঞান বিতরণ
মেনে চলছে বাংলার সব সচেতন মুসলমান।
ছাত্র-ছাত্রীদের সযত্নে করা হয় পাঠদান
দেশ-বিদেশে গিয়ে এরা আনছে বয়ে সুনাম।
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
তোমার সুনাম ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাপী।
আছে সেথায় যোগ্য ও অভিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ
যারা সদা দেয় সুপরামর্শ দেখায় সুপথ।
শিক্ষার্থীরা যেন হ'তে পারে দ্বীনদার-পরহেযগার
কথা-কাজে মিল যেন থাকে সদা সকলের।
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
তোমার সুভাষ ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী।

স্বদেশ

সর্বস্তরে দুর্নীতির ভয়াবহ ছোবল : সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির মধ্যেই নীতিহীন কর্মকাণ্ড

গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে দুর্নীতির খবরই প্রাধান্য পাচ্ছে। একের পর এক সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে পিয়ন, ড্রাইভার সবার অবাক করা দুর্নীতির খবর জানা যাচ্ছে। দুর্নীতি এখন দেশে এক নম্বর সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দেশে যে পরিমাণ উন্নয়ন হচ্ছে তা দুর্নীতির কালো আঁধারে ঢেকে যাচ্ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স ঘোষণা করলেও কোনক্রমেই থামছে না নীতিহীন কর্মকাণ্ড। একের পর এক তদন্ত কমিটি হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার আগেই আরেকটি দুর্নীতি আগের ঘটনাকে ম্লান করে দিচ্ছে। আজিজ, বেনজীর, আসাদুজ্জামান, মতিউর, ফয়সাল ও শামসুযযোহা-এভাবে একের পর এক নাম আসছে সামনে। আলোচনায় আছে পিএসসি ও বিসিএস সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কোটি কোটি টাকা আয় করা ১৭জন গ্রেফতারের খবর। খোদ প্রধানমন্ত্রী নিঃসংকোচে নিজ পিয়নের ৪০০ কোটি টাকার মালিক হওয়ার খবর প্রকাশ করেছেন!

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে তা দেশে বিশাল দুর্নীতির হিমশৈলের সামান্য অংশ মাত্র। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, ২০২৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় এক হাযারের অধিক কর্মকর্তার নামে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১০ জন সহকারী সচিব, ৮ জন জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব, ৭ জন উপ-সচিব, একজন যুগ্ম সচিব ও একজন অতিরিক্ত সচিবের অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় প্রজ্ঞাপন জারী করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন যেলার অনেক ডিসি-এসপিরাও রয়েছে তদন্তের তালিকায়।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, যে হারে লাগামহীনভাবে বড় বড় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতি করছেন, আমরা কি করব? আমরা অসহায়। অনেক সরকারী কর্মকর্তা আছেন, তারা অসহায়। কারণ এখানে ৯০ শতাংশ লোকই দুর্নীতিগ্রস্ত। ১০ থেকে ১৫ শতাংশ লোক ভালো থেকে কি করবেন? ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, দুর্নীতি সরকারের সব অর্জন ম্লান করে দিচ্ছে। তাই সরকারী কর্মচারীরা যাতে দুর্নীতিতে না জড়ান, সেজন্য আইন আরও কঠোর করতে পরামর্শ দেন তিনি।

বার্লিনভিত্তিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-২০২৩ সালে দুর্নীতির যে ধারণাসূচক প্রকাশ করেছে, সেখানে আগের বছরের তুলনায় দুই ধাপ নীচে নেমে গেছে বাংলাদেশ। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে বলে জানাচ্ছে দুর্নীতিবিরোধী এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর গবেষণা মতে, দেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হ'ল- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। তাদের কাছে সেবা নিতে গিয়ে দেশের ৭৪ শতাংশেরও অধিক সংখ্যক পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি পাওয়া গেছে পাসপোর্ট অধিদফতর এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কার্যালয়ে। সেবা নিতে গিয়ে পাসপোর্ট অধিদফতরে ৭০.৫ শতাংশ এবং বিআরটিএ কার্যালয়ে ৬৮.৩ শতাংশ পরিবারকে বাধ্য হয়ে ঘুষ দিতে হয়েছে। এছাড়া বিচারিক সেবাখাতে ৫৬.৮ শতাংশ, সরকারী স্বাস্থ্য সেবায় ৪৮.৭ শতাংশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৪৬.৬ শতাংশ এবং ভূমি সেবায় ৪৬.৩ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

দুদকের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমূদ বলেছেন, ব্যবস্থাপনায় গলদ থাকাই দুর্নীতি বৃদ্ধির বড় কারণ। দুর্নীতি কমাতে 'শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে মনে করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারূন।

তিনি বলেন, আসলে সরকারের এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে এখন শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতি নেই। আর এই দুর্নীতিগ্রস্তরা পদের কারণে যেমন ক্ষমতাবান, তেমনি তাদের রাজনৈতিকভাবে সহায়তা দেয়া হয়। সংসদে বেনজীর, মতিউরদের দুর্নীতির প্রতিবাদের চেয়ে তাদের পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়েছে বেশী। আর কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে এই দুর্নীতিকে সহায়তা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে তুমি দুর্নীতি করো সমস্যা নেই। পরে ১০ শতাংশ কর দিয়ে সাদা করে নিয়ো।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলো এখন সরকারের পুলিশ, প্রশাসন, এনবিআরসহ বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতি। আমাদের পর্যবেক্ষণে এর বিস্তৃতি অনেক বেশী। যা প্রকাশ পাচ্ছে তা ঘটে যাওয়া শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতির সামান্য অংশ। তিনি বলেন, এনবিআরের মতিউর রহমান যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন এই একটি মামলার সঠিক তদন্ত করলেই দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তার বুঝা যাবে। সাধারণভাবেই বোঝা যায় যে তিনি কর ফাঁকির অবৈধ সুযোগ দিয়ে দুর্নীতি করেছেন। এটা তার একার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। তার সঙ্গে আরো অনেকে আছেন। তারপর তিনি কত টাকার বিনিময়ে কত কর ছাড়ের অবৈধ সুবিধা দিয়েছেন। সেটা তার দুর্নীতির অর্থের চেয়ে বহুগুণ বেশী হবে। তাহ'লে রাষ্ট্র কত টাকার কর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার কারা এই কর ফাঁকি দিয়েছেন। এই সব মিলিয়ে যদি চেইনটি চিন্তা করেন তাহ'লে এটা যে কতদূর বিস্তৃত তা বুঝা সম্ভব হবে'।

পুলিশ বাহিনীর উজ্জ্বল নক্ষত্র অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি নাজিবুর রহমান

পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি নাজিবুর রহমান। তিনি ২০১৮ সালে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমাদ ও ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়াঁর সাথে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ধার্মিক, সৎ, নীতিবান, দক্ষ ও নির্ভীক কর্মকর্তা হিসাবে সুনামের সাথে পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্বপালন করে ২০২১ সালে পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর থাকা অবস্থায় অবসরে যান।

নযীরবিহীন দুর্নীতির মাধ্যমে রক্ষকদের ভক্ষক হয়ে ওঠার খবরে আইন-শৃংখলা বাহিনী সহ দেশবাসী যখন দারুণভাবে বিব্রত, ঠিক তখনই নাজিবুর রহমানের মত কর্মকর্তারা সমগ্র পুলিশ বাহিনীর জন্য অনুকরণীয় হয়ে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। পুলিশের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে তার ন্যায়পরায়ণতার নানান ঘটনা।

বান্দরবান যেলার এসপি থাকার সময় তার বাটিতে অন্যদের চাইতে দু'টুকরা গোশত বেশী দেওয়াতে তিনি সেটি বাবুর্চীকে ফেরত দেন। পুলিশ লাইনের নারিকেল গাছের সমস্ত নারিকেল পেড়ে বিক্রি করে পুরো টাকা তিনি সরকারী কোষাগারে জমা দেন।

নিজের জন্য দু'টি নেন বাজার মূল্য পরিশোধ করে। সরকার প্রদত্ত গাড়ি কখনোই ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না। বলতেন সরকার গাড়ি দিয়েছে সরকারী কাজ করার জন্য, ব্যক্তিগত কাজের জন্য নয়। ছুটিতে বাড়ি যেতেন, সরকারী কোন প্রটোকল নিতেন না। বরং বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সিএনজিতে যেতেন। পাবলিক পরিবহন ব্যবহার করতেন। নিজের একটা করোলা গাড়ি ছিল। নিজেই ড্রাইভ করতেন। নিজের আপ্যায়ন ভাতা ও সোর্স মানি সকলের মধ্যে বিলি করে দিতেন। রাজশাহী সারদা পুলিশ একাডেমীর প্রিন্সিপাল থাকা অবস্থায় একাডেমীর সব ফল-মূল ও পুকুরের মাছ কনস্টেবল থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত সমহারে বণ্টন করে দিতেন।

তিনি বলতেন, পুলিশ হ'ল মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্বশীল। তাই পুলিশিং হ'ল শ্রেষ্ঠ পেশা। তারা কোন কিছুর বিচার করে না, তবে বিচারের খুঁটি হিসাবে কাজ করে। তিনি বলতেন, পুলিশ জনগণের সেবক। দায়িত্ব পালনকালে কোন ক্রমেই যেন মানবাধিকার লজ্জিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি বলতেন, আমি কলমের খোঁচায় ১৮ কোটি মানুষের সম্পদ চুরি করতে পারি। আমি তা করতে পারব যখন মনে হবে যে আমার মৃত্যু হবে না! কিন্তআমাকে তো মরতেই হবে। কাজেই আমি সেটা করতে পারি না'।

[ধন্যবাদ ও প্রাণঢালা দো'আ রইল পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপি নাজিবুর রহমানের জন্য। আল্লাহ তাকে ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত করুন (স.স.)]

ভারতকে রেল ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশ কি পাবে?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে সম্প্রতি যে ১০টি সমঝোতা স্মারকে সই হয়েছে, সেগুলোর একটি হচ্ছে রেল ট্রানজিট। এটি বাস্তবায়ন হ'লে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করে রেলযোগে দেশের এক অংশ থেকে আরেক অংশে সরাসরি নিজেদের পণ্য পরিবহনের সুবিধা পাবে ভারত।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো থেকে পণ্য ও মালামাল আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হয় ভারতকে। মাঝখানে বাংলাদেশ থাকায় দেশের অন্য অংশের সাথে রাজ্যগুলোর পণ্য পরিবহন বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সেই কারণেই বাংলাদেশের কাছে পণ্য ট্রানজিট সুবিধা চেয়ে আসছিল ভারত। কয়েক বছর আগে ট্রানজিট দেয়া হ'লেও নতুন চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারত এখন সরাসরি নিজেদের পণ্য ও মালামাল পরিবহনের সুবিধা পাবে।

কিন্তু ভারতকে এই ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশ কি পাবে? ভারত বা বাংলাদেশ কোন সরকারের পক্ষ থেকে নতুন ট্রানজিট চুক্তি শর্ত, মাশুল, অর্থায়ন কিংবা অন্য কোন বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকর্তারাও বলতে রাজি নন।

তবে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য এবং ট্রানজিটের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের লাভের বিষয়ে খুব একটা আশাবাদী হ'তে পারছেন না বিশ্লেষকরা। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেন, এযাবৎ যা অভিজ্ঞতা তাতে বলা যায় যে, নতুন এই চুক্তির বিনিময়ে বাংলাদেশ তেমন কিছু পাবে না।

২০১০ সালে ট্রানজিট চুক্তি সইয়ের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, বছরে প্রায় পাঁচ শ' মিলিয়ন ডলারের মতো লাভ হবে। কিন্তু পরে আদৌ কী কোন মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে? কারণ সব মিলিয়ে প্রতি টনে বাংলাদেশ মাশুল পায় মাত্র ৩০০ টাকার মতো।

তবে এব্যাপারে সিপিডির সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান আশা দিয়ে বলেন, অতীতে না পারলেও নতুন চুক্তির মাধ্যমে মাশুলের হার বাড়ানোর একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পণ্য আনা-নেয়ার সুযোগের ফলে আগের তুলনায় ভারতের পণ্য পরিবহন ব্যয় অনেক কমে আসবে। কাজেই তাদের যত টাকা সাশ্রয় হচ্ছে, সেটি বিবেচনায় নিয়ে একটি বেনিফিট শেয়ারিংয়ের ফর্মূলায় বাংলাদেশ যেতে পারে'। তিনি বলেন, নেপাল ও ভুটান যথাক্রমে ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের সাথে ট্রানজিট চুক্তি করেছিল। কিন্তু ভারতের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করার অনুমোদন না পাওয়ায় সেটি খুব একটা কার্যকর হয়নি। ভারতের কাছ থেকে সেই সুযোগ আদায়ের ক্ষেত্রেও নতুন এই চুক্তিটি একটি বার্গেনিং চিপ হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এছাড়া ট্রানজিট দেশের নিরাপত্তার জন্য কোন হুমকি হ'তে পারে কি-না সে ব্যাপারে তৌহিদ হোসেন বলছেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যেসব রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে অস্থিরতা বিরাজ করছে, সেসব অভিযানে ভারত হয়তো এই রেলপথ ব্যবহার করতে চাইবে। এসব রাজ্যে অতীতে ভারতীয় নিরাপত্তাকর্মীদের সাথে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সংঘাতও হ'তে দেখা গেছে। অন্যদিকে চীন-ভারত সীমান্তেও বিভিন্ন সময় সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হ'তে দেখা গেছে। এমন সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ভারত অবশ্যই এসব ট্রানজিট রুট ব্যবহার করতে চাইবে এবং সেটিই দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে ভারতে এ ধরনের ট্রানজিট দেয়ার বিষয়টি চীন কিভাবে নেয়, সেটির উপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এতদিন ভারত ও চীন উভয়ের সাথে একটা ব্যালান্স সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। এখন ভারতকে সরাসরি ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার বিষয়টি চীন যদি ভালোভাবে না নেয়, তাহ'লে অনেক কিছুই হ'তে পারে।

ভৈরবে গরীবদের জন্য মেহমানখানা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে গ্রামের গরীব-অসহায়দের জন্য মেহমানখানা খুলে বেশ সাড়া ফেলেছেন একঝাঁক তরুণ। সেখানে এলাকার দুই থেকে আড়াইশ' গরীব মানুষকে উন্নতমানের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার দুপুরে এই আয়োজন করা হয়। সেই মেহমানখানায় আগে থেকেই সম্মানের সঙ্গে দাওয়াত কার্ড পৌঁছে দেওয়া হয় মেহমানদের বাড়ি বাড়ি।

নির্ধারিত দিনে মেহমানরা হাযির হ'লে আয়োজক কর্মীরা অত্যন্ত যত্নের সাথে খাবার পরিবেশন করেন। একজন মেহমান যতক্ষণ খেতে পারেন, ততক্ষণ খাবার দেওয়া হয়। আর খাবারের তালিকায় কখনও থাকে ভাত-পোলাও, মাছ-সবজি, গরু-খাসি-মুরগির গোশত ও ডাল। কখনও বা বিরানী/তেহারী বা ভুনা-খিচুড়ী। সঙ্গে সালাদ। আবার কখনও পরিবেশিত হয় দুধ/দই।

দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় ধরে এমন নিয়মিত আয়োজন করে আসছেন উপজেলার কালিকাপ্রসাদ ইউনিয়নের ঝগড়ারচর গ্রামের একঝাঁক যুবক। এলাকার ব্যবসায়ী, প্রবাসী আর চাকরিজীবীদের কাছ থেকে নেওয়া আর্থিক সহায়তা আর নিজেদের শ্রমকে পুঁজি করে এমন মহতী আয়োজন করে আসছেন তারা। যা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

এই আয়োজনের অন্যতম উদ্যোক্তা কবির আহমদ ও শাকিল মিয়াঁ জানান, বর্তমানে বাজারদরের ঊর্ধ্বগতির কারণে সমাজের গরীব মানুষদের পক্ষে ভালো খাবার বিশেষ করে মাছ-গোশত কিনে খাওয়া কষ্টকর। সেই দিকটি বিবেচনা করে তারা এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

[ধন্যবাদ যুবকদের! আল্লাহ তাদের এই শুভ উদ্যোগ কবুল করুন। আমরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণদের প্রতি এমন উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানাই (স.স.)]

বিদেশ

জন্মহার বাড়াতে জনসংখ্যা মন্ত্রণালয় চালু করল দক্ষিণ কোরিয়া

নিম্ন জন্মহার ও বয়স্ক জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষিণ কোরিয়া 'জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়' চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। দেশটিতে জন্মহার কমে যাওয়া এবং বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় এটি দেশের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জুলাইয়ের মধ্যে সংশোধিত সরকারী সংস্থা আইন প্রস্তাব করে মন্ত্রণালয়টি চালু করা হবে। নতুন মন্ত্রণালয়টি চালু হওয়ার পর নিম্ন জন্মহার, বয়স্ক জনসংখ্যা, জনশক্তি এবং অভিবাসন বিষয়ক বিভিন্ন কৌশল ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন মন্ত্রণালয়টি চালু হওয়ার পর জনসংখ্যা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জন কর্মসূচি ও প্রচারণা বাড়াবে এবং ডেমোগ্রাফিক তথ্যের ওপর গবেষণা করবে।

স্ট্যাটিস্টিকস কোরিয়ার তথ্য মতে, ২০২২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ফার্টিলিটি হার বিশ্বে সবচেয়ে নীচে ছিল, যার হার ছিল ০.৭৮। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ সালে এই হার আরও কমে ০.৬৫-এ নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে।

[আল্লাহ্‌র বিধানের উপর হাত দেওয়ার চিন্তা ছাড়লেই আল্লাহ সবকিছুর ব্যবস্থা করবেন। তিনিই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও সবকিছুর কর্মবিধায়ক (স.স.)]

মুসলিম জাহান

কুরআনে শান্তি খুঁজছে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাযার নারীরা

অবিরাম ইস্রাঈলী হামলার ভয়াবহতায় জর্জরিত গাযার নারীরা এখন শান্তি খুঁজে নিচ্ছেন কুরআনের মধ্যে। উপর্যুপরি হামলা, প্রিয়জনদের মৃত্যু, বাস্তুচ্যুতি, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের জীবনকে করে তুলেছে অসহনীয়। এমন পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া নারীরা কুরআন তেলাওয়াত ও মুখস্থ করাকে বেছে নিয়েছেন আত্মিক শক্তির অবলম্বন হিসাবে।

গাযার ইসলামিক ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী শায়মা আবুলাত্তা (২০) কিংবা ইসলামী আইনে ডিগ্রিধারী ইমাম আসেমের (৩৪) এখন আর পড়াশোনা কিংবা কর্মজীবনের স্বপ্ন নেই। ৫০-৬০ জন করে প্রিয়জনকে হারিয়ে নিজেদের জীবনের নিরাপত্তাও খুঁজে পান না তারা।

এমন মর্মন্তুদ অবস্থায় শায়মা ও আসেমের মতো অনেক নারী সিদ্ধান্ত নেন কুরআন শিক্ষা দেওয়ার। মধ্য গাযার দেইর আল-ফালাহ এলাকায় একটি তাঁবু মসজিদ স্থাপন করে তারা শুরু করেছেন কুরআন শিক্ষাদান।

'যুদ্ধবিধ্বস্ত আমাদের হাতে আর কিছুই নেই। এমন অবস্থায় আমাদের শক্তি জোগাচ্ছে কেবল 'কুরআন'। আমরা যেকোন মুহূর্তে মারা যেতে পারি। এ অবস্থায় আমরা শেষ যে কাজটি করতে চাই, সেটি হ'ল কুরআন মুখস্থ করে মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত' বলেন শায়মা।

মসজিদের ফটকে কুরআনের একটি আয়াত লেখা আছে- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে'। বর্তমানে এই মসজিদে ৩ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে ৭০-৮০ বছর বয়সী নারীরাও কুরআন শিখতে আসছেন।

[ধন্যবাদ ঐসব নারীকে। আল্লাহ তাদের হেফাযত করুন এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন (স. স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

গন্ধ শুঁকে ক্যানসারের জীবাণু শনাক্ত করতে পারে মৌমাছি!

মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস শুঁকে ফুসফুসের ক্যানসারের জীবাণু শনাক্ত করতে পারে মৌমাছি। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, গবেষণাগারে ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিঃশ্বাসে থাকা ক্ষীণ গন্ধও মৌমাছি শনাক্ত করতে পেরেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির একদল বিজ্ঞানীর গবেষণায় বিষয়টি উঠে এসেছে। গবেষণা চলাকালে জীবন্ত মৌমাছির মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড যুক্ত করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, ভবিষ্যতে প্রাথমিকভাবে ক্যানসার শনাক্ত করার জন্য মৌমাছিকে জীবন্ত সেন্সর হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এদের ঘ্রাণশক্তি অত্যধিক শক্তিশালী। মৌমাছি যা করতে পারে, অন্য কোন যন্ত্র তা করতে পারে না।

মৌমাছির মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক সংকেত বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা দেখেছেন, প্রায় ৯৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই মৌমাছি মানুষের নিঃশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এর ফলে সুস্থ ব্যক্তি ও ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিঃশ্বাস আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে মৌমাছির মস্তিষ্ক। মৌমাছি শুধু ক্যানসারের গন্ধ নয়, বাতাসে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিও শনাক্ত করতে পারে। আর তাই ভবিষ্যতে মৌমাছির মাধ্যমে ক্যানসারের জীবাণু সহজেই শনাক্ত করা যাবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

[আল্লাহ যে কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেননি (আলে ইমরান ১৯১), এটি তার অন্যতম প্রমাণ। বিজ্ঞান এভাবেই যুগে যুগে কুরআনের সত্যকে উদ্ঘাটন করবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৪

সার্বিক জীবনে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হও!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

যেলা পরিষদ মিলনায়তন, রাজশাহী ১৩ই জুলাই শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত রাজশাহী যেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সূরা বাক্বারাহর ২০৮-১০ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই আমাদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হ'তে হবে। তাহ'লে অন্য কোন দিকে আর তাকাতে হবে না। ইসলামের মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র গাইড লাইনও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অথচ অন্য যুবকদের গাইড লাইন তাদের নেতা-নেত্রীর নির্দেশ। যা কখনো যুবকদের সঠিক পথ দেখাতে পারে না। 'যুবসংঘে'র একজন কর্মী সার্বিক জীবনে ইসলামের বিধান বাস্তবায়নকারী। যার প্রমাণ আমাদের বাস্তব জীবন। আগেকার দিনে আহলেহাদীছ-হানাফী, জোলা-চাষা ইত্যাদির বিভক্তি ছিল। এমনকি তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। আহলেহাদীছ যুবকরাই এর বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। ১৯৯৪ সালে ২৯শে জুলাই শুক্রবার ঢাকার মানিক মিয়াঁ এভেনিউতে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ আহুত মহা সমাবেশে ২০ লক্ষাধিক মানুষের সামনে আমাদের ২মি. ১০ সেকেণ্ডের ভাষণের সাথে সাথে সমস্বরে মুখরিত হয়ে উঠেছিল একটি শ্লোগান, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'। 'যুবসংঘে'র ছেলেরা তাই কখনো ঈমান বিক্রি করে হারাম পথে চাকুরী করবে না। কেননা তারা জানে তাদের রিযিকের মালিক আল্লাহ। আর হারাম ভক্ষণকারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

তিনি বলেন, পৃথিবীর সর্বত্র আজ ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত। যালেমের যুলুমে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সরকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠানগুলি যেন দুর্নীতিবাজদের নিরাপদ আখড়া। যা দেশের উন্নতির জন্য বড় হুমকি স্বরূপ। তাই সকলকে ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা পালন করতে হবে। আর যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তিনি সরকারী চাকুরীতে বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা বাতিল কিংবা সংস্কারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুর্রুল হুদা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া'র ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান (মেহেরপুর), 'যুবসংঘে'র-মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুল মতীন, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র সভাপতি ডা. শওকত হাসান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম প্রমুখ।

এতদ্ব্যতীত 'যুবসংঘ'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মুশতাক আহমাদ সারোয়ার, বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান, ঝিনাইদহ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ হোসাইন, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি হাফেয এনামুল হক, গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আল-ইমরান, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি সাইফুর রহমান, ফেনী যেলা সভাপতি ইমরান গাযী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রবীউল ইসলাম, রাজশাহী কলেজের সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ প্রমুখ। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ এবং 'যুবসংঘ'-এর কর্মী আবু সাঈদ (নারায়ণগঞ্জ)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), রাতুল আসলাম (রাজশাহী), আব্দুল মুন'ইম (সাতক্ষীরা), মাহফূযুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মহিদুল ইসলাম (গাইবান্ধা) ও মারকাযের হিফয বিভাগের ছাত্র আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর (জয়পুরহাট) ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ (সাতক্ষীরা)।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণও উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সম্মেলনের সভাপতি কর্তৃক মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে মাগরিবের প্রাক্কালে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

সম্মেলনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ পেশ করা হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে তা সমর্থন করেন।-

১. ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-

কলেজের সিলেবাস থেকে নতুন পরীক্ষাপদ্ধতি বাতিল করে বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষাবান্ধব পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে। ৩. মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার, জঙ্গীবাদ, চরমপন্থাসহ যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্মমন্ত্রণালয়ের অধীনে আহলেহাদীছসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সমন্বয়ে একটি 'ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করতে হবে।

৪. কোটা নয়, মেধা মূল্যায়নের মাধ্যমে সবাইকে সমানভাবে দেশ সেবার সুযোগ দিতে হবে। জাতীয় বাজেটে নির্দলীয়ভাবে সকল যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা প্রথা বাতিল করতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রেখে পৃথক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধের জন্য আলেমদের সমন্বয়ে সরকারীভাবে একটি 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ' বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে।

৭. অসাধু ব্যবসায়ী ও মওজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে।

৮. বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার অবাধ প্রসার বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে শহরে-গ্রামে যত্রতত্র মদ, জুয়া এবং লটারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. এই সম্মেলন আহলে কুরআন, কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ইসলামের নামে ভ্রান্ত ফের্কাসমূহ প্রতিরোধে সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

১০. এই সম্মেলন ইস্রাঈলের পাশবিক হামলার শিকার অসহায় ফিলিস্তীনী মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং ইস্রাঈলের অস্ত্রসরবরাহকারী যুক্তরাষ্ট্রসহ পশু শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারকে সকল বিশ্বফোরামে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছে। সর্বোপরি দখলদার ইস্রাঈলকে প্রতিরোধে আল্লাহ্‌র গায়েবী মদদ প্রার্থনা করছি।

সম্মেলনের অন্যান্য খবর :

কর্মী উপস্থিতি : দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে প্রায় দেড় হাযার কর্মী ও সুধী উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মূল অডিটোরিয়ামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাইরে চেয়ার ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা রাখা হয়।

স্টল সমূহ : সম্মেলনে সকাল ৯-টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত মিলনায়তনের বাইরে মূল গেইটের পশ্চিম পার্শ্বে 'আল-'আওন' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা ও নওদাপাড়া মারকায এলাকা কমিটির উদ্যোগে ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিং পরিচালনা করেন রাজশাহী-সদর যেলা 'আল-'আওনে'র অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, নওদাপাড়া মারকায এলাকা সভাপতি নাহিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুত্তালিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩ জন রক্তদাতা সদস্য বা 'ডোনার' তালিকাভুক্ত হন।

এছাড়াও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগঠন পরিচিতি বিষয়ক স্টল স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে বই, সংগঠনের পরিচিতি, গঠনতন্ত্র, শ্লোগান সম্বলিত গেঞ্জি, চাবির রিং, কলম ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়।

প্রকাশনা : বার্ষিক কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সাক্ষাৎকার এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক প্রবন্ধসহ ৩৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশিত হয়। যা যুবকদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে।

কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন : সম্মেলনে 'যুবসংঘে'র বার্ষিক কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ যেলা নির্বাচিত হয় দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি আলে-ইমরান (গাযীপুর-দক্ষিণ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক মুফীযুল ইসলাম (রংপুর-পশ্চিম), শ্রেষ্ঠ সংগঠক আব্দুল্লাহ আল-মামূন (গাইবান্ধা-পশ্চিম), সাইফুর রহমান (দিনাজপুর-পূর্ব), আবুল কাসেম (রাজশাহী-পশ্চিম) ও জসীমুদ্দীন (চট্টগ্রাম)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের চট্টগ্রাম সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন দাওয়াতী সফরে গত ৫ই জুলাই শুক্রবার চট্টগ্রাম পৌঁছেন। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয় উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে ও প্রচার সম্পাদক যেলার চন্দনাইশ থানার খোদারহাট এলাকার হানাফী হ'তে আহলেহাদীছ মসজিদে পরিণত হওয়া আযীযুর রহমান জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ আছর কেন্দ্রীয় মেহমানগণ যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

পরদিন ৬ই জুলাই বাদ যোহর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক যেলার সাতকানিয়া উপযেলাধীন আনু ফকীর জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা মুর্তাযা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপযেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশ বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ এহসানুল হককে সভাপতি ও আফতাব যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বাদ আছর তিনি লোহাগাড়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম কাদেরের সভাপতিত্বে যেলার লোহাগাড়া উপযেলাধীন আমীরাবাদে ইসলামিক দাওয়াহ সেন্টার উদ্বোধন করেন। অতঃপর বাদ এশা তিনি কক্সবাজার যেলার চকরিয়া উপযেলাধীন ভাঙ্গারমুখ ইসলামিক দাওয়াহ সেন্টার উদ্বোধন ও উপযেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি গঠন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশ যোগদান করেন। 'যুবসংঘে'র কর্মী মুহাম্মাদ আনোয়ার আযীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠান শেষে সৈয়দ হাসান সোহেলকে সভাপতি ও আনোয়ার আযীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠান সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমানের সাথে সফরসঙ্গী ছিলেন চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদী, সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর, সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আসিফুল ইসলাম ও পাহাড়তলী উপযেলার কর্ণেলহাট শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল আমীন যুবায়ের, কক্সবাজার যেলা সহ-সভাপতি আবুদাঊদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান প্রমুখ।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

৭ই জুন শুক্রবার কুমিল্লা : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল ও

কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রূহুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

২৯শে জুন শনিবার সোনাতলা, বগুড়া : অদ্য বাদ আছর যেলার সোনাতলা উপযেলাধীন সোনাতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, যেলা 'ওলামা ও ইমাম পরিষদে'র সভাপতি মাওলানা তাওহীদুল ইসলাম, অত্র মসজিদের সভাপতি শাহাজুল ইসলাম গাযী প্রমুখ।

মাসিক ইজতেমা

৬ই জুন শনিবার নওদাপাড়া, শাহ মখদুম, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন কাসিমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর পশ্চিম উপযেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আল-মামূন।

দুর্গত এলাকায় কুরবানীর গোশত বিতরণ

১৮ই জুন মঙ্গলবার ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা : গত ১৮ই জুন মঙ্গলবার ঈদুল আযহার পরের দিন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর নির্দেশে ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা যেলার বিভিন্ন স্থানের দুর্গত মানুষের মাঝে ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কুরবানীর গোশত বিতরণ করা হয়। উক্ত স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে ভোলা সদর, বোরহানুদ্দীন, চরফ্যাশন, পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী, চরমোমতায, মিটার বাজার, বাইলাবুনিয়া, চরবিশ্বাস, ৫, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড, আণ্ডারচর, আলেকাণ্ডা, আদর্শগ্রাম এবং বরগুনা যেলার সদরের ডি.কে.পি রোড, কদমতলা, বধু ঠাকুরাণী ও আমতলী উপযেলার চৌরাস্তা। ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের নেতৃত্বে উক্ত ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম, ঢাকা-দক্ষিণ যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক অলী হাসান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান, কর্মী মুহাম্মাদ ইলিয়াস হোসাইন ও মুহাম্মাদ নাঈম, ঢাকা-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুহাম্মাদ, পটুয়াখালী যেলার সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-ফারূক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, কর্মী মুহাম্মাদ ছাকিব ও ছাব্বীর, বরগুনা যেলার সভাপতি অধ্যাপক ফকীর নূরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লা প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সফরের অংশ হিসাবে ঈদের চারদিন পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার একটি প্রতিনিধি টিম পাঠানো হয়। এতে সার্বিক সহযোগিতা করেন চরফ্যাশন, ভোলার মুহাম্মাদ সারোয়ার হোসাইন ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান। তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এসব স্থানে প্রতিনিধি টিম গঠন করা হয় এবং উপযুক্ত স্থানে কুরবানী করে এলাকার হকদারের মধ্যে গোশত বিতরণ করা হয়।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২৩ ও ২৪শে মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ২৩ ও ২৪শে মে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হল রুমে ২দিন ব্যাপী রাজশাহী যোনের 'আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ৯-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আ পর্যন্ত চলে। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল, 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর ড. নূরুল ইসলাম এবং উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব জনাব শামসুল আলম।

অতঃপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (শিক্ষা সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা), গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রধান পরিদর্শক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (দরসে কুরআন : সূরা আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম (প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা অর্জন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন পদ্ধতি), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি), ধূরইল ডিএস কামিল মাদ্রাসা, মোহনপুর, রাজশাহীর প্রিন্সিপাল ও নওদাপাড়া মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা (শিক্ষাঙ্গনে আমানতদারিতা), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম (শিক্ষার্থীর ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধিতে করণীয়), 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব ও মারকাযের শিক্ষক জনাব শামসুল আলম (অভ্যন্তরীণ শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও উপকারিতা) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক পারস্পরিক সম্পর্ক), মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ (আরবী ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সহজ পদ্ধতি), মারকাযের শিক্ষক শাহীন রেযা (শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ভীতি দূরীকরণের উপায়), মারকাযের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ (শিক্ষার্থীর সুপ্ত মেধা বিকাশে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও উপকারিতা), মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক আব্দুর রহীম (শিশুদের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষাদান পদ্ধতি) রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক আব্দুল মান্নান (প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব-কর্তব্য) প্রমুখ। অতঃপর গ্রুপ ডিসকাশন পরিচালনা করেন মারকাযের শিক্ষক

মাওলানা আব্দুল্লাহ ও নাজমুল হুদা (আরবী), শাহীন রেযা ও ওয়াহীদুয্যামান (ইংরেজী), ইকবাল হোসাইন ও ফায়ছাল আহমাদ (গণিত)। প্রশিক্ষণে ২২টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৬২জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে এমসিকিউ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (নওগাঁ)-এর শিক্ষক মীযানুর রহমান, ২য় স্থান অধিকার করেন দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)-এর শিক্ষক মাহবূবুর রহমান ও ৩য় স্থান অধিকার করেন হাটগাঙ্গোপাড়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা (রাজশাহী)-এর শিক্ষক মাহবূবুর রহমান। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীসহ ৬জনকে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর পক্ষে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

সোনামণি

২৮শে জুন শুক্রবার পূর্বাচল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী মাদ্রাসায় যেলার বিভিন্ন শাখার সোনামণিদের অংশগ্রহণে **'সোনামণি প্রতিভা'** ৬৪তম সংখ্যার উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বাদ আছর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি এম. এ. কেরামত আলীর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অত্র মারকাযের প্রিন্সিপাল ড. ইহসান এলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হাই ভূঁইয়া, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসীন আল-আমীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আবু সাঈদ ও ফায়ছাল আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল্লাহ সাইফ ও জাগরণী পরিবেশন করে আম্মার। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মারকায সংবাদ

১৩ই জুলাই শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বেলা ১১-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সূরা আলাক্বের ১ম পাঁচ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, সকল জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহর অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাক না কেন তাতে যদি অহির জ্ঞান সংযুক্ত না হয়, তাহ'লে তা থেকে মানুষ দু'জাহানে কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া** (ঢাকা)। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করতে হ'লে আমাদের উন্নত স্বপ্ন দেখতে হবে এবং তদনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষকগণকে সর্বোচ্চ সৎ ও আমানতদার হ'তে হবে। যাতে তাদের দেখে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবন গড়তে পারে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যের পর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সচিব জনাব শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মারকাযের শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উপদেষ্টা জনাব আবু মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ মাস্টার (৮১) বার্ধক্যজনিত কারণে নিজবাড়ীতে গত ২৮শে মে মঙ্গলবার বিকাল ৩-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৫ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী এবং আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন দিবাগত রাত ১১-টায় নিজ গ্রাম আদিতমারী উপযেলাধীন দক্ষিণ বালাপাড়া ফাযিল মাদ্রাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আযহার আলী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মশীউর রহমানসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া (৬৮) ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৯শে জুন শনিবার সকাল ১০-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ৩ পুত্রসহ বহু সাংগঠনিক সাথী এবং আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐদিন বিকাল ৬-টায় নিজ গ্রাম দৌলতপুর উপযেলাধীন ধর্মদহ ফারাযীপাড়া ঈদগাহ ময়দানে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার ২য় পুত্র মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অতঃপর সন্ধ্যা সাড়ে ৭-টায় পারিবারিক কবরস্থান ময়দানে তার ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইমামতি করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহিব্বুর রহমান হেলাল। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলী মুর্তাযা, মেহেরপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানসহ কুষ্টিয়া-পূর্ব, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন। তখন আল্লাহ বললেন, সাথে এমন এক লোক আছে, যে চল্লিশ বছর যাবৎ গুনাহ করেই যাচ্ছে। উক্ত ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রীস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত ঘটনাটি ইবনু কুদামাহ বিনা সনদে স্বীয় 'আত-তাওয়াবীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বিদ্বানগণ উক্ত ঘটনাকে ইস্রাঈলী বর্ণনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(ইবনু কুদামাহ, 'আত-তাওয়াবীন' ৫৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : অনেকে ছোট বাচ্চাদেরকে সূর্য ও চাঁদকে দেখিয়ে সূর্য মামা ও চাঁদ মামা বলে পরিচয় করান। এগুলো করা যাবে কি?

-জাবের, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সূর্য ও চাঁদকে মামা বলা হিন্দুদের একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি। হিন্দু ধর্মানুসারে সমুদ্রমন্থনের ফলে সমুদ্রগর্ভ থেকে লক্ষ্মী আর চাঁদের উৎপত্তি। তাই তাদেরকে ভাই বোন হিসাবে ধরা হয়। আর হিন্দু শাস্ত্রে যেহেতু লক্ষ্মীদেবীকে মাতৃসম করে পূজা করা হয়, তাই মায়ের ভাই হিসাবে চাঁদকে মামা হিসাবে পরিচিতি দেওয়া হয়। *(দ্র. বিষ্ণু পুরাণ, প্রথমাংশ, অধ্যায় ৯-১১: সমুদ্র মন্থনের বিবরণ এবং চন্দ্র ও লক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব; মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৮-১৯: সমুদ্র মন্থনের ঘটনাবলী এবং এর ফলাফল; শিব পুরাণ, বিদ্যেশ্বর সংহিতা, অধ্যায় ৪-৫: চন্দ্র দেবতার বর্ণনা; পদ্ম পুরাণ, ভূমি খণ্ড, অধ্যায় ৫৬-৬০: সমুদ্র মন্থন এবং এর থেকে উৎপন্ন রত্নগুলির বিবরণ)*। অতএব অনৈসলামী সংস্কৃতি বিজড়িত এসব কথা বলা বা ছোটদের শেখানো থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে সাধারণভাবে আদর করে এরূপ বললে গোনাহ হবে না। কেননা সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : সরকারী স্কুলের শিক্ষক হওয়ায় আমাকে বাধ্যগত অবস্থায় কোন কোন সময় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর বিনিময়ে আমি যে ভাতা পাই তা ভোগ করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : নির্বাচন কমিশন নেতৃত্ব নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা ইসলাম সমর্থন করে না। তবে নেতৃত্ব নির্বাচন বৈধ বিষয়। অতএব বাধ্যগত অবস্থায় নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করলে তার বিনিময় গ্রহণ করা অবৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশন কোন অবৈধ কাজ করার জন্য বললে তা সাধ্যানুযায়ী প্রত্যাখ্যান করবে এবং একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় সে কাজ করতে হ'লে সেজন্য কমিশন দায়ী থাকবে।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : নদীতে আমার জমি ভেঙ্গে গিয়ে সেখানে বালুচর পড়েছে। কিন্তু তা বিক্রি করা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ। আমি যদি সরকারী কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে তা বিক্রি করি, তাহ'লে সেটি জায়েয হবে কি?

-রফীক, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : ইসলাম বিরোধী না হ'লে সরকারী নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক এবং বালুচরের জমি বিক্রয় করা হ'তে বিরত থাকা কর্তব্য। নইলে এতে দু'টি পাপ রয়েছে। ঘুষ দেওয়ার পাপ ও সরকারী বিধান লংঘন করার পাপ। অতএব রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : কোন কারণ ছাড়াই মাঝে মাঝে সাদা স্রাব বেরিয়ে কাপড়ে লাগে। অনেক সময় ছালাতের মধ্যেও বের হয়। উক্ত কাপড়ে ছালাত হবে কি?

-ছালেহা, শাহ মখদুম, রাজশাহী।

উত্তর : সাদা স্রাব বের হওয়ার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কোন পুরুষের মযী বের হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়। ছালাতরত অবস্থায় সাদাস্রাব অনুভব করলে ছালাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর লজ্জাস্থান ধৌত করে ওযূ করবে এবং পুনরায় ছালাত আদায় করবে। তবে এটি যদি কারো নিয়মিত ব্যাধি হয় এবং তা চলমান থাকে, তাহ'লে সে প্রত্যেক ছালাতের আগে ওযূ করবে এবং ছালাত আদায় করবে। আর ছালাতরত অবস্থায় বের হ'লে ঐ অবস্থাতেই ছালাত আদায় করবে' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/২২১; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২১৪)*। আর কাপড়ের যে স্থানে সাদা স্রাব লেগে যাবে সে স্থানও ধুয়ে নেওয়া ভালো। কারণ কোন কোন বিদ্বান সাদা স্রাবকে নাপাক বলেছেন *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৮৮; ওছায়মীন, আল-মাজমূ' ১/৪০৬)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : অনেক চাকুরীজীবী আছেন যারা নির্দিষ্ট সময়ে অফিস করেন না। ফলে জনগণের কষ্ট ও ভোগান্তি হয়। সরকারী নানা জটিলতার কারণে অফিস প্রধানরাও কোন ব্যবস্থা নেন না। এদের পরিণতি কি?

-মাসঊদ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : দায়িত্ব একটি আমানত। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার দায়িত্বে অবহেলা করে বা ফাঁকি দেয় তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে কৈফিয়তের সম্মুখীন হবে *(বুখারী হা/২৫৫৪; মুসলিম হা/২৮২৯)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর *(নিসা ৪/৫৮)*। তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা (অবাধ্যতার মাধ্যমে) আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং (এর অনিষ্টকারিতা)

www.at-tahreek.com

জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানত সমূহে খেয়ানত করো না' *(আনফাল ৮/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ কোন দায়িত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তা যথাযথ পালন না করে, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(বুখারী হা/৭১৫০; মিশকাত হা/৩৬৮৭)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ খুৎবা খুব কমই দিয়েছেন যেখানে তিনি এ কথা বলেননি যে, যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকার নেই তার দ্বীন নেই *(আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫, সনদ হাসান)*। অতএব প্রত্যেককে দায়িত্ব সচেতন হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : পরিবারে বর্তমানে খুব অভাব। তাই মিথ্যা তথ্য দিয়ে স্কুল শিক্ষকের অনুমতিক্রমে সরকারী উপবৃত্তির টাকা নেওয়া যাবে কি?

-শাহরিয়ার, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : মিথ্যা তথ্য দিয়ে কোন বাড়তি সুযোগ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া উভয়টি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন, অতএব তোমরা মূর্তিপূজার কলুষ এবং মিথ্যা কথা হ'তে দূরে থাক *(হজ্জ ২২/৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম, অবশ্যই করবেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসে বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, দু'বার করে বললেন এবং ক্রমাগত বলেই চললেন। বর্ণনাকারী বলেন, এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় আর থামবেন না *(বুখারী হা/৫৯৭৬)*। অতএব মিথ্যা নয় বরং সত্য বলে সরকারী উপবৃত্তির আবেদন করা উচিত।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : কত বছর বয়স থেকে নারীদের বালেগা ধরা হয়? আর কত বছর বয়স থেকে তাদের পর্দা করা ফরয?

-আব্দুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : ছেলে বা মেয়ে বালেগ হওয়ার কিছু লক্ষণ রয়েছে যেমন স্বপ্নদোষ হওয়া, (মেয়েদের) ঋতু হওয়া, নাভীর নীচে লোম গজানো বা ১৪/১৫ বছরে উপনীত হওয়া ইত্যাদি *(বুখারী হা/২৬৬৪; মুসলিম হা/১৮৬৮; মিশকাত হা/৩৩৭৬, ৩৯৭৪)*। এক্ষণে যখন কোন মেয়ের বালেগা হওয়ার আলামত পাওয়া যাবে বা ঋতু শুরু হবে, তখন তার উপর ইসলামী পর্দা ফরয হবে।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : গরুর গোবর দিয়ে বাড়ি লেপন করা জায়েয কি?

-মাহমূদ, রংপুর।

উত্তর : যে সকল প্রাণীর গোশত হালাল সে সকল প্রাণীর বিষ্ঠা হালাল। সুতরাং গরুর গোবর দিয়ে বাড়ির প্রাচীর লেপন করায় এবং উক্ত বাড়িতে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ভেড়া-ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, পার' *(মুসলিম হা/৩৬০; মিশকাত হা/৩০৫)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : আমার এলাকার একজন মেয়ে বিবাহের পর তার স্বামীর সাথে থাকতে চায়। স্বামীও তাকে নিজের বাড়িতে রাখতে চায়। কিন্তু মেয়ের পিতা-মাতা তাকে নিজের বাড়িতে রাখতে চায়—এক্ষেত্রে মেয়ের করণীয় কি?

-ফাতেমা, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর নির্দেশনা মেনে চলবে। স্বামী তার স্ত্রীকে যেখানে রাখতে চায় স্ত্রী সেখানেই থাকবে। যদি পিতা-মাতা এবং স্বামীর আদেশ-নিষেধের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে বৈষয়িক বিষয় সমূহে স্বামীর আদেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত নারীরা পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। কিন্তু বিবাহের পর তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সুতরাং সেসময় স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করাই তার জন্য যরূরী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি যদি কাউকে কোন মানুষের জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করতে বলতাম *(আবূদাঊদ হা/২১৪০; মিশকাত হা/৩২৫৫, সনদ ছহীহ)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, বিবাহিত নারীর স্বামীই আনুগত্যের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উপর অগ্রগণ্য। তার জন্য স্বামীর আনুগত্য করা ফরয *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৬১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, পিতা-মাতা বা অন্য কেউ আদেশ দিলেও স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে বের হ'তে পারবে না। এই ব্যাপারে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩২/২৬৩)*। অতএব পিতা-মাতা এবং স্বামীর আদেশ পরস্পর বিরোধী হ'লে স্ত্রী স্বামীর আদেশ মান্য করবে এবং স্বামীর বাড়িতে তার সাথেই বসবাস করবে।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : বই খোলা রাখলে শয়তান পড়ে কথাটি সঠিক কি? যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে শয়তান পড়লে আমাদের গুনাহ হবে কি?

-মৌমিতা, লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য মূলত শিষ্টাচারমূলক। কেননা কুরআন, হাদীছসহ যে কোন কিতাব বা বই খুলে রেখে চলে যাওয়া আদবের খেলাফ। অতএব বই পড়ার পর তা বন্ধ করে আদব রক্ষা করবে। আর বই খুলে রাখার সাথে শয়তানের পড়ে নেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই *(হাকীম তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উছূল ৩/২)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : স্বামী স্থায়ী অসুস্থ, বোধশক্তি নেই, তালাক দিতেও অক্ষম। কিন্তু স্ত্রী তালাক নিয়ে অন্যত্র বিবাহ করতে চায়। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কি?

-শিহাবুদ্দীন, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

উত্তর : স্ত্রী খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এজন্য আদালত বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে স্বামীকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দিবে' *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৮/১৮১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/২৮৯-৯০)*।

খোলা'কারী মহিলা এক ঋতু ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে অন্যত্র বা পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩)*। ছাবিত বিন ক্বায়েসের স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে খোলা'র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হলে রাসূল (ছাঃ) তার ইদ্দতের মেয়াদ একটি ঋতু নির্ধারণ করেন *(আবুদাঊদ হা/২২২৯; হাকেম হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ)*।

তবে স্ত্রী যদি ধৈর্য ধারণ করে অসুস্থ স্বামীর খেদমত করে জীবন অতিবাহিত করে, তাহ'লে এর জন্য সে পরকালে অশেষ পুরস্কার লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন স্ত্রী যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে চায় প্রবেশ করুক! *(আবু নু'আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৯৩১)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : জনৈকা প্রাপ্তবয়স্কা হিন্দু নারী ইসলাম গ্রহণ করে অভিভাবককে গোপন করে আমার সাথে বিয়ে করতে চায়। এক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিতে বিয়ে করা সঠিক হবে?

-হাসান মাহমূদ, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : কোন অমুসলিম নারী ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিবাহের অভিভাবক হিন্দু পিতা হ'তে পারবেন না। বরং ইসলামী আদালত বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অভিভাবক হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি মেয়ের অভিভাবকদের (ওলীগণের) মধ্যে আপোসে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে যার ওলী নেই তার ওলী হবে শাসক (প্রশাসন) *(আবুদাউদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯, ৭৫৫৬)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : অমুসলিমদের কাছে দো'আ চাওয়ার বিধান কি? ভুলবশত চেয়ে ফেললে গুনাহ হবে কি?

-রাফাত, ঢাকা।

উত্তর : অমুসলিমদের নিকট দো'আ চাওয়া যাবে না। আর তাদের দো'আ কবুলও হবে না। আল্লাহ বলেন, বস্তুত (আল্লাহকে ছেড়ে) কাফেরদের প্রার্থনা কেবলই নিষ্ফল *(রা'দ ১৩/১৪)*। তবে তারা নিজেদের হেদায়াতের জন্য বা দুনিয়াবী সাহায্যের জন্য দো'আ করলে তাদের দো'আয় আমীন বলা যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১/২২৩)*। আর ভুলক্রমে কাফেরদের থেকে দো'আ চাওয়া হ'লে পাপ হবে না।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : আমাদের মসজিদে মাঝে-মধ্যে কোন মুছল্লী অসুস্থ হ'লে তার সুস্থতার জন্য মসজিদে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে দো'আ চাওয়া হয়। এরূপ করা যাবে কি?

-রাশেদুল ইসলাম, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : মুছল্লীদের খাওয়ানোর মাধ্যমে দো'আ চাওয়া যাবে। কারণ মুছল্লীদের খাওয়ানো নফল ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ছাদাক্বার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা কর *(ছহীহুত তারগীব হা/৭৪৪)*। ছাদাক্বাকারী দো'আ না চাইলেও মুছল্লীদের জন্য সুন্নাত হ'ল ছাদাক্বাকারীর জন্য বিশেষভাবে দো'আ করা *(তওবা ৯/১০৩; বুখারী হা/১৪৯৭; মিশকাত হা/১৭৭৭)*। রাসূল (ছাঃ)-কে একটি ছাগল হাদিয়া দেওয়া হ'লে তিনি তা প্রতিবেশীদের মাঝে বণ্টন করে দিতে বললেন। বণ্টন শেষে আয়েশা (রাঃ) খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন তারা কি বলে দো'আ করেছে। সে বলল, বারাকাল্লাহ ফীকুম। আয়েশা (রাঃ) বললেন, ওয়া বারাকাল্লাহ ফীহিম। আমরা তাদের দো'আর জওয়াব দিয়ে দিলাম এবং ছাদাক্বার ছওয়াব অবশিষ্ট রইল *(নাসাঈ হা/১০০৬২; আল-কালিমুত ত্বাইয়েব হা/২৩৯, সনদ জাইয়েদ)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : আমার অফিসে টয়লেট ব্যবস্থাপনার ভিন্নতার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে হয়। বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে কি? এভাবে পেশাব করলে পানি বা টিস্যু ব্যবহার করলেও কিছু পেশাব থেকে যায় বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, রমনা, ঢাকা।

উত্তর : হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একদিন গোত্রের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি আনতে বললেন। আমি তাঁকে পানি এনে দিলে তিনি ওযূ করলেন *(বুখারী হা/২২৪; মিশকাত হা/৩৬৪)*। অতএব বসার পরিবেশ না থাকলে বা জায়গা নোংরা হ'লে বাধ্যগত কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন পোষাকে বা শরীরে ছিটা না লাগে।

পানি না পেলে টিস্যু ব্যবহার করা জায়েয। আর পেশাব আটকে আছে মনে হ'লে তাতে ছালাতের ক্ষতি হয় না, যতক্ষণ না তা বের হয় বা কাপড়ে গড়িয়ে পড়ে *(ইবনু কুদামা, মুগনী ১/১০৮; বাহুতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ১/৬৬)*। এজন্য গুপ্তাঙ্গ ধরে ৪০ কদম হাঁটা সুন্নাত বিরোধী এবং চরম বেহায়াপনার কাজ।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : ঈদায়নের তাকবীর সমূহ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?

-সা'দ মুহাম্মাদ, বড় মির্জাপুর, খুলনা।

উত্তর : ঈদায়নের তাকবীর সমূহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশনা ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হ'ল—*'আল্ল-হু আকবার, আল্ল-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু, আল্ল-হু আকবার আল্ল-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্'* *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬৭৯)*। এছাড়াও পাঠ করা যায়—*আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাছীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা* *(মুসলিম হা/৬০১)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উপরোক্ত তাকবীরটি বলে উঠল। ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ কথাগুলো কে বলল? সবার মধ্যে থেকে একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল আমি বলেছি। তখন তিনি বললেন, 'কথাগুলো আমার কাছে বিস্ময়কর মনে

হয়েছে। কারণ কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল'। ইবনু ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথাগুলো বলতে শোনার পর থেকে তার ওপর আমল করা কখনো বাদ দেইনি *(মুসলিম হা/৬০১)*। ইমাম শাফেঈসহ একদল বিদ্বান এই অংশটুকু পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(কিতাবুল উম্ম ১/২৭৬)*।

আল্লাহ তা'আলা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন ও আইয়ামে তাশরীক্বের দিনগুলোতে অধিকহারে তাঁর যিকির-আযকার করার নির্দেশ দিয়েছেন *(হজ্জ ২২/২৮; বাক্বারাহ ২/২০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এই দিনগুলোতে তাকবীর, (আল্লাহু আকবার) তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) অধিকহারে পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন *(আহমাদ হা/৫৪৪৬, ৬১৫৪)*। আর প্রচলিত তাকবীর এই চারটিকেই শামিল করে। তাছাড়া ঈদের তাকবীরের উক্ত শব্দগুলো ছাহাবায়ে কেরাম থেকে ছহীহ সনদে প্রমাণিত। যেমন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, ইবনু আব্বাস, আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) উক্ত তাকবীর গুলো পাঠ করতেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬৫৩, ৫৬৫১; ইরওয়া হা/৬৫৪-এর আলোচনা, সনদ ছহীহ; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৯৩)*। পরবর্তীতে তাবেঈনে ইযাম উক্ত তাকবীর পাঠ করেছেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৬৫০; নববী, আল-মাজমূ' ৫/৪০ ইবনুল মুনযির, আল- আওসাত্ব ৪/৩৪৯)*। তারপরে চার ইমামের তিন ইমামই উক্ত তাকবীর পাঠ করেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/৩৯; মুগনী ২/২৯৩; ইবনুল হুমাম, ফৎহুল ক্বাদীর ২/৮২)*। তবে রাসূলুল্লাহ থেকে সরাসরি শব্দগুলো বর্ণিত না হওয়ায় বিদ্বানগণ তাকবীরগুলো বিভিন্ন শব্দে পাঠ করেছেন। সেজন্য কেউ উক্ত তাকবীরগুলো হুবহু পাঠ না করে তাকবীর, (আল্লাহু আকবার) তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ) আকারে পাঠ করলেও তাতে কোন দোষ নেই। মোট কথা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এই দিনগুলোতে অধিকহারে যিকির, তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করার নির্দেশনা দিয়েছেন *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/২১৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৩/৩৫৫)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : কেউ যদি নিজ স্ত্রীর বোনকে কামনার সাথে স্পর্শ করে বা তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহ'লে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায়- একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-কামরুল ইসলাম, পাবনা।

উত্তর : স্ত্রীর বোন তথা শ্যালিকা মাহরাম না হওয়ায় তার প্রতি অন্যায় দৃষ্টিপাত বা স্পর্শ তো দূরের কথা, তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা বা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলাও হারাম। আল্লাহ বলেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(ইসরা ১৭/৩২)*।

উল্লেখ্য যে, কোন পুরুষ কোন নারীকে স্পর্শ করলে বা কারো সাথে যেনায় লিপ্ত হ'লে সে পুরুষ মহাপাপী হবে। কিন্তু তার বৈধ সম্পর্কগুলি হারাম হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭ পৃ., হা/১৮৮১)*। অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে আলী (রাঃ) থেকে *(ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃ., তা'লীক্ব বুখারী)*। সেকারণ স্ত্রী হারাম হবে কথাটি সঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : আমরা স্বামী-স্ত্রী ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় আমি বলে ফেলি যে, তোমাকে ছেড়ে দিব, রাখব না, তুমি চলে যাও ইত্যাদি। এভাবে অনেকবার বলেছি। দুই পক্ষের লোকেরা এসে অনেক বার মিলিয়ে দিয়েছে। এক্ষণে এভাবে বললে কি তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে?

-মিনার হোসাইন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : তোমাকে আমি ছেড়ে দিব, রাখব না, তুমি চলে যাও ইত্যাদি বাক্যগুলোর মধ্যে 'তুমি চলে যাও' বাক্যটি তালাকের নিয়তে বললে এক তালাক হয়ে যাবে। আর তিন তোহরে তিন মাসে এমন কথা তিনবার বলে থাকলে তিন তালাক হয়ে যাবে। কারণ এটি কেনায়া বা ইঙ্গিতবহ তালাক। আর কেনায়া তালাক নিয়তের সাথে উচ্চারণ করলে তা পতিত হয়ে যায় *(খলীল, আত-তাজ ওয়াল ইকলীল ৫/৩২৯; বাদায়েউছ ছানায়ে' ৩/১০৫; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/৭৩)*। অতএব তিন তোহরে তিন তালাক ইচ্ছাকৃতভাবে দিয়ে থাকলে স্ত্রী তিন তালাক বায়েন হয়ে গিয়েছে। তার কাছ থেকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : আশূরার ছিয়াম একদিন রাখা যায় কি?

-রবীউল আওয়াল, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : আশূরার ছিয়াম ১০ তারিখে একদিন রাখা যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিনই রেখেছিলেন *(বুখারী হা/২০০২, ৪৫০৪; মুসলিম হা/১১২৫)*। তবে ১০ই মুহাররমের পূর্বে বা পরে আরেক দিন ছিয়াম রাখা উত্তম। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন বা পরের দিন ছিয়াম পালন কর *(বায়হাক্বী ৪/২৮৭, মওকুফ ছহীহ)*। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহূদী-নাছারাদের বিপরীতে আগামী বছর বেঁচে থাকলে ৯ তারিখে আরেকটি ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন *(মুসলিম হা/১১৩৪)*। উল্লেখ্য যে, কেউ চাইলে আশূরার নিয়তে তিনটি ছিয়ামও রাখতে পারে। আশূরার দিন এবং পূর্বে ও পরে দুই দিন *(শাওকানী, নায়লুল আওতার ৪/২৯০; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৪২; বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'আশুরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : কুরআনে মাদ্দে মুত্তাছিল ৪ আলিফ টানা ওয়াজিব কি? ৪ আলিফের বদলে ১ আলিফ টানলে গুনাহ হবে কি?

-মুহাম্মাদ নাফীস, চট্টগ্রাম।

উত্তর : মাদ্দে মুত্তাছিল ৪ আলিফ টেনে পাঠ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এতে ভুল হ'লে গুনাহ নেই। তবে সাধ্যমত মাদ্দের স্থানে এমন দীর্ঘস্বরে পাঠ করা কর্তব্য, যাতে শব্দের

অর্থের কোন পরিবর্তন না হয়। অর্থাৎ যেখানে মাদ্দ নেই সেখানে দীর্ঘস্বরে পড়া যাবে না। আবার যেখানে মাদ্দ আছে সেখানে দ্রুত অতিক্রম করে পাঠ করা যাবে না *(ইবনু জাযরী, কিতাবুন নাশর ফি কিরাআতিল আ'শর ১/২৪৭; সাখাভী, ফাতহুল ওয়াছীদ ১/৩২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা কুরআনকে তোমাদের কণ্ঠস্বরের মধুর আওয়াজ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে পড়বে। কারণ সুমিষ্ট স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বাড়ায় *(দারেমী হা/৩৫০১; মিশকাত হা/২২০৮; ছহীহাহ হা/৭৭১)*। তিনি আরো বলেন, মানুষের মধ্যে সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি যার তিলাওয়াত শুনে তোমাদের ধারণা হয় যে, সে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৯; ছহীহুল জামে' হা/২২০২)*। আবূ লুবাবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে কুরআনকে মধুর সূরে পাঠ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবনু আবূ মুলায়কাহকে বলি, হে আবূ মুহাম্মাদ! যদি কারো স্বরই শ্রুতিমধুর না হয়? তিনি বললেন, সাধ্যমত সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করবে *(আবুদাউদ হা/১৪৭১; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৫১)*।

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম, এমন সময় সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসলেন। তখন আমাদের মধ্যে আরব বেদুঈন এবং অনারব লোকজন ছিল। তিনি বললেন, তোমরা (কুরআন) পড়, প্রত্যেকেই উত্তম। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের আর্বিভাব ঘটবে, যারা কুরআনকে তীরের ন্যায় ঠিক করবে (তাজবীদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে), তারা কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবে, অপেক্ষা করবে না *(আবুদাউদ হা/৮৩০; মিশকাত হা/২২০৬; ছহীহাহ হা/২৫৯)*। অতএব সাধ্যমত কুরআন সুন্দর করে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : আমি ঈদের সময় নানা ব্যস্ততায় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অলসতাবশত ১-২ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করিনি। এক্ষণে আমি এর ক্বাযা আদায় করলে আমার গুনাহ মাফ হবে কি? না পুনরায় কালেমা পাঠ করে মুসলিম হ'তে হবে?

-সবুজ, দিনাজপুর।*

[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : নতুন করে মুসলিম হ'তে হবে না। তবে আল্লাহ্র নিকট উক্ত পাপের জন্য খালেছ তওবা করতে হবে এবং কাযা ছালাতসমূহ আদায় করে নিতে হবে। কারণ ছুটে যাওয়া ছালাতের কাফফারা হচ্ছে উক্ত ছালাত আদায় করে নেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি কেউ কোন ছালাতের কথা ভুলে যায়, তাহ'লে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে ছালাতের অন্য কোন কাফফারা নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪; বুখারী হা/৫৯৭; মিশকাত হা/৬০৩)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : আমি মাগরিবের ছালাতের শেষ বৈঠকে গিয়ে দেখি ইমাম ডান দিকে সালাম ফিরাচ্ছেন। আমি বৈঠকে বসে জামা'আতে অংশগ্রহণ করি। এ ক্ষণে আমার ছালাত হয়েছে কি?

-ফিরোয আলম, খড়খড়ি বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : ডান দিকে সালাম ফিরানো অবস্থায় ছালাতে অংশ গ্রহণ করলে ছালাত হয়ে যাবে। আর বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় যোগ দিলে জামা'আতে অংশগ্রহণ হবে না। তখন তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। কারণ ইমাম সালামের মাধ্যমে ছালাত শেষ করে ফেলেছেন *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/২২২; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/১৬৯)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : আমি একজন ছাত্রকে তার বাসায় পড়াই। তার পিতা ব্যাংকে চাকরী করে। এমতাবস্থায় তার সন্তানকে পড়ানো এবং তার পিতার কাছ থেকে সম্মানী নেয়া আমার জন্য জায়েয হবে কি?

-এস এম আহমাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : পাঠদান হালাল হওয়ায় হালাল কর্মের বিনিময়ে ব্যাংকারের সন্তানকে পড়ানো এবং তার থেকে সম্মানী গ্রহণ করতে বাধা নেই। আর সূদের সাথে জড়িত থাকার জন্য ব্যক্তি গুনাহগার হবে। আল্লাহ বলেন, মানুষ যা করে তার ফল তার উপরে বর্তায়। একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : আমার পিতা দুই বিয়ে করেছেন। আমার মা পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং আমার মায়ের বিয়ের পূর্বেই প্রথম স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সেই ঘরে একটি ছেলে রয়েছে। এখন সম্পত্তি বণ্টনের বেলায় সেই ছেলেটি কতটুকু সম্পদের হকদার হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, টঙ্গী, গাযীপুর।

উত্তর : প্রথম স্ত্রীর ছেলে পিতার সম্পদে অন্যান্য ছেলে সন্তানের সমপরিমাণ সম্পদ পাবে। আর ছেলেরা কন্যা সন্তানের দ্বিগুণের ভিত্তিতে সম্পদ পাবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একটি কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক' *(নিসা ৪/১১)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : রোগী দেখার সময়সীমা উটের দুধ দোহন পরিমাণ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মাহমূদুল হাসান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/১৫৯০; যঈফুল জামে' হা/৩৮৯৯)*। তবে বিদ্বানগণ বলেন, রোগী দেখতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা যাবে না। কারণ এতে রোগী বা তার পরিবারের জন্য বিব্রতকর বা কষ্টদায়ক অবস্থা তৈরি হ'তে পারে। তবে রোগী কারো দীর্ঘ অবস্থান কামনা করলে তার জন্য অবস্থান দোষণীয় নয় বরং অবস্থান করা মুস্তাহাব *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/১১২; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১০/১১৩)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : মসজিদে টাইলস ফিটিং, এসি সংযোজন

সহ শ্রীবৃদ্ধিমূলক বিবিধ প্রয়োজনে দান করা অথবা গরীব-মিসকীনের জন্য ব্যয় করা উভয়টির মধ্যে কোনটি উত্তম?

-ছাব্বীর আহমাদ, পাবনা।

উত্তর : মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি বা অতি অসহায় দরিদ্রদের ছাদাক্বার মধ্যে যেটি অধিক প্রয়োজন হবে, সেটিই করা উত্তম। প্রয়োজনে বিশুদ্ধ নিয়তে উভয় স্থানেও দিতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২০/৪৮)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : আমার আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলে আমার স্ত্রী ভালো চোখে দেখে না। ফলে আমি গোপনে আত্মীয়দের সাহায্য করি। আমার স্ত্রী এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করলে তাকে মিথ্যা বলি। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যা বলা যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : যাবে। আত্মীয়-স্বজনকে সাধ্যমত সহায়তা করবে। স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন দরিদ্র হ'লে তাদেরও সহায়তা করার চেষ্টা করবে। এক্ষণে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দান করার কারণে স্ত্রীর অসন্তুষ্ট হওয়াটা সমীচীন নয়। এরপরেও অসন্তুষ্ট হ'লে তাকে না জানিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে সহায়তা করবে। প্রয়োজনে স্ত্রীর সাথে হিকমতপূর্ণ কথা বলবে বা কৌশলের আশ্রয় নিবে *(মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৫০৩১)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : আমি যেখানে কাজ করি তার আশেপাশে কোন মসজিদ নেই। মসজিদের দূরত্ব প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টার পথ। এক্ষণে আমি অফিস থেকে জুম'আ মসজিদের খুৎবা লাইভে শুনে জামা'আতের সাথে জুম'আ আদায় করতে পারব কি?

-হাসান আহমাদ, ফ্রান্স।

উত্তর : মসজিদের খুৎবা লাইভে শুনে জামা'আতের সাথে জুম'আ আদায় করা যাবে না। বরং মসজিদ বহু দূরে হ'লে সেক্ষেত্রে একাধিক মুছল্লী থাকলে নিজ কর্মস্থলে খুৎবা দিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। আর একাকী থাকলে বা জুম'আ কায়েম করা সম্ভব না হ'লে যোহরের ছালাত আদায় করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/১৪৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/২৬৩)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : আমার দুধপিতা কি আমার আপন দাদীকে বিবাহ করতে পারবে?

-তহুরা, আনন্দবাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পারবে। কেননা দুধপিতার জন্য আপন দাদী মাহরাম নয়। আর নিষিদ্ধের বিষয়টি কেবল দুধ পানকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ দুধ পানকারীর জন্য তার দুধ মা, দুধপিতা, দুধ ভাই, দুধ বোন প্রমুখ নিষিদ্ধ। এদের মধ্যে পারস্পরিক হুরমত বা নিষিদ্ধের বিষয়টি কার্যকর হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৭৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : আমরা ৩ বান্ধবী একসাথে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে পড়ার জন্য থাকি। সম্প্রতি আমি জানতে পারি যে, বাসায় থাকা অবস্থায় তোলা আমার পর্দাহীন কিছু ছবি আমার বান্ধবীর মাধ্যমে কিছু ছেলে দেখেছে। এজন্য আমি গুনাহগার হব কি?

-সায়েলা শারমীন, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : গুনাহগার হবেন না ইনশাআল্লাহ। তবে যে বান্ধবী ছবি প্রকাশ করেছে সে চরম গুনাহগার হবে। উল্লেখ্য যে, একজন নারীকে বহিরাগতদের সামনে নিজ ঘরেও শালীন অবস্থায় থাকতে হবে। এমনকি অন্য নারী কর্তৃক পর্দার বিধান লংঘিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে *(ফাতাওয়াল মারাতিল মুসলিমাহ ১/৪১৭; বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'পোষাক ও পর্দা' বই)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : গত চার বছর ধরে আমার পিরিয়ডের সময় এলে আগে বাদামী বা লালচে রঙের স্রাব হয় যা কখনো কখনো ৫-৭ দিন পর্যন্ত থাকে এবং তারপর পিরিয়ড দেখা দেয়। বারবার চিকিৎসা করার পরও অবস্থা আগের মতোই। এক্ষেত্রে উক্ত দিনগুলোতে ছালাত আদায় করা যাবে কি? না পিরিয়ডের মূল রক্ত আসার পর ছালাত পরিত্যাগ করব?

-দ্বীনা ইসলাম, দক্ষিণ ধানগড়া, গাইবান্ধা।

উত্তর : ঋতুর পূর্বে আগত বিভিন্ন রংয়ের রক্ত হায়েয হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত আছে। ঋতু শুরু হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রক্ত বের হ'তে থাকা এবং সেই সাথে ব্যথা থাকা। যদি মধ্যের সময়ে রক্তপাত বন্ধ হয় এবং ব্যথা না থাকে, তাহ'লে তা ঋতু হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা ইস্তিহাযা বা প্রদর রোগ হিসাবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ১৫/৬৬; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৬৬৩-৬৪)*।

তবে ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর বাদামী বা মেটে রংয়ের স্রাব দেখলে সাদাস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। মহিলা ছাহাবীগণ আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে পাত্রে করে তুলা পাঠাতেন যাতে হলুদ রঙ-এর পদার্থ থাকতো। তিনি বলতেন, 'তোমরা শ্বেতস্রাব না দেখা পর্যন্ত তাড়াহুড়া করবে না' *(বায়হাক্বী হা/১৫৮৯; ইরওয়া হা/১৯৮)*। অর্থাৎ সাদাস্রাবের পর পবিত্রতা অর্জিত হবে। এরপর উক্ত বাদামী বা হলুদ রংয়ের কিছু অনুভব করলে সেটা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না *(বুখারী হা/৩২৬)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : সূরা ইখলাছ প্রতিদিন ২০০ বার ওযূ অবস্থায় পড়ার ১০টি উপকার– ১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাগের ৩০০ দরজা বন্ধ করে দিবেন। ২. রহমতের ৩০০ দরজা খুলে দিবেন। ৩. রিযিকের ৩০০ দরজা খুলে দিবেন। ৪. পরিশ্রম ছাড়া গায়েব থেকে রিযিক পৌঁছে দিবেন। ৫. আল্লাহ তা'আলা নিজের জ্ঞান থেকে জ্ঞান দিবেন। আপন ধৈর্য থেকে ধৈর্য দিবেন। আপন বুঝ থেকে বুঝ দিবেন। ৬. ৬৬ বার কুরআন খতম করার ছওয়াব দিবেন। ৭. ৫০ বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। ৮. জান্নাতের মধ্যে ২০টি মহল দিবেন, যেগুলো ইয়াকূত ও মারজানের তৈরী। প্রত্যেক

মহলে ৭০ হাযার দরজা থাকবে। ৯. ২০০০ রাক'আত নফল ছালাত পড়ার ছওয়াব দিবেন। ১০. যখন তিনি মারা যাবেন তখন ১,১০,০০০ ফেরেশতা তার জানাযায় শরীক হবেন। উক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আবূ ছালেহ, মাধবদী, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত বর্ণনার ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। আর উক্ত মর্মে কিছু আংশিক বর্ণনা পাওয়া গেলেও তার সবগুলোই যঈফ অথবা জাল *(আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৫৭৮০-৮৩; যঈফুত তারগীব হা/৯৭৫)*। তবে সূরা ইখলাছের ফযীলত সম্পর্কে অসংখ্য ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন—আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা সকলে জমা হও। আমি তোমাদের নিকট এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব। তখন সবাই জমা হ'ল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এসে সূরা ইখলাছ পাঠ করলেন। তারপর ভিতরে গেলেন। তখন আমরা একে অপরকে বলতে লাগলাম, 'আমি মনে করি এটি এমন একটি খবর, যা তাঁর নিকট আসমান থেকে এসেছে'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এক-তৃতীয়াংশ কুরআন শুনাব। শুনো! এ সূরাটিই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান' *(বুখারী হা/৫০১৫; মুসলিম হা/৮১২)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন *(আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : আমাদের ফাউণ্ডেশন থেকে লোন দিতে চাচ্ছি ১০/২০ হাযারের মতো। এখন হিসাব করে দেখছি লোন দিতে হ'লে ৩/৪ লাখ টাকা লোন নিচ্ছে গ্রামের লোক। এখন এই লোন আদায় ও বিতরণের জন্য একজন লোক দরকার। তার সম্মানী, অফিস ভাড়া, কারেন্ট বিল, লোনের বিভিন্ন ধরনের কাগজ প্রিন্ট, ফটোকপি ইত্যাদি পরিচালনার জন্য ফী হিসাবে যারা লোন নিবে এদের কাছ থেকে কোন ফী নেওয়া যাবে কি?

-আতীকুর রহমান, নীলফামারী।

উত্তর : সার্ভিস চার্জ বা পরিচালনা ফী হিসাবে নির্দিষ্ট অংকের ফী নেওয়া যাবে। তবে সময়ের সাথে ফী-এর পরিমাণ বৃদ্ধি বা দেরীতে পরিশোধে ফী বৃদ্ধি ইত্যাদি সূদী কলা-কৌশল করা যাবে না *(মাজাল্লাতুল মুজাম্মা' সংখ্যা ২, ২/৫২৭; সংখ্যা ৩/৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : কুরবানীর দিন কুরবানীর নিয়ত ছাড়া কয়েকজন মিলে গরু যবেহ করে খেতে পারবে কি?

-আহমাদুল্লাহ, কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তর : কুরবানী ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। কুরবানীর দিনগুলিতে কুরবানীর পশুও ইসলামের নিদর্শন *(হজ্জ ২২/৩৬)*। সুতরাং এই দিনগুলিতে কুরবানী ব্যতীত গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানীযোগ্য অন্য কোন পশু যবেহ করা সমীচীন নয়। কুরবানীর দিনসহ আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলি খানাপিনা জন্য শরী'আত নির্ধারণ করেছে *(মুসলিম হা/১১৪১)*। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি তার হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*। এক্ষণে ইসলামের নিদর্শনের দিনগুলিতে কুরবানীর নিয়ত ব্যতীত অন্য কোন কুরবানীযোগ্য পশু যবেহ করে ভাগাভাগি করে নেয়া শরী'আতের একটি বিধানকে অবজ্ঞা করার শামিল, যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে কারো বিবাহ বা অলীমা অনুষ্ঠানে এই জাতীয় শারঈ গুরুত্বপূর্ণ কাজে গরু বা যেকোন হালাল প্রাণী যবেহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : আমি গত ২৭শে মে আমার স্ত্রীকে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে তিন তালাক দিয়েছি। আবার ২২শে জুন মজলিসে বসে এক তালাক দিয়েছি। এ সময় সে হায়েয অবস্থায় ছিল। এখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন পুনরায় সংসার করতে হ'লে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে এক সাথে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয়েছে *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। আর দ্বিতীয় তালাকটি হায়েয অবস্থায় হওয়ায় তা পতিত হয়নি। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে ইদ্দতের মধ্যে সাধারণভাবে রাজ'আত করে নিবে। আর ইদ্দতকাল (তিন তোহর) অতিবাহিত হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২২৯; আবুদাঊদ হা/২১৯৫; ইরওয়া হা/২০৮০; বিস্তারিত দ্র. 'হাফাবা' প্রকাশিত 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : এশার ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্টভাবে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করার বিধান রয়েছে কি?

-ওয়াছিক বিল্লাহ, বরগুনা।

উত্তর : এশার ছালাতের পূর্বে কোন সুন্নাতে রাতেবা নেই। বরং আযানের পরে ও এক্বামতের পূর্বে দুই রাক'আত সাধারণ নফল ছালাত আদায় করা যায় *(বুখারী হা/৬২৮)*। অনুরূপভাবে মাগরিবের ছালাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত অনির্ধারিতভাবে নফল ছালাত আদায় করা যায় *(ছহীহাহ হা/২১৩২; ছহীহুত তারগীব হা/৫৮৯)*। অতএব এশার ফরয ছালাতের পূর্বে দুই, চার বা ততোধিক নফল ছালাত আদায় করতে পারে। কিন্তু সেগুলো সুন্নাতে রাতেবা নয়।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : আমার স্ত্রী পরপুরুষে আসক্ত। অনেক চেষ্টার পরও সে ঠিক হচ্ছে না। আমাদের ১০ বছর বয়সী একটি সন্তান আছে। আমি তাকে নিয়মানুযায়ী পবিত্রা থাকা অবস্থায় তাকে তিন মাসে তিন তালাক দিয়েছি। এটা সঠিক এবং এতে স্থায়ী তালাক হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত তালাক সঠিক ও ইসলামী শরী'আত মোতাবেক হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তালাক হ'ল দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে। আর তাদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছ, তা

থেকে কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের জন্য সিদ্ধ নয় *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। অতএব উক্ত তালাক কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : ইসলামে সন্তানের পিতা শনাক্ত করার পদ্ধতি কি? মায়ের পবিত্রতা নিয়ে সন্দেহ হ'লে করণীয় কি? এজন্য ডিএনএ টেস্ট করা যাবে কি? আর সন্তান অবৈধ হ'লে স্ত্রীর ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

-রাসেল, ঢাকা।

উত্তর : সন্তানের পরিচিতি নিশ্চিতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি বা ডিএনএ টেস্টের সহায়তা নেওয়া যাবে। কারণ সন্তানের পরিচিতির বিষয়টি একমাত্র মাতা নিশ্চিত করতে পারে। আবার কোন নারী একাধিক ব্যক্তির সাথে একই সময়ে মিলিত হয়ে থাকলে সেও সন্তানের পরিচিতি নিশ্চিত করতে পারবে না। এখন যদি স্ত্রী কোনভাবে সন্তানের পরিচিতি নিশ্চিত না করে বা স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ হয় তাহ'লে সন্তানের চেহারা বা তার শারীরিক গঠন দেখেও সন্তানের পিতৃপরিচয় পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের আগে জরায়ুতে প্রবেশ করে তখন সন্তানের আকৃতি তার মামাদের মতই হয়। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন তার আকৃতি চাচাদের মতই হয় *(মুসলিম হা/৩১৪)*। তিনি আরো বলেন, পুরুষের বীর্য গাঢ়, সাদা আর মহিলাদের বীর্য পাতলা, হলুদ। দু'য়ের মধ্যে থেকে যার বীর্য ওপরে উঠে যায় অথবা আগে চলে যায় (সন্তান) তারই সদৃশ হয় *(মুসলিম হা/৩১১; মিশকাত হা/৪৩৪)*। তিনি আরো বলেন, যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার মত হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে, তবে সন্তান মায়ের মত হয় *(বুখারী হা/৩৩)*। এভাবেও সন্তানের পরিচিতি নিশ্চিত না হওয়া গেলে আধুনিক প্রযুক্তি তথা ডিএনএ পরীক্ষার সহায়তা নিবে।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : পল্লী চিকিৎসক হিসাবে আমাকে অনেক সময় মহিলা রোগীকে ইনজেকশন দিতে হয়, হাত বা কোমরের কাপড় সরিয়ে পুশ করতে হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-তরীকুল ইসলাম, ডিঙ্গেদহ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এক্ষেত্রে নিজে না করে মহিলা নার্সের মাধ্যমে মহিলাদের ইনজেকশন পুশ করানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। মহিলা ডাক্তার বা নার্স না পাওয়া গেলে বাধ্যগত অবস্থায় পুরুষ ডাক্তার এটি করতে পারে। কারণ বিভিন্ন যুদ্ধে উম্মে সুলায়েম, রুবাইয়ে' বিনতে মু'আওয়ায ও আনছার মহিলাগণ আহত মুসলিম সৈন্যদের পানি পান করানো, যখম পরিচর্যা ও অন্যান্য সেবা-শুশ্রূষা করতেন *(বুখারী হা/৫৬৭৯, মুসলিম হা/১৮১০, মিশকাত হা/৩৯৪০)*। তবে সেক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য সম্ভবপর একজন মাহরাম পুরুষ সাথে রাখা কর্তব্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দু'জন গায়ের মাহরাম নারী ও পুরুষ নির্জনে একত্রে থাকলে সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান' *(তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮)*।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

এখানে **মধু** (লিচু ফুল, সরিষা ফুল, বরই ফুল, মিশ্র ফুল, কালোজিরা, সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল), মধুময় বাদাম, দানাদার ঘি, উন্নত মানের খেজুর, কালোজিরা তেল, সরিষার তেল, মৌসুমী খেজুরের গুড় পাওয়া যায়।
বি. দ্র. ইসলামী বই পাওয়া যায়।

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun
১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ আগস্ট	২৫ মুহাররম	১৭ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০৬	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	২৭ মুহাররম	১৯ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০৭	০৫:২৯	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০২
০৫ আগস্ট	২৯ মুহাররম	২১ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০০
০৭ আগস্ট	০২ ছফর	২৩ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০৯	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	০৪ ছফর	২৫ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:১১	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৭
১১ আগস্ট	০৬ ছফর	২৭ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:১২	০৫:৩২	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৫	০৭:৫৫
১৩ আগস্ট	০৮ ছফর	২৯ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:১৩	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৩
১৫ আগস্ট	১০ ছফর	৩১ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:১৪	০৫:৩৪	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫১
১৭ আগস্ট	১২ ছফর	০২ ভাদ্র	শনিবার	০৪:১৫	০৫:৩৪	১২:০২	০৩:২৯	০৬:৩১	০৭:৪৯
১৯ আগস্ট	১৪ ছফর	০৪ ভাদ্র	সোমবার	০৪:১৬	০৫:৩৫	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৭
২১ আগস্ট	১৬ ছফর	০৬ ভাদ্র	বুধবার	০৪:১৮	০৫:৩৬	১২:০১	০৩:২৯	০৬:২৭	০৭:৪৫
২৩ আগস্ট	১৮ ছফর	০৮ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:১৯	০৫:৩৭	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৬	০৭:৪৩
২৫ আগস্ট	২০ ছফর	১০ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২০	০৫:৩৭	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪১
২৭ আগস্ট	২২ ছফর	১২ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২১	০৫:৩৮	১২:০০	০৩:২৭	০৬:২১	০৭:৩৯
২৯ আগস্ট	২৪ ছফর	১৪ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২২	০৫:৩৯	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৩৭
৩১ আগস্ট	২৬ ছফর	১৬ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৩	০৫:৩৯	১১:৫৯	০৩:২৬	০৬:১৮	০৭:৩৪
০১ সেপ্টেম্বর	২৭ ছফর	১৭ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৩
০৩ সেপ্টেম্বর	২৯ ছফর	১৯ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৪	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৩১
০৫ সেপ্টেম্বর	০১ রবীঃ আউঃ	২১ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৫	০৫:৪১	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	০৩ রবীঃ আউঃ	২৩ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	০৫ রবীঃ আউঃ	২৫ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৭	০৫:৪২	১১:৫৫	০৩:২৩	০৬:০৯	০৭:২৪
১১ সেপ্টেম্বর	০৭ রবীঃ আউঃ	২৭ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৮	০৫:৪৩	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:২২
১৩ সেপ্টেম্বর	০৯ রবীঃ আউঃ	২৯ ভাদ্র	শুক্রবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৫	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	১১ রবীঃ আউঃ	৩১ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৯	০৫:৪৪	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০৩	০৭:১৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	০	+১	+১	+১
শরীয়তপুর	+২	০	০	০	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	−১	০	০	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৩	−২	০	০	০
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	−১	−১	০	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৫	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	০	+১	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−১	+১	+৪	+৩	+৪
ময়মনসিংহ	−২	০	+২	+১	+২
জামালপুর	০	+২	+৪	+৪	+৪
নেত্রকোণা	−৩	−১	+১	০	+১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৫	+৪
সাতক্ষীরা	+৮	+৫	+৪	+৪	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬	+৬	+৬
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৬	+৩	+২	+৩	+২
বাগেরহাট	+৫	+২	+১	+১	+১
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৩	+১	−১	০	−১
পটুয়াখালী	+৩	০	−২	−১	−২
পিরোজপুর	+৪	+২	০	+১	০
বরিশাল	+৩	০	−১	−১	−২
ভোলা	+১	−১	−৩	−২	−৩
বরগুনা	+৫	+১	−১	০	−২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৪	+৪
পাবনা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+২	+৪	+৬	+৬	+৭
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৫	+৫	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৫	+৮	+৭	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১০	+১০	+১০
নওগা	+৪	+৬	+৮	+৮	+৮

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+২	+৭	+১২	+১১	+১৩
দিনাজপুর	+৪	+৭	+১০	+৯	+১১
লালমণিরহাট	০	+৪	+৮	+৭	+৯
নীলফামারী	+২	+৬	+১০	+৯	+১১
গাইবান্ধা	+১	+৩	+৬	+৬	+৭
ঠাকুরগাঁও	+৩	+৮	+১২	+১১	+১৩
রংপুর	+১	+৪	+৮	+৭	+৯
কুড়িগ্রাম	−১	+৩	+৭	+৬	+৮

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−২	−৪	−৫	−৫	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−৩	−২	−২	−২
রাঙ্গামাটি	−৫	−৭	−৯	−৮	−৯
নোয়াখালী	−১	−৩	−৪	−৪	−৪
চাঁদপুর	০	−১	−২	−১	−২
লক্ষ্মীপুর	০	−২	−৩	−২	−৩
চট্টগ্রাম	−৩	−৬	−৮	−৭	−৮
কক্সবাজার	−১	−৬	−১০	−৯	−১০
খাগড়াছড়ি	−৫	−৭	−৭	−৭	−৭
বান্দরবান	−৪	−৭	−১০	−৯	−১০

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৮	−৬	−৪	−৪	−৩
মৌলভীবাযার	−৭	−৬	−৪	−৪	−৪
হবিগঞ্জ	−৫	−৪	−৩	−৩	−৩
সুনামগঞ্জ	−৬	−৪	−২	−২	−১

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

সহজ তামরীনুছ ছরফ

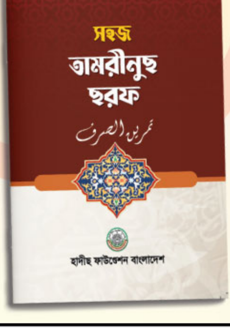

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

আরবী ব্যাকরণ শিক্ষার প্রথম ধাপে ছরফ তথা আরবী শব্দগঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব যরূরী। সে লক্ষ্যে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ 'সহজ মীযানুছ ছরফ' ও 'সহজ তামরীনুছ ছরফ' নামে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য দু'টি পুস্তক সংকলন করেছে। এতে একই সাথে আরবী ব্যাকরণ চর্চায় ভারত উপমহাদেশীয় ধারা ও আরবীয় ধারাকে সমন্বয় করা হয়েছে এবং অধিকতর চর্চা নিশ্চিত করতে প্রচুর অনুশীলনী যুক্ত করা হয়েছে। পুস্তক দু'টি আরবী ভাষা শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পথে খুবই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০ | www.hadeethfoundationbd.com

সহজ মীযানুছ ছরফ

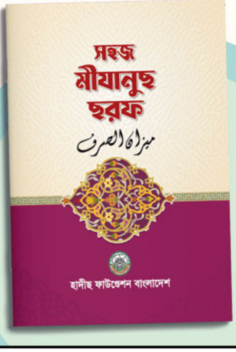

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 11, August 2024